চালু হল
'দুরন্ত বার্তা'
অ্যাপ
ডাউনলোড করুন
প্লে-স্টোর থেকে

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই
নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে
যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 28, Issue No.: 200 Tuesday, 20 June, 2023 ❋ ২৮ বর্ষ, ২০০ সংখ্যা ❋ ৪ আষাঢ়, ১৪৩০, মঙ্গলবার, ২০ জুন, ২০২৩ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য– ৩ টাকা

সোমবার প্রতীক্ষিত বৃষ্টিতে ভিজল কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলা। কোথাও কোথাও ৩০-৪০ কিলোমিটার বেগে বইতে থাকে ঝোড়ো হাওয়া। ...*বিস্তারিত পাতা ৩*

মুর্শিদাবাদের ফরাক্কায় উত্তর ইমাম নগরের মাঠপাড়া কেঁপে উঠল বোমা বিস্ফোরণে। ঘটনাটি ঘটেছে সোমবার। বিস্ফোরণে জখম হল ৫ শিশু। ...*বিস্তারিত পাতা ৫*

বিরোধীদের বৈঠকের প্রাক্কালে বিহারের মুখ্যমন্ত্রী ও জেডিইউ নেতা নীতীশ কুমারের বিরুদ্ধে তোপ দাগলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ও বিজেপি নেতা অনুরাগ সিং ঠাকুর। ...*বিস্তারিত পাতা ৬*

এ বার লাল-হলুদ আরও শক্তিশালী হল। ইস্টবেঙ্গলে যোগ দিলেন মন্দার রাও দেশাই, হরমনজ্যোৎ সিং খাবরা এবং এডউইন সিডনি ভান্সপল। ...*বিস্তারিত পাতা ৮*

পার্থর হয়ে মামলা লড়তে আইনজীবী আনা হচ্ছে দিল্লি থেকে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৯ জুনঃ পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের মামলা লড়তে এ বার দিল্লি থেকে আসছেন আইনজীবী। সোমবার কলকাতার নগর দায়রা আদালতে নিয়োগ মামলার শুনানি চলাকালীন এ কথা জানিয়েছেন পার্থের আইনজীবীই। পার্থের বিরুদ্ধে নিয়োগ সংক্রান্ত ইডির মামলার বিচার চলছিল আদালতে। সেখানে রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রীর জামিনের আবেদন করেন তাঁর আইনজীবী। তখনই তিনি আদালতকে বলেন, ''পার্থের শুনানির জন্য এর পর দিল্লি থেকে আইনজীবী আসবেন।'' গত বছর ২৩ জুলাই পার্থকে গ্রেফতার করেছিল ইডি। পার্থ-ঘনিষ্ঠ অর্পিতা মুখোপাধ্যায়ের দু'টি ফ্ল্যাট থেকে পাওয়া গিয়েছিল প্রায় ৫০ কোটি টাকা। যা নিয়োগ দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত বলেই অভিযোগ করেছিল

ইডি। সোমবার পার্থের বিরুদ্ধে ইডির সেই মামলারই শুনানি ছিল বিচার ভবনে। পার্থের আইনজীবী তাঁর জামিনের আবেদন করলেও ইডি জানায় তাদের আরও সময় চাই। দু'তরফের দাবি বিচারকের কাছে পেশ করার পর্বেই পার্থের আইনজীবী বিচারককে বলেন, পার্থের মামলার জন্য এর পর দিল্লি থেকে আইনজীবী আসবেন। অন্য দিকে, সোমবার আদালতও জানিয়েছে, পার্থের আংটিকাণ্ডে যে রিপোর্ট আদালতকে দেওয়া হয়েছে, তা সন্তোষজনক মনে হয়নি আদালতের। নিয়োগ মামলায় অভিযুক্ত রাজ্যের প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ কেন জেলের নিয়ম ভেঙে হাতে আংটি পরে রয়েছেন, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিল বিচার ভবন। এর পর আদালতের নির্দেশেই ওই সংক্রান্ত রিপোর্ট আদালতে পেশ করেছিলেন আইজি (কারা)। সূত্রের খবর, ওই রিপোর্টে আইজি জানিয়েছিলেন, জেল সুপারকে সতর্ক করা হয়েছে। সোমবার নগর দায়রা আদালতের বিচারক ওই রিপোর্টের প্রসঙ্গ তুলে জানান, আংটিকাণ্ডে যে রিপোর্ট পেশ করা হয়েছে, তা সন্তোষজনক নয়। আদালতের এই মন্তব্যের পর আইজি (কারা)-র রিপোর্ট নিয়ে কটাক্ষ করেছেন ইডির আইনজীবী ফিরোজ এডুলজি। আদালত সূত্রে খবর, তিনি বিচারককে বলেন, ''আইজি (কারা)-কে তবে রিপোর্ট দেওয়ার প্রশিক্ষণের জন্য হায়দরাবাদের আইপিএস ট্রেনিং সেন্টারে পাঠানো উচিত।'' তবে এই কথোপকথন আর বেশি দূর গড়ায়নি বলেই আদালত সূত্রে জানা গিয়েছে। আপাতত পার্থের মামলার পরবর্তী শুনানির দিন ধার্য করা হয়েছে আগামী ১ জুলাই। পার্থের আইনজীবীর কথামতো সেই দিন পার্থের মামলার শুনানির জন্য দিল্লি থেকে আইনজীবী আসতে পারেন। এর আগে নিয়োগ মামলায় জেলবন্দি অর্পিতার শুনানির জন্যও দিল্লি থেকে আইনজীবী এসেছিলেন। তিনি পার্থকে গোটা ঘটনার নেপথ্যে 'মাস্টারমাইন্ড' বলেও মন্তব্য করেছিলেন আদালতে।

অভিযোগের পাহাড় রাজভবনের 'পিস রুম'-এ

পঞ্চায়েত নিয়ে অভিযোগ শাসকদলেরও

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৯ জুনঃ রাজভবনের ওপর আস্থা বাড়ছে সাধারণ মানুষের! সোমবার এমনটাই দাবি করলেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। কিন্তু কেন এই দাবি? গত শনিবার নির্বাচন পরবর্তী হিংসা বা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে হিংসা বা যে কোনও অভিযোগ জানাতে খোলা হয়েছে পিস রুম বা শান্তিরক্ষার ঘর। ই-মেল ও ফোন নম্বরও দেওয়া হয়েছে রাজভবনের থেকে তার জন্য। আর সেই ই-মেল আইডি ও ফোন নম্বরে একের পর এক অভিযোগ আসছে নির্বাচনকে কেন্দ্র করে। সেই অভিযোগগুলিকে পাঠানো হচ্ছে রাজ্য নির্বাচন কমিশনার এবং রাজ্যকেও। রাজভবন সূত্রে খবর প্রায় ৪০০-এর কাছাকাছি অভিযোগ জমা পড়েছে রাজভবনে। যার মধ্যে রয়েছে শাসকদলেরও অভিযোগ। এদিন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস রাজভবনে তৈরি হওয়া পিস রুম পরিদর্শন করেন। পরিদর্শন শেষে তিনি বলেন, ''যে সংখ্যায় অভিযোগ আসছে সেটা দিয়ে এটা বোঝানো যায় না যে রাজ্যে হিংসা বাড়ছে। কিন্তু এটা বলা যায় যে পিস রুমের উপর মানুষের আস্থা বাড়ছে।'' তবে সাধারণ মানুষের তরফে আসা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে অভিযোগগুলিকে যে গুরুত্ব দিয়ে দেখা হচ্ছে এদিন তাও বুঝিয়ে দিয়েছেন রাজ্যপাল। তিনি বলেন, ''রাজভবন অভিযোগগুলো আলাদা করে যেগুলোকে রাজ্যকে দেওয়া প্রয়োজন সেগুলো রাজ্যকে দিচ্ছে, যেগুলি নির্বাচন কমিশনকে দেওয়া প্রয়োজন সেগুলো তাদেরকে দেওয়া হচ্ছে। দুই তরফ থেকেই সক্রিয় পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে।'' তিনি আরও বলেন, ''সরকারকে যা করতে হবে সেটা আমি মুখ্যমন্ত্রীর উপরেই ছেড়ে দিচ্ছি। সংবিধান অনুযায়ী যেটা করতে হবে সেটা আমি বুঝে নেব। আমাকে রাজনৈতিকভাবে কিছু বলবেন না। শান্তি সম্প্রীতি বজায় রাখতে হবে। কোনওরকম দখলদারি চলবে না।'' প্রসঙ্গত পঞ্চায়েত নির্বাচনের মনোনয়ন জমা দেওয়াকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে দক্ষিণ ২৪ পরগনার ভাঙড়। সেই সময় রাজ্যপাল শহরে না থাকলেও কলকাতায় ফিরে তিনি ভাঙড়ের বিভিন্ন এলাকা পরিদর্শন করেন। কথা বলেন মনোনয়ন জমা দিতে না পারা প্রার্থীদের সঙ্গেও। পাশাপাশি দক্ষিণ ২৪ পরগনা ক্যানিং এলাকায়ও পরিদর্শন করেন রাজ্যপাল। তিনি অবশ্য ঘনিষ্ঠ মহলে জানিয়েছেন নির্বাচনকে কেন্দ্র করে যেখানে যেখানে হিংসা হবে তিনি সেখানে যাবেন। ভাঙড় ও ক্যানিং ঘুরে আসার পরপরই রাজভবনে এই পিস রুম খুলেছেন রাজ্যপাল।

অভিষেকের বিরুদ্ধে এবার হাইকোর্টে শান্তনু

মতুয়াধামের অশান্তিতে এবার আইনি লড়াই

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৯ জুনঃ তৃণমূলের সর্ব ভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে হাইকোর্টের দ্বারস্থ বিজেপি সাংসদ শান্তনু ঠাকুর। তৃণমূলের নবজোয়ার কর্মসূচিতে অভিষেকের ঠাকুরবাড়ি যাওয়া নিয়ে গত শনিবার তপ্ত হয়ে ওঠে বাংলার রাজনীতি। শান্তনু ঠাকুরের অভিযোগ, অভিষেক কাউকে না জানিয়ে মতুয়া মহা সঙ্ঘের মন্দিরের সামনে মিছিল করেন। তৃণমূলের দলবল নিয়ে মন্দিরে ভিড় করেন। এমনকি অভিষেকের লোক ভক্তদের হুমকি দিয়েছেন বলেও অভিযোগ। এই নিয়ে মন্দিরের তরফে অভিযোগ জানালেও সেটা নিয়ে কোনও পদক্ষেপ করেনি প্রশাসন। উল্টে ওই দিনের ঘটনায় মন্দির কমিটি-সহ ভক্তদের বিরুদ্ধে পাঁচটি এফআইআর দায়ের করেছে পুলিশ। বেশ কয়েকজন ভক্তকে গ্রেফতারও করা হয়েছে। বিহিত চেয়ে সোমবার কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি রাজাশেখর মান্থার এজলাসে মামলা দায়ের করলেন শান্তনু ঠাকুর। মামলা দায়ের করার অনুমতি মিলেছে। মঙ্গলবার সম্ভবত এই মামলার শুনানি। গত রবিবার কয়েকশো পুলিশ নিয়ে ঠাকুরনগরের মতুয়া ধামের কাছে মিছিল করতে চেয়েছিলেন অভিষেক। সকাল থেকে ঠাকুরবাড়ির সামনে ভিড় করেছিলেন কয়েকশো তৃণমূল কর্মী সমর্থক। আর তাতে সম্মতি ছিল না মতুয়া সম্প্রদায়ের। তা নিয়েই বাদে বাগবিতণ্ডা। যা পরে রীতিমতো 'রণক্ষেত্রের' চেহারা নেয়। পরিস্থিতি এতটাই উত্তপ্ত হয়ে ওঠে, যে ঠাকুরবাড়ির মূল মন্দিরের ফটক বন্ধ করে দেওয়া হয়। বিকালে যখন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ঠাকুরবাড়ি পৌঁছন, তিনি মন্দিরে ঢুকতেই পারেননি। পাশে আরেকটি মন্দিরে পুজো দেন তিনি। ঠাকুরবাড়িতে অভিষেকের জন্য তৈরি তোরণও ভেঙে ফেলার অভিযোগ ওঠে। পাল্টা তৃণমূলের বিরুদ্ধে হামলার অভিযোগ ওঠে। মতুয়াধামে আড়াআড়িভাবে বিভক্ত হয়ে যায় তৃণমূল-বিজেপি সমর্থকরা। অশান্তি, মারপিটের রেশ মতুয়াধাম ছেড়ে গিয়ে পড়ে হাসপাতালেও। আহতদের দেখতে গিয়ে হাসপাতালের দুপক্ষের সমর্থকরা সংঘর্ষে জড়ান। ধস্তাধস্তির মাঝে পড়ে আহত হন বনগাঁ উত্তরের বিধায়ক অশোক কীর্তনিয়াও। সেদিনও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন, মতুয়া ধাম কারোর পৈত্রিক সম্পত্তি নয়। আমি তিন মাস পর আবার আসব। পারলেন আটকান। এবার তার আগেই মতুয়াধামের জল গড়াল হাইকোর্টে।

পঞ্চায়েত ভোটে খরচ কত হতে পারে? রাজ্য নির্বাচন কমিশনের আঁতকে ওঠার মতো পরিসংখ্যান

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৯ জুনঃ ৫ বছরে খরচ বাড়ছে প্রায় ১৪০ কোটি টাকা! দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির বাজারে এবার পঞ্চায়েত ভোট করতে খরচ ৫০০ কোটি টাকা ছাড়িয়ে যাবে বলে মনে করছে রাজ্য নির্বাচন কমিশন। এখনও পর্যন্ত কমিশন ৪৫০ কোটি টাকা ভোটের জন্য বরাদ্দের প্রস্তাব পাঠিয়েছে রাজ্য সরকারের কাছে। রাজ্য নির্বাচন কমিশন সূত্রের দাবি, গত আর্থিক বছরেই ব্যালট বক্স-সহ ভোটের বেশ কিছু সরঞ্জাম কেনা হয়েছে। তা না-হলে ভোটের খরচ আরও বাড়ত। গত পঞ্চায়েত ভোট করতে খরচ হয়েছিল ৩৬০ কোটি টাকা। এই খরচ বাড়ার পিছনে গ্রাম পঞ্চায়েতের আসন ও তার সঙ্গে তাল রেখে বুথের সংখ্যা বৃদ্ধিকে বড় কারণ বলে মনে করা হচ্ছে। গত পঞ্চায়েত ভোটে রাজ্যে গ্রাম পঞ্চায়েতে আসন ছিল ৪৮ হাজার ৬৫০। আসন পুনর্বিন্যাসের সময়ে প্রতি ৯০০ ভোটার পিছু একটি গ্রাম পঞ্চায়েত কেন্দ্র করতে গিয়ে সংখ্যাটা বেড়ে হয়েছে ৬৩ হাজার ২২৯। ফলে বুথের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৬১ হাজার ৬৩৬। বেড়েছে বুথ পিছু খরচও। আদালত প্রতি বুথে সিসিটিভি লাগানোর কথা বলেছে। তা না-হলে ভিডিয়োগ্রাফি করতে হবে। এতে গড়ে বুথ পিছু খরচ ৭৫ হাজার টাকা ছাড়িয়ে যাবে বলে মনে করা হচ্ছে। প্রথমে এই খরচ ধরা হয়েছিল ৭০ হাজার টাকা। গত পঞ্চায়েত ভোটে বুথ পিছু গড় খরচ ছিল ৬০ হাজার টাকার কম। কিছুদিন আগে রাজ্যের ১০৮টি পুরসভা ও কলকাতা সহ-পাঁচ পুরনিগমের ভোট করতে রাজ্যের খরচ হয়েছে প্রায় ২৭০ কোটি টাকা। কলকাতা বাদে শুধু চার পুরনিগমের জন্য খরচ হয়েছে মাত্র ৪০ কোটি টাকা। পঞ্চায়েতের তুলনায় খরচ কম হওয়ার কারণ হিসেবে কমিশনের যুক্তি, পুরভোট হয়েছিল ইভিএমে। বুথের সংখ্যাও কম ছিল। পুরভোটে বুথের সংখ্যাটা প্রায় ২০ হাজার। কমিশন কর্তাদের মতে, পুরভোটের সঙ্গে পঞ্চায়েত ভোটের তুলনা চলে না। পঞ্চায়েত ভোট অনেকটা বিধানসভা-লোকসভা ভোটের সমতুল। তার উপর গোটা ভোট প্রক্রিয়াটাই হয় ব্যালটে। ব্যালটের জন্যই খরচ অনেকটা বেড়ে যায়। কমিশনের কর্তাদের দাবি, ব্যালট ছাপতে কাগজের দাম বেড়েছে অস্বাভাবিক। শুধু ভোটগ্রহণ নয়, গণনাতেও অনেক বেশি লোকের প্রয়োজন হয়। এবার পঞ্চায়েত ভোটে চার লক্ষ ভোটকর্মী প্রয়োজন হচ্ছে। তাঁদের ভাতা মেটাতেই মোটা টাকা গুনতে হবে কমিশনকে। নবান্নের এক কর্তা জানিয়েছেন, পঞ্চায়েত ভোটের জন্য টাকার অভাব হবে না। শীঘ্রই কমিশনের প্রস্তাব মতো প্রথম দফার টাকা বরাদ্দ করা হবে।

অভিষেকের চিঠির জবাব দিল ইডি

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৯ জুনঃ জিজ্ঞাসাবাদ নিয়ে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের চিঠির উত্তর দিল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট বা ইডি। জানাল, শুধু কুন্তল ঘোষের চিঠি প্রসঙ্গেই নয়, নিয়োগ দুর্নীতি মামলাতেও তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য তলব করা হয়েছিল। গত ১৩ জুন ইডির দফতরে তলব করা হয়েছিল তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে। সেই হাজিরা এড়িয়ে যান তৃণমূলের সেকেন্ড-ইন-কমান্ড। পাল্টা ইডির অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর মিথিলেশ কুমার মিশ্রকে সম্বোধন করে চিঠি লেখেন অভিষেক। ২ পাতার চিঠির সঙ্গে ১৩ পাতার হাইকোর্টের নির্দেশও যুক্ত করেন তিনি। সেখানেই অভিষেক লিখেছিলেন, তাঁর ২৯ মার্চের 'পাবলিক স্পিচ' নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করার কথা বলেছিল আদালত। কিন্তু এরপর ইডি তাঁর কাছে যে তথ্য চেয়েছে, তার সঙ্গে ওই জনসভায় বক্তৃতার কোনও সম্পর্ক নেই। তিনি ইডির কাছ থেকে ব্যাখ্যা চেয়েছিলেন তদন্তের অভিপ্রায় নিয়ে। এদিন ইডি চিঠি দিয়ে জানাল, শুধু কুন্তল ঘোষের চিঠি প্রসঙ্গেই তাঁকে তলব নয়, সামগ্রিক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্যই তলব করা হয়। ১৩ জুন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে ইডির দফতরে ডেকে পাঠানো হয়েছিল। যদিও এ সংক্রান্ত চিঠি হাতে পাওয়ার পরই অভিষেক জানিয়েছিলেন, তিনি নবজোয়ার কর্মসূচিতে ব্যস্ত। তাই এখন তিনি যেতে পারবেন না। একইসঙ্গে তৃণমূল সাংসদের বক্তব্য ছিল, নবজোয়ারের পর ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত ভোট নিয়ে ব্যস্ত থাকবেন তিনি। তাই আপাতত তিনি হাজিরা দিতে পারছেন না।

টিকি নেই কেন্দ্রীয় বাহিনীর, ৪৮ ঘণ্টার সময়সীমা পার হতেই আদালতে শুভেন্দুরা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৯ জুনঃ কেন্দ্রীয় বাহিনী প্রশ্নে নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার অভিযোগ তুলে হাইকোর্টের দ্বারস্থ রাজ্য বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। মামলা করেছেন কংগ্রেস নেতা আবু হাসেম খান চৌধুরীও। হাইকোর্ট নির্দেশ দিয়েছিল, ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করতে হবে। কিন্তু অভিযোগ, কমিশন সেই নির্দেশ মানেনি। সেক্ষেত্রে আদালত অবমাননার অভিযোগ উঠছে রাজ্য নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে। পাশাপাশি, আদালতের নির্দেশ ছিল মনোনয়নপত্র জমা থেকে কাউন্টিং, গোটা প্রক্রিয়ার ভিডিয়োগ্রাফি করতে হবে এবং সিসিটিভি বসাতে হবে। সেই নির্দেশও পালন হয় নি বলে অভিযোগ। কমিশনের বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার মামলা দায়ের করার অনুমতি দিলেন প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানমের ডিভিশন বেঞ্চ। মনোনয়ন জমা ঘিরে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে অশান্তির খবর আসতে শুরু করে। বিষয়টি কলকাতা হাইকোর্টের নজরে আনেন বিরোধীরা। রাজ্যের একাধিক জায়গায় অবিলম্বে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েনের নির্দেশ দিয়েছিল কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ। কোন কোন জেলাতে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা হবে, কোন কোন এলাকা স্পর্শকাতর, তা নিয়ে কিছুটা বিভ্রান্তি ছড়ায়। মূলত, পূর্ব মেদিনীপুর, মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, হুগলি ও জলপাইগুড়িতে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েনের কথা বলা হয়। আদালতের নির্দেশ ছিল, কেন্দ্রীয় বাহিনী চেয়ে কমিশন রাজ্য সরকারের কাছে সুপারিশ করবে। সেই মোতাবেক বাহিনী পাঠাবে কেন্দ্র। গত শুনানিতেই রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে অবশ্য সওয়াল করা হয়েছিল, পঞ্চায়েত নির্বাচনের নিরাপত্তার জন্য অন্যান্য রাজ্য থেকে ১৫ ব্যাটেলিয়ন পুলিশ কর্মী চাওয়া হয়েছে। কিন্তু মনোনয়ন জমার সময়ে হাইকোর্টের নির্দেশ মোতাবেক সর্বত্র কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা হয়নি বলেই অভিযোগ বিরোধীদের। এমনকি নির্বাচনী প্রক্রিয়ার একেবারে প্রাথমিক ধাপেই গত ১০ দিনে রাজ্যে ৭টি খুনের অভিযোগ প্রকাশ্যে এসেছে। গোটা বিষয়টিতে কমিশনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলে হাইকোর্টের দ্বারস্থ বিরোধীরা। মঙ্গলবার এই মামলার শুনানির সম্ভাবনা।

কুন্তলের জেলের ভিতরের সিসিটিভি ফুটেজ সিবিআইকে দেওয়ার নির্দেশ হাই কোর্টের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৯ জুনঃ নিয়োগ দুর্নীতিতে গ্রেফতার হওয়া কুন্তল ঘোষের চিঠি সংক্রান্ত মামলায় প্রেসিডেন্সি সংশোধনাগারের সিসি ক্যামেরার ফুটেজ সিবিআইয়ের হাতে তুলে দেওয়ার নির্দেশ দিল কলকাতা হাই কোর্ট। সোমবার বিচারপতি অমৃতা সিন্‌হার নির্দেশ, হাই কোর্টের রেজিস্ট্রার জেনারেলের কাছ থেকে ওই ফুটেজ সংগ্রহ করতে হবে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাকে। কাজটি করতে তিন দিন লাগতে পারে বলে আগেই আদালতে জানিয়েছিল সিবিআই। আদালত সেই দাবিও মঞ্জুর করেছে। এর আগে প্রাক্তন তৃণমূল যুবনেতা কুন্তলের চিঠির পরিপ্রেক্ষিতে বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় নির্দেশ দিয়েছিলেন, তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে প্রয়োজনে ডেকে প্রশ্ন করতে পারবে সিবিআই। বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায় প্রেসিডেন্সি জেলের সুপারের কাছ থেকে সিসি ক্যামেরার ফুটেজ তলব করেছিলেন। সেই ফুটেজ হাই কোর্টের রেজিস্ট্রারের কাছে জমা ছিল।

অভিষেককে জিজ্ঞাসাবাদ করার পর জেলের ফুটেজ চেয়ে হাই কোর্টে আবেদন করে সিবিআই। সোমবার আদালত সেই আর্জিতে সাড়া দিয়েছে। সিবিআই আদালতে জানায়, সংশোধনাগারের সমস্ত ফুটেজ সংগ্রহ করতে তাঁদের তিন দিন সময় লাগবে। তিনটি 'ডিভাইস' রয়েছে। 'কপি' করতে তিন দিন লাগবে। কুন্তল চিঠি দিয়ে অভিযোগ করেছিলেন, নিয়োগ দুর্নীতিকাণ্ডে অভিষেকের নাম নেওয়ার জন্য তাঁর উপর চাপ দেওয়া হচ্ছে তদন্তকারীদের তরফে। এই সংক্রান্ত অভিযোগ জানিয়ে নিম্ন আদালতে চিঠি দেন কুন্তল। পুলিশি হস্তক্ষেপ চেয়েও কুন্তল একটি চিঠি দেন হেস্টিংস থানাতে। অভিযোগ ছিল, ওই চিঠি কুন্তল নিজে লেখেননি। অন্য কাউকে দিয়ে চিঠি লিখিয়েছিলেন। সেই চিঠির বিষয়ে হাই কোর্টের বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের পর্যবেক্ষণ ছিল, ইডি বা সিবিআই প্রয়োজনে অভিষেককে জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারবে। সেই নির্দেশেই তিনি জেলের সিসি ক্যামেরার ফুটেজ তলব করেছিলেন। সত্যি কুন্তল অন্য কাউকে দিয়ে চিঠি লিখিয়েছিলেন কি না, তা জানতেই ফুটেজ তলব করা হয়েছিল। পরে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে মামলা বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়ের বেঞ্চ থেকে বিচারপতি সিন্‌হার বেঞ্চে বদলি হয়।

উপাচার্য নিয়োগের সার্চ কমিটি নিয়ে রাজ্যের বক্তব্য জানতে চায় আদালত

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৯ জুনঃ উপাচার্য নিয়োগে সার্চ কমিটি তৈরি করে অর্ডিন্যান্স এনেছিল সরকার। সেই অর্ডিন্যান্স নিয়ে রাজ্যের বক্তব্য জানতে চাইল হাইকোর্ট। রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে উপাচার্য নিয়োগ সংক্রান্ত অর্ডিন্যান্সের বিষয়ে রাজ্যকে তিন সপ্তাহের মধ্যে বক্তব্য জানাতে নির্দেশ দিল আদালত। একইসঙ্গে আদালতের নির্দেশ, সার্চ কমিটি নিয়ে রাজ্য সরকার যদি কোনও পদক্ষেপ করে, মামলাকারী সঙ্গে সঙ্গে তা আদালতকে জানাবে। প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম ও বিচারপতি অজয় গুপ্তর ডিভিশন বেঞ্চ এই নির্দেশ দিয়েছে সোমবার। এদিন আদালতে মামলাকারীর আইনজীবী সুস্মিতা সাহা দত্ত বলেন, ''রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে উপাচার্য নিয়োগে স্বজনপোষণের কোনও জায়গা নেই। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী উপাচার্য নিয়োগ করতে হয়। নিয়োগ সংক্রান্ত সার্চ (সিলেকশন) কমিটির সদস্যপদে রাজ্যের প্রতিনিধি বেশি রাখা হয়েছে। তিনজন প্রতিনিধি রাখা হয়েছে বেআইনিভাবে।'' সুপ্রিমকোর্ট ও হাইকোর্টের একাধিক নির্দেশ উল্লেখ করে তিনি বলেন, কোনওরকম স্বজনপোষণ যাতে না হয়, সেই কারণে রাজ্যের হস্তক্ষেপ মানা হয়নি। এরপরই প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম মামলাকারীকে প্রশ্ন করেন, ইউজিসি রেগুলেশনে প্যানেলে কতজন থাকবে বলা আছে। কারা থাকবে তা নিয়ে তী ব্যাখ্যা আছে? রাজ্যকে প্রশ্ন করেন তিনি, কোনও শিক্ষাবিদ নেই কেন? এরপরই রাজ্য জানায়, পাঁচজনই শিক্ষাবিদ। ইউজিসির আইন অনুযায়ী সব করা হয়েছে। কোনও বিশ্ববিদ্যালয়ে এখনও সার্চ কমিটি তৈরি হয়নি। আদালতের বক্তব্য, ''যতদূর জানি মুখ্যমন্ত্রীর মনোনিত কেউ কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকেন না। রাজ্যের তরফে পাল্টা জানানো হয়, মূল ভাবনা একটাই, তিনি যিনিই হোন না কেন, শিক্ষাবিদ হবেন।'' যদিও মামলাকারীর আইনজীবী সুস্মিতা সাহা দত্তের বক্তব্য, নতুন আইনে ৫ জন সদস্যের মধ্যে ৩ জন রাজ্যের নমিনি। বাকি দু'জনের ১ জন চ্যান্সেলর ও অন্যজন ইউজিসির নমিনি।

৮ কোটি লুটে ধন্যবাদ জানাতে গিয়েছিলেন ভগবানকে, ধরিয়ে দিল ১০ টাকার পানীয়!

লুধিয়ানা, ১৯ জুনঃ সাদামাটা চেহারা, দেখে বোঝার নেই এর মস্তিষ্ক থেকেই বের হয় ডাকাতি-লুঠপাটের ভয়ঙ্কর সমস্ত পরিকল্পনা। সম্প্রতিই সফল হয়েছিল আরও একটি বড় অভিযান। লুধিয়ানার একটি নগদ অর্থ ম্যানেজমেন্ট ফান্ডে হানা দিয়ে লুঠ করা হয়েছিল ৮ কোটি টাকারও বেশি। গোটা পরিকল্পনার মাস্টারমাইন্ড ছিলেন মনদীপ কৌর। সঙ্গী ছিলেন তাঁর স্বামী যশবিন্দর সিং। এত বড় ডাকাতির সাফল্যের পরই ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাতে ওই যুগল গিয়েছিলেন হেমকুণ্ড সাহিবে। কিন্তু ছোট্ট একটা ভুলেই ভেস্তে গেল সবকিছু। ১০ টাকার পানীয় ডাকাতদের 'মক্ষী রানি'কে ধরিয়ে দিল পুলিশের হাতে। পাঞ্জাব পুলিশ সূত্রে জানানো হয়েছে, মনদীপ কৌর ও তাঁর স্বামী যশবিন্দর সিং ডাকাতির মূল পাণ্ডা ছিলেন। তাদের পরিকল্পনা মাফিকই গত ১০ জুন লুধিয়ানার একটি নগদ ম্যানেজমেন্ট ফার্মে হানা দেয় সশস্ত্র দুষ্কৃতীরা। সংস্থার কর্মী ও নিরাপত্তারক্ষীদের ভয় দেখিয়ে নগদ ৮ কোটি টাকা লুঠ করে পালায়। পুলিশের চোখে ধুলো দিতে মনদীপ ও তাঁর স্বামী পরিকল্পনা করেছিলেন নেপালে পালিয়ে যাওয়ার। কিন্তু সেই পরিকল্পনা সফল হওয়ার আগেই পুলিশের কানে খবর পৌঁছে যায়। সঙ্গে সঙ্গে জারি করা হয় লুক আউট নোটিস। দেশ ছেড়ে পালাতে না পেরেই তীর্থ যাত্রার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল ওই যুগল। উত্তরাখণ্ডের হেমকুণ্ড সাহিব, কেদারনাথ ও হরিদ্বারে ঘুরতে যান। তাদের প্রথম গন্তব্যই ছিল হেমকুণ্ড সাহিব। এদিকে, গোপন সূত্রে পুলিশের কাছে খবর আসে যে মনদীপ ও যশবিন্দর হেমকুণ্ডে রয়েছেন। তাঁদের গ্রেফতার করতেই ফাঁদ পাতেন। হেমকুণ্ডের পথে পুলিশের তরফে খোলা হয় একটি কিয়স্ক, যেখানে বিনামূল্যে বিভিন্ন ফলের জ্যুস বিতরণ করা হচ্ছিল। তেষ্টা মেটাতে ওই স্টলে যায় যুগল। জ্যুস পান করার জন্য মুখ থেকে কাপড় সরাতেই পুলিশ নিশ্চিত হয় যে এরাই ডাকাত দলের সর্দার। তবে সেই সময় তাঁদের গ্রেফতার করা হয়নি। হেমকুণ্ডে প্রার্থনা শেষ করে বের হতেই পুলিশ তাদের গ্রেফতার করতে হাজির হয়। কিছু দূর পালালেও পুলিশ শেষে তাঁদের গ্রেফতার করে। লুধিয়ানার পুলিশ কমিশনার জানিয়েছেন, মনদীপ ও তাঁর স্বামীর কাছ থেকে নগদ ২১ লক্ষ টাকা উদ্ধার করা হয়েছে। মোট লুঠ হওয়া ৮ কোটি টাকার মধ্যে থেকে প্রায় ৬ কোটি টাকা উদ্ধার করা হয়েছে। এখনও অবধি ৯ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসরণ করে তদন্ত করায় ১০০ ঘণ্টারও কম সময়ে ডাকাতির মূল পাণ্ডাদের গ্রেফতার করা সম্ভব হয়েছে।

জেড ক্যাটাগরির নিরাপত্তা পেলেন শওকত মোল্লা

ক্যানিং, ১৯ জুন ঃ গত শনিবার পঞ্চায়েত ভোটের আগে একটি উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক করে তৃণমূলের দলীয় নেতৃত্ব। এরপরেই তৃণমূলের তরফে স্পষ্ট করা হয়, ভাঙড়ের পর্যবেক্ষকের দায়িত্ব থাকছেন শওকত মোল্লার উপর। দায়িত্ব বাড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে জেড ক্যাটাগরির নিরাপত্তা দেওয়া হবে শওকত মোল্লাকে ।পঞ্চায়েত ভোটের মুখে শওকত মোল্লার নিরাপত্তা বৃদ্ধি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। প্রসঙ্গত, পঞ্চায়েত নির্বাচনের মনোনয়ন পর্বে দফায় দফায় উত্তপ্ত হয়েছে ভাঙড়। চলছে গুলি, বাদ যায়নি বোমাবাজিও। এমনকী, মনোনয়নের শেষ দিনে তিন জনের মৃত্যু হয়েছে ভাঙড়ে।

উত্তরাখণ্ডের চম্পাবতে উল্টে গেল যাত্রীবাহী বাস, আহত বেশ কয়েকজন যাত্রী

দেহরাদূন, ১৯ জুন ঃ উত্তরাখণ্ডের চম্পাবত জেলায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে গেল যাত্রীবাহী একটি বাস। এই দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন বেশ কয়েকজন যাত্রী। দূঘটনাগ্রস্ত বাসে ৫০-৬০ জন যাত্রী ছিলেন। জেলা দুর্যোগ কন্ট্রোল রুমের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, রবিবার রাতে ধৌন থেকে চম্পাবতের দিকে যাওয়ার সময় একটি বাস রিঠা সাহেবের ১ কিলোমিটার আগে উল্টে যায়।ওই বাসে ৫০-৬০ জন যাত্রী ছিলেন, দুর্ঘটনায় কমবেশি আহত হয়েছেন বেশ কয়েকজন যাত্রী। আহত যাত্রীদের উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। সৌভাগ্যবশত এই দুর্ঘটনায় কেউ হতাহত হননি। পুলিশ জানিয়েছে, বাস চালকের গাফিলতির কারণে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে।

দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ছাত্রকে খুনের ঘটনায় ধৃত দুই, কান্নায় ভেঙে পড়লেন নিখিলের বাবা

নয়াদিল্লি, ১৯ জুন ঃদিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাউথ ক্যাম্পাসে এক ছাত্রকে কুপিয়ে খুনের ঘটনায় দুই অভিযুক্তকে গ্রেফতার করল দিল্লি পুলিশ। সোমবার সকালে দক্ষিণ-পশ্চিম দিল্লির ডিসিপি মনোজ সি জানিয়েছেন, নিখিল নামে এক ছাত্রকে কুপিয়ে খুনের ঘটনায় বিএ প্রথম বছরের ছাত্র রাহুল ও স্কুল ড্রপআউট এবং রাহুলের বন্ধু হারুনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত আরও দু''জনকে চিহ্নিত করা হয়েছে।১৮ জুন, রবিবার দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাউথ ক্যাম্পাসে নিখিল নামে এক ছাত্রকে কুপিয়ে খুন করা হয়। নিখিলের বাবা জানিয়েছেন, আমরা দুপুর বারোটা নাগাদ ছেলের মৃত্যুর খবর পাই। আর্যভট্ট কলেজের ছাত্র ছিল সে। সোমবার সকালে একটি সিসিটিভি ফুটেজে দেখা যায়, মোটরবাইকে চেপে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে এসেছিল সন্দেহ ভাজনরা। এদিন ছেলের বিষয়ে কথা বলতে গিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়নে নিখিলের বাবা সঞ্জয়।

স্বস্তির বৃষ্টিতে ভিজল দিল্লি ও উত্তর প্রদেশ, পূর্ব ও পূর্ব-মধ্য ভারতে তাপপ্রবাহের সতর্কতা

নয়াদিল্লি, ১৯ জুন ঃ স্বস্তির বৃষ্টিতে ভিজল রাজধানী দিল্লি, বৃষ্টিতে স্বস্তি পেয়েছে উত্তর প্রদেশও। সোমবার সকালে রাজধানী দিল্লির নানা প্রান্তে বৃষ্টি হয়। বৃষ্টির সুবাদে ঘর্মাক্ত গরম থেকে স্বস্তি পেয়েছেন দিল্লীবাসী। তাপমাত্রার পারদ কিছুটা নেমেছে দিল্লিতে, রাজধানীতে এদিন সকালে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৫.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস। সকাল ৮.৩০ মিনিট নাগাদ আর্দ্রতা ছিল ৯৬ শতাংশ।দিল্লিতে সোমবার সকালে আচমকাই আবহাওয়া বদলে যায়, স্বস্তির বৃষ্টি হয়েছে কর্তব্যপথে, এছাড়াও রাজধানীর নানা প্রান্তে এদিন সকালে বৃষ্টি হয়েছে। বৃষ্টি হয়েছে উত্তর প্রদেশের নয়ডাতেও।

'মন কি বাত' -এ ২০২৫ সালের মধ্যে 'টিবি মুক্ত ভারত' গড়ার ডাক দিলেন প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১৯ জুন ঃ গত রবিবার, ১৮ জুন প্রধানমন্ত্রীর নরেন্দ্র মোদীর মাসিক ' মন কি বাত'-এ উঠে এলো টিবি রোগের প্রসঙ্গে। ২০২৫ সালের মধ্যে ' টিবি মুক্ত ভারত' গড়ার ডাক দিলেন প্রধানমন্ত্রী।তিনি বলেন, ২০২৫ সালের মধ্যে টিবি-র থেকে দেশকে পুরোপুরি মুক্ত করার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। দেশের তরুণরা টিবি মুক্ত ভারত গড়ায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিচ্ছে বলে জানা গিয়েছে।এদিকে আন্তর্জাতিক যোগ দিবস নিয়ে বলতে গিয়ে যোগাভ্যাসের গুরুত্ব নিয়ে তিনি বলেন, যোগ দিবসের অনুপ্রেরণাই হল বসুধৈব কুটুম্বকমের জন্য যোগব্যায়াম। এক বিশ্ব-পরিবারের সকলের কল্যাণের জন্য যোগব্যায়াম। এর থেকেই যোগাভ্যাসের প্রেরণাকে বোঝা যায়, যা প্রত্যেকের সঙ্গে প্রত্যেককে যুক্ত করতে পারে।উল্লেখ্য, সাধারণত মাসের শেষ রবিবার ' মন কি বাত' অনুষ্ঠানে ভাষণ দেন মোদি। কিন্তু যেহেতু ২১ থেকে ২৪ জুন তিনি আমেরিকা সফরে যাবেন, তাই জুন মাসের অনুষ্ঠানটি মাসের মাঝেই অনুষ্ঠিত হল।

কুস্তিগিররা আসলে কংগ্রেসের হাতের পুতুল, পালটা ববিতা ফোগাট

নয়াদিল্লি, ১৯ জুন ঃ ব্রিজভূষণ শরণ সিংয়ের বিরুদ্ধে বিক্ষোভরত কুস্তিগিররা আসলে কংগ্রেসের হাতের পুতুল। এবার তীব্র আক্রমণ করলেন প্রাক্তন কুস্তিগির তথা বিজেপি নেত্রী ববিতা ফোগাট । তাঁর দাবি, বারবার বলা সত্ত্বেও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে দেখা করেননি, অথচ প্রিয়াঙ্কা গান্ধীর মতো কংগ্রেস নেত্রীর সাহায্য নিয়েছে। এতেই বোঝা যায় ওদের মানসিকতা।আসলে গত শনিবারই কুস্তিগির সাক্ষী মালিক এবং তাঁর স্বামী সত্যার্ত কাদিয়া একটি দীর্ঘ ভিডিও বার্তায় দাবি করেছেন, তাঁদের লড়াই ব্রিজভূষণের বিরুদ্ধে, বিজেপির বিরুদ্ধে নয়। শুধু কংগ্রেস নয়, বিজেপি নেতারাও তাঁদের সাহায্য করেছেন। প্রমাণ হিসাবে সাক্ষী মালিক দাবি করেন, যন্তরমন্তরে তাঁদের ধরনার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন দুই বিজেপি নেতাই। একজন ববিতা ফোগাট, আরেকজন তীর্থ রানা।কিন্তু সাক্ষীদের সেই দাবি নিমেষে নস্যা করে দিয়েছেন ববিতা। সাক্ষীদের পালটা আক্রমণ করে বিজেপি নেত্রী বলেন, তিনি কুস্তিগিরদের কোনওরকম সাহায্য করেননি। কুস্তিগিরদের হাতে তেমন কোনও প্রমাণ নেই। ববিতা বলেন, আমি ওদের বারবার বলেছি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে দেখা করতে। কিন্তু সেটা ওরা না করে দীপেন্দ্র হুডা, প্রিয়াঙ্কা গান্ধীদের মতো কংগ্রেস নেতানেত্রীর সাহায্য নিয়েছে। ববিতার অভিযোগ, কুস্তিগিররা নতুন সংসদের উদ্বোধনের দিন বিক্ষোভ দেখিয়ে আর পদক বিসর্জন দেওয়ার হুমকি দিয়ে প্রমাণ করে দিয়েছেন, তাঁরা দেশের ভাবমূর্তির চিন্তা করেন না। তিনি সোজা বলে দিচ্ছেন, ভারতবাসী ওদের স্বরূপ চিনে গিয়েছে। ওরা কংগ্রেসের হাতের পুতুল।

নাম পাল্টে গেল নেহেরু মেমোরিয়াল মিউজিযাম অ্যান্ড লাইব্রেরি সোসাইটির, রাখা হল প্রধানমন্ত্রীর যাদুঘর ও গ্রন্থাগার সোসাইটি

নয়াদিল্লি, ১৯ জুন ঃনাম পাল্টে গেল নতুন দিল্লির নেহেরু মেমোরিযাল মিউজিযাম অ্যান্ড লাইব্রেরি সোসাইটির, নাম পাল্টে রাখা হয়েছে প্রধানমন্ত্রী যাদুঘর ও গ্রন্থাগার সোসাইটি। প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিংয়ের সভাপতিত্বে নেহেরু মেমোরিযাল মিউজিয়াম অ্যান্ড লাইব্রেরি সোসাইটির একটি বিশেষ বৈঠকে এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল, যিনি এর সহ-সভাপতি।বক্তৃতায় প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং এই নাম পরিবর্তনের প্রস্তাবকে স্বাগতও জানিয়েছিলেন, যেহেতু প্রতিষ্ঠানটিতে এখন জওহরলাল নেহরু থেকে নরেন্দ্র মোদী পর্যন্ত সমস্ত প্রধানমন্ত্রীদের অবদান এবং তাঁদের সম্মুখ হওয়া বিভিন্ন চ্যালেঞ্জের প্রতি সকলের প্রতিক্রিয়া প্রদর্শন করে। রাজনাথ সিং জোর দিয়েছিলেন যে রংধনুর সমস্ত রঙকে সুন্দর করার জন্য আনুপাতিকভাবে উপস্থাপন করতে হবে।প্রতিষ্ঠানের কার্যনির্বাহী পরিষদের চেয়ারম্যান নৃপেন্দ্র মিশ্র প্রধানমন্ত্রী যাদুঘর গণতন্ত্রের প্রতি দেশের গভীর প্রতিশ্রুতি প্রকাশ করে বলে জোর দিয়ে নাম পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করেন।

নেহরু সংগ্রহশালার নাম বদলে শুরু রাজনৈতিক চাপানউতোর বিজেপি ও কংগ্রেসের মধ্যেই শুরু বাকযুদ্ধ

নয়াদিল্লি, ১৯ জুন ঃনাম বদলে গিয়েছে নেহরু মেমোরিয়াল মিউজিয়াম এবং লাইব্রেরি সোসাইটির (এনএমএমএল)। শুক্রবার থেকে ভারত সরকারের অধীন এই স্বশাসিত প্রতিষ্ঠানটি পরিচিত হবে কেবলমাত্র প্রধানমন্ত্রী সংগ্রহশালা এবং গ্রন্থাগার সোসাইটি (প্রাইম মিনিস্টার মিউজিয়াম অ্যান্ড লাইব্রেরি সোসাইটি) নামে। এই সিদ্ধান্ত জানাজানি হতেই কংগ্রেস ও বিজেপির মধ্যে শুরু হয়ে গিয়েছে রাজনৈতিক চাপানউতোর।বিজেপি সাংসদ সুশীল মোদী বলেছেন, কংগ্রেস নিজস্ব (জওহরলাল নেহরু) অবদানকে সংগ্রহশালায় সঠিকভাবে প্রদর্শন করেনি। আমি সংগ্রহশালা এবং কিছু নথি পরিদর্শন করেছি, এখন সংঘ্রশালা খুব ভালভাবে প্রদর্শিত হয়। আগে এটি শুধুমাত্র জওহরলাল নেহেরুর উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করা হয়েছিল, কিন্তু এখন সমস্ত প্রধানমন্ত্রীর অবদান দেখানো হয়েছে এবং তাই নাম শুধুমাত্র জওহরলাল নেহেরুর নামে হতে পারে না। কংগ্রেস নেতা গৌরব বল্লভ বলেছেন, তাঁরা মনে করেন, বোর্ড থেকে জওহরলাল নেহরুর নাম বাদ দিলে তাঁর ব্যক্তিত্ব খর্ব হবে। দেশের মানুষ নেহরুজিকে আধুনিক ভারতের স্থপতি বলে মনে করেন...আমি মোদীজিকে বাজপেয়ীর একটি উক্তি মনে করিয়ে দিতে চাই - ছোটে মন সে কই বাদা নেহি বন পাযেগা। দেশের সামনে আপনার ক্ষুদ্র মানসিকতা প্রদর্শন করছেন। আপনি পন্ডিত নেহরুর নাম বোর্ড থেকে মুছে ফেলবেন, কিন্তু কীভাবে তাঁকে মানুষের হৃদয় থেকে মুছে ফেলবেন?এ বিষয়ে সুর ছড়িয়েছেন উদ্ধব ঠাকরে ঘনিষ্ঠ নেতা সঞ্জয় রাউতও। গত শনিবার সঞ্জয় বলেছেন, আমি একমত যে অন্যান্য প্রধানমন্ত্রীদের অবদান দেখানো উচিত। একটি বিভাগ তৈরি করা যেতে পারে যেখানে অন্যান্য প্রধানমন্ত্রীর অবদানগুলি প্রদর্শিত হতে পারে, তবে সংগ্রহশালার নাম পরিবর্তন করার প্রয়োজন নেই। উল্লেখ্য, গত বৃহস্পতিবার এনএমএমএল-এর বিশেষ বৈঠকে প্রতিষ্ঠানের নামবদলের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সেই বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং। তিনি ওই সোসাইটির সহ-সভাপতি। শুক্রবার বিবৃতি দিয়ে এ কথা জানিয়েছে কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি মন্ত্রক। এই সোসাইটির চেয়ারম্যান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ২৯ জন সদস্যের মধ্যে রয়েছেন অমিত শাহ, নির্মলা সীতারামন, ধর্মেন্দ্র প্রধান, জি কিষাণ রেড্ডি, অনুরাগ ঠাকুরের মতো কেন্দ্রীয় মন্ত্রীরা।

রায়গড়ে সেতুতে ধাক্কা নিয়ন্ত্রণহীন বাসের আহত ২৬ জন যাত্রী, দু''জন গুরুতর জখম

রায়গড়, ১৯ জুন ঃ ছত্তিশগড়ের রায়গ।ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সেতুতে ধাক্কা মারল যাত্রীবাহী একটি বাস। ভয়াবহ এই দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন ২৬ জন যাত্রী, তাঁদের মধ্যে দু''জনের আঘাত গুরুতর। আহত অবস্থায় সকলকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। সোমবার সকালে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে রায়গ। জেলার ঘারঘোদার কাছে একটি সেতুর ওপর।এসডিওপি দীপক মিশ্র বলেছেন, সোমবার সকালে একটি বাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সেতুতে ধাক্কা মারে। এই দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন ২৬ জন, দু''জনের চোট গুরুতর। তাঁদের রায়গ। মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। চালকের গাফিলতিতে এই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

মিশন লাইফের মন্ত্র হল 'পরিবেশের জন্য জীবনধারা'

নয়াদিল্লি,১৯জুনঃ'মিশন লাইফ পি-৩' - এই ধারণাকে শক্তিশালী করবে। 'মিশন মানে প্রো প্ল্যানেট পিপল। আজ আমরা এমন এক পৃথিবীতে বাস করছি যেখানে আমরা গোষ্ঠীবাদের কথা বলি অর্থা, কোন দেশ কোন দলে বা কোন গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে। কিন্তু ' মিশন লাইফ'-ই পৃথিবীর মানুষকে প্রো প্ল্যানেট পিপল হিসেবে সংযুক্ত করে এবং তাঁদের অনুরূপ চিন্তাসূত্রে যুক্ত করে। এটি 'গ্রহের জীবনশৈলী, গ্রহের জন্য এবং গ্রহ দ্বারা' - এই মৌলিক নীতির উপর কাজ করে।বন্ধুগণ,অতীত থেকে শিক্ষা নিয়েই আমরা সুন্দর ভবিষ্য গড়তে পারি। ভারতে হাজার হাজার বছর ধরে প্রকৃতির পূজা করার একটি সমৃদ্ধ ঐতিহ্য রয়েছে। জল, স্থল, বায়ু. এবং সমস্ত প্রাকৃতিক জিনিসের গুরুত্ব আমাদের বেদে সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, অথর্ববেদ বলেঃ অর্থাৎ, পৃথিবী আমাদের মা এবং আমরা তার সন্তান। 'রিডিউস, রি-ইউজ অ্যান্ড রি-সাইকেল' এবং চক্রাকার অর্থনীতি হাজার হাজার বছর ধরে আমাদের ভারতীয় জীবনধারার একটি অংশ। আমরা সকলেই জানি যে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে, অনেক দেশে এমন প্রথা আজও প্রচলিত আছে যা আমাদেরকে প্রকৃতির সাথে তাল মিলিয়ে চলতে অনুপ্রাণিত করে। ' লাইফ'ই প্রকৃতির সংরক্ষণের সাথে সম্পর্কিত প্রতিটি জীবনধারাকে যুক্ত করে। আমাদের পূর্বপুরুষরা যা গ্রহণ করেছিলেন সেটিকে আজ আমাদের জীবনশৈলীর অঙ্গ করতে পারি।বন্ধুগণ,আজ ভারতে বার্ষিক মাথাপিছু কার্বন ফুটপ্রিন্ট মাত্র ১.৫ টন, যেখানে বিশ্বে গড় প্রতি বছর ৪ টন। তবুও, ভারত জলবায়ু পরিবর্তনের মতো বৈশ্বিক সমস্যা মোকাবিলায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। কয়লা এবং কাঠের ধোঁয়া থেকে মুক্তি পেতে ' প্রকল্প শুরু করা হয়েছিল। জল সুরক্ষার কথা মাথায় রেখে, আমরা আজ ভারতের প্রতিটি জেলায় ৭৫টি 'অমৃত সরোবর' নির্মাণের জন্য ব্যাপক প্রচার চালাচ্ছি। এখানে 'ধনের অপচয়'-এর ওপর অভূতপূর্ব জোর দেওয়া হচ্ছে। আজ, ভারতে বিশ্বের চতুর্থ বৃহত্তম পুনর্নবীকরণ যোগ্য শক্তির ক্ষমতা রয়েছে। আজ আমরা বায়ু. শক্তিতে চার নম্বরে এবং সৌরশক্তিতে পাঁচ নম্বরে আছি। গত ৭-৮ বছরে ভারতের পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তির ক্ষমতা প্রায় ২৯০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। আমরা নির্ধারিত সময় সীমার ৯ বছর আগে অ-জীবাশ্ম জ্বালানি থেকে ৪০ শতাংশ বৈদ্যুতিক ক্ষমতা অর্জনের লক্ষ্যও পূরণ করেছি। আমরা পেট্রোলে ১০ শতাংশ ইথানল মিশ্রণের লক্ষ্যও অর্জন করেছি, এবং তাও সময়সীমার পাঁচ মাস আগে। এখন ভারত পেট্রোলে ২০ শতাংশ ইথানল মিশ্রণের লক্ষ্য নিয়ে কাজ করছে। ভারতও হাইড্রোজেন ইকোসিস্টেমের জন্য পরিবেশ-বান্ধব শক্তির উৎসেবের দিকে খুব দ্রুত এগিয়ে চলেছে, এবং গুজরাট এই সবুজ হাইড্রোজেনের কেন্দ্রে পরিণত হচ্ছে। এটি ভারত এবং বিশ্বের অনেক দেশকে তাদের 'নেট জিরো'-এর লক্ষ্য অর্জনে সাহায্য করতে অনেক দূর এগিযে. যাবে।বন্ধুগণ, আজ ভারত শুধু অগ্রগতিই করছে না বরং প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ থাকার জন্য সমাধানও দিচ্ছে এবং একটি ভালো উদাহরণ স্থাপন করছে। আজ ভারত বিশ্বের পঞ্চম বৃহত্তম অর্থনীতিতে পরিণত হযেছে কিন্তু একই সাথে আমাদের বনাঞ্চল বিস্তৃত হচ্ছে এবং বন্য প্রাণীর সংখ্যাও ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। ভারত এখন বিশ্বের সাথে তার অংশীদারিত্ব আরও বাড়াতে চায়। 'এক সূর্য, এক বিশ্ব, এক গ্রিড'-এর মতো ক্যাম্পেনগুলি এই ধরনের লক্ষ্যগুলির প্রতি আমাদের সংকল্পকে শক্তিশালী করছে। 'বিপর্যয় স্থিতিস্থাপক পরিকাঠামো'র জন্য জোট গঠনে নেতৃত্ব দিয়ে ভারত বিশ্বকে পরিবেশ সুরক্ষার প্রতি তার ধারণা সম্পর্কে সচেতন করেছে। মিশন লাইফ এই দিকের একটি পরবর্তী পদক্ষেপ।বন্ধুগণ,মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস আমার সাথে একমত হবেন যে যখনই ভারত এবং রাষ্ট্রসঙ্ঘ একসাথে কাজ করেছে, বিশ্বকে একটি ভাল জায়গা করে তোলার নতুন উপায় পাওয়া গেছে। ভারত আন্তর্জাতিক যোগ দিবসের প্রস্তাব করেছিল, যা রাষ্ট্রসঙ্ঘ সমর্থন করেছিল। আজ রাষ্ট্রসঙ্গের সমর্থনের কারণে, যোগব্যায়াম বিশ্বের কোটি কোটি মানুষের কাছে একটি সুস্থ জীবনযাপনের অনুপ্রেরণা হয়ে উঠেছে। এরকম একটি উদাহরণ হল বাজরার আন্তর্জাতিক বর্ষবরণ। ভারত তার ঐতিহ্যবাহী এবং পরিবেশ-বান্ধব, মোটা শস্যের সাথে বিশ্বকে পরিচিত করতে চেয়েছিল। রাষ্ট্রসঙ্ঘও এতে সমর্থন দিয়েছে। আমরা আগামী বছর আন্তর্জাতিক বাজরা বর্ষ উদযাপন করতে যাচ্ছি, তবে এটি সম্পর্কিত আলোচনা ইতিমধ্যেই সারা বিশ্বে শুরু হয়েছে।

২০-২৫ জুন আমেরিকা ও মিশর সফরে যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী, দুই দেশে গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি রয়েছে মোদীর

নয়াদিল্লি, ১৯ জুন ঃপ্রতীক্ষার দিন প্রায় শেষ, ২০-২৫ জুন আমেরিকা ও মিশর সফরে যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। দুই দেশে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর একগুচ্ছ ও গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি রয়েছে। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন এবং ফার্স্ট লেডি ডক্টর জিল বাইডেনের আমন্ত্রণে প্রধানমন্ত্রী মোদী আমেরিকা সফরে যাচ্ছেন। নিউইয়র্ক থেকে এই সফর শুরু হবে, সেখানে ২১ জুন রাষ্ট্রসঙ্ঘের সদর দফতরে আন্তর্জাতিক যোগ দিবস উদযাপনের নেতৃত্ব দেবেন প্রধানমন্ত্রী মোদী।এরপর ২৩ জুন, আমেরিকার ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিস এবং মার্কিন সেক্রেটারি অফ স্টেট অ্যান্টনি ব্লিনকেন যৌথভাবে প্রধানমন্ত্রী মোদীর জন্য মধ্যাহ্নভোজের আযোজন করবেন। শীর্ষস্থানীয় সিইও, পেশাদার এবং অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর বেশ কয়েকটি কিউরেটেড ইন্টারঅ্যাকশন হওয়ার কথা রয়েছে। তিনি প্রবাসী ভারতীয়দের সঙ্গেও মিলিত হবেন। প্রধানমন্ত্রী মোদী পরবর্তীতে ২৪-২৫ জুন মিশরে রাষ্ট্রীয় সফরের জন্য কাযরোতে যাবেন। মিশরের রাষ্ট্রপতি আবদেল ফাত্তাহ এল-সিসির আমন্ত্রণে তাঁর এই সফর। এটিই হবে প্রধানমন্ত্রীর প্রথম মিশর সফর।

পঞ্চায়েত নির্বাচনের প্রাক্কালে কংগ্রেসে ভাঙ্গন কুশমন্ডি ব্লকে

দক্ষিণ দিনাজপুর,১৯জুনঃঃইতি মধ্যে পঞ্চাযেত় নির্বাচনের দামামা বেজে গেছে মনোনযনপত্র জমা দিয়েছেন বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মনোনীত প্রার্থীরা এবং তারই মধ্যে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার কুশমন্ডি ব্লকের শাসক দলের তৃণমূল কংগ্রেসের পতাকা হাতে তুলে নিয়ে ঘরওয়াপসি করলেন এক কংগ্রেস কর্মী যার ফলে নির্বাচনের প্রাক্কালে কংগ্রেসে ভাঙ্গন ধরল কুশমন্ডিতে। জানা গেছে, দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার কুশমুন্ডি ব্লকের ১নাম্বার আকচা গ্রাম পঞ্চায়েতের বটেশ্বর সংসদের বটেশ্বর গ্রামের তৃনমূল কংগ্রেসের পক্ষে পঞ্চায়তে নির্বচনকে কেন্দ্র করে যোগদান সভার আয়োজন করা হয়।এই যোগদান সভায় কংগেস ছেড়ে তৃনমূলে কংগেসে যোগদান করল হাসনুজামান সহ ১৫০ কর্মী ও সমর্থক। উপস্থিত ছিলেন এই পঞ্চায়েতর তৃনমূলের প্রার্থী নুরবানু খাতুন এছাড়া মোহসেন আলি,আবুল কালাম আজাদ, তৈইফুর রহমান, হবিবুর রহমান, জাকির হুসেন, সানুলা হক, সন্তোষ সরকার, শুকুরু রায়, সামসুল হক,দল গোবিন্দ সরকার। এই যোগদান সভায় হাসনুজামানের সঙ্গে কংগেস ছেড়ে তৃনমুলের পতাকা ধরলেন জাহাঙ্গীর আলম, আবদুল রজ্জাক, মহম্মদ রফিক, সিরাজুল ইসলাম, লুতফর রহমান সহ অনান্যরা।

আগামী জুলাই মাসের ৮ তারিখে এক দফায় রাজ্য জুড়ে পঞ্চায়েত নির্বাচন

দক্ষিণ দিনাজপুর,১৯জুনঃরাজ্যজুড়ে ইতিমধ্যে পঞ্চায়েত নির্বাচনের দামামা বেজে উঠেছে, আগামী জুলাই মাসের ৮ তারিখে এক দফায় রাজ্য জুড়ে পঞ্চায়েত নির্বাচন হবে। ইতিমধ্যে তৃণমূল কংগ্রেস তথা রাজ্যের শাসকদলের পঞ্চায়েত নির্বাচনের মনোনীত প্রার্থীরা তাদের মনোনয়ন পেশ করবার পাশাপাশি নির্বাচন প্রচার পর্ব শুরু করে দিয়েছে জোর কদমে। তৃণমূল কংগ্রেসের মনোনীত প্রার্থীরা বিরোধীদের এক ইঞ্চি জমি ছাড়তে নারাজ। তাই নির্বাচন নিয়ে রাজ্য জুড়ে বিভিন্ন পঞ্চায়েতের তৃণমূল কংগ্রেস তথা শাসকদলের মনোনীত প্রার্থীরা তাদের নির্বাচন প্রচার শুরু করেছে জোরকদমে এবং সকাল থেকেই গরমের ও সূর্যের তীব্র তাপদাহ কে উপেক্ষা করে মানুষের পাশে দাঁড়ানোর অঙ্গীকার বদ্ধ হযেছেন প্রার্থীরা। আর তার পাশাপাশি দক্ষিণ দিনাজপুর জেলাতেও বিভিন্ন পঞ্চায়েতগুলিতে ইতিমধ্যে তৃণমূল কংগ্রেসের মনোনীত প্রার্থীরা তাদের মনোনয়নপত্র জমা দেওযার পাশাপাশি নির্বাচন পর্ব চালাচ্ছেন জোর কদমে। আর ঠিক তারই মাঝে আজ দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বুনিযাদপুর পুরাতন পৌরসভা ভবনে India Wants Mamata Di * TTJ এর কমিউনিটির ডাকে এক কর্মী সবার আযোজন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন রাজ্য তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক গৌতম দাস। বুনিয়াদপুর পৌরসভার চেয়ারম্যান অখিল বর্মন, টাউন সভাপতি রবীন্দ্রনাথ ঘোষ, গঙ্গারামপুর পৌরসভার ভাইস চেয়ারম্যান জয়ন্ত দাস, বংশীহারী ব্লকের ছাত্র পরিষদের সভাপতি ইদ্রিস আলী,ইন্ডিয়া ওয়ান্স মমতা দি কমিউনিটির প্রাক্তন কোর্ডিনেটর রাপসান জানি, রোহিত মন্ডল, মনীষা মজুমদার সহ অন্যান্য ব্লকের কো-অর্ডিনেটর মেম্বারগণ।

লেবাননকে হারিয়ে ইতিহাস গড়ল ভারত

ভুবনেশ্বর, ১৯ জুন ঃ লেবাননকে হারিয়ে এবারের হিরো ইন্টারকন্টিনেন্টাল কাপে চ্যাম্পিয়হল ভারত। ম্যাচের নায়ক সুনীল ছেত্রী। খেলার ফলাফল ২-০। দলের হয়ে গোল করেন সুনীল ছেত্রী ও ছাংতে। তাদের দাপটেই রবিবার রাতে ভুবনেশ্বরের কলিঙ্গ স্টেডিয়াম থেকে ইন্টারকন্টিনেন্টালকাপ জিতল ব্লু টাইগার্স। যা সৃষ্টি করল নয়া ইতিহাস।এই জয় আসন্ন এএফসি এশিয়ান কাপে ভারতীয় ব্রিগেডকে বাড়তি অক্সিজেন জোগাবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। উল্লেখ্য, ১৯৭৭ সালের পর আবারও লেবানন বধ করতে সক্ষম হল ভারতীয় দল।

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

কলকাতা,২০জুন মঙ্গলবার, ৪ আষাঢ় মাস ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, ইংরেজীঃ২০জুনঃ ২০২৩, ৫৩৬ চৈতনাব্দ, কলিঃ৫১২৩, সৌরঃ ৪ আষাঢ় মাস, চান্দ্র ৭ মধুসুধন মাস, ১৯৪৪ শকাব্দ ২০৭৯ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৫ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ৪ আষাঢ় মাস ১৪৩০, ভারতীয় সিভিলঃ৪ আষাঢ়মাস ১৯৪৪, মৈতৈঃ১১ শজিবু, আসামঃ২৬ চ'ত, মুসলিমঃ৬-ইদ-১৪৪৩ হিজরী শ্রীশ্রী অন্নপুর্নাপুজার গতস্থাপন (সপ্তমী)সূর্য উদয়ঃ সকাল ০৫ঃ২৪ঃ২৫ এবং অস্তঃবিকাল ০ঃ৫ঃ০০। চন্দ্র উদয়ঃসকাল ১০ঃ১ঃ২২(৮) এবং অস্তঃরাত্রি ১২ঃ১৬ঃ৫০(৮)।শুক্ল পক্ষ ।তিথিঃসপ্তমী (ভদ্রা) রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত নক্ষত্রঃআর্দ্রা রাত্রিঃ১১ঃ২৮ঃ০১ দং ৪৫৮৪৫ পর্যন্ত পরে পুনর্বসুকরণঃবণিজ রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত পরে বিষ্টিযোগঃঅতিগণ্ড অমৃতযোগঃদিন ০৫ঃ২৪ঃ৩১ থেকে - ০৭ঃ০৪ঃ১২ পর্যন্ত, তারপর ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ১০ঃ২৩ঃ৩৩ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ৫৩ঃ০৪ থেকে - ০২ঃ৩২ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ১২ঃ২৫ থেকে - ০৫ঃ৫২ঃ০৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ৫৬ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ০৬ঃ০২ থেকে - ০৩ঃ৫২ঃ১২ পর্যন্ত। মহেন্দ্রযোগ রাত্রি ১০ঃ২৯ঃ০৪ থেকে - ১১ঃ১৫ঃ১৪ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ৫২ঃ১২ থেকে - ০৫ঃ২৪ঃ৩১ পর্যন্ত। কুলিক বেলাঃ দিন ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ০৮ঃ৪৩ঃ৫২ পর্যন্ত। কুলিক রাত্রিঃ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ১০ঃ৩৫ পর্যন্ত। বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ২৫ থেকে - ১০ঃ০৪ঃ৫২ পর্যন্ত। কালবেলাঃদিন ১০ঃ০৪ঃ৫২ থেকে - ১১ঃ৩৮ঃ১৮ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ০৮ঃ৪৫ঃ১২ থেকে - ১০ঃ১১ঃ৪৫ পর্যন্ত। গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃরবিঃ১১২৪৪৬১৯ (২৭) ৩ পদচন্দ্রঃ ২২১৫২৫০ (৭) ১ পদমঙ্গলঃ ৯২৭৫৩৫৯ (২৩) ২ পদবুধঃ ০২২২৫ (১) ১ পদবৃহস্পতিঃ ১০২৯৪২২৩ (২৫) ৩ পদশুক্রঃ ১০৮১৭৩ (২৪) ১ পদশনিঃ ৯২৫৪৩০ (২৩) ১ পদরাহুঃ ১২২৭৫৩ (৩) ২ পদকেতুঃ ৭২২৭৫৩ (১৬) ৪

আবহাওয়া

বৃষ্টির হতে পারে নাও হতে পারে। তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ৩৯.২ডিগ্রী সেলসিয়াস ও (২) সর্বনিম্ন ২৯.০২এডিগ্রী সেন্টিগ্রেড ও (১) দিনের বেলায়। আপেক্ষিক আর্দ্রতা হবে ৯২শতকরা এবং ৪২শতকরা। বৃষ্টি হয়েছে সোমবার । জোয়ার- সকাল ৯ টা ২০ মিনিট এবং রাত৯টা ২০মিনিট হবে। ভাটা-সকাল-৯টা ২০মিনিট। রাত-৯টা ২০ মিনিট। সূর্য উদয় আজঃ ৪ টা ৫৭মিনিটে এবং সূর্য অস্ত যাবে ঃ ৬ টা ১৬ মিনিটে পরিবর্তনহতেপারে

রাশিফল

মেষরাশিঃএক পরিতৃপ্ত জীবনের জন্য আপনার মানসিক কাঠিন্য বৃদ্ধি করুন। আর্থিক সীমাবদ্ধতা এড়াতে আপনার বাজেটে আটকে থাকুন। বিবাহের যোগ হতে পারে
বৃষভ রাশিঃকাজের চাপ এবং ঘরে বিরোধ কিছু চাপের সৃষ্টি করতে পারে। সাময়িক ঋণের জন্য যাঁরা আপনার কাছে আসে তাঁদেরকে শুধু উপেক্ষা করুন।।।
মিথুন রাশিঃআপনি শক্তিতে পরিপূর্ণ থাকবেন এবং আজ অসাধারণ কিছু করতে পারেন।
কর্কট রাশিঃস্বস্থ্য সু ন্দর থাকবে। আপনার বাসস্থান সংক্রান্ত বিনিয়োগ লাভজনক হবে না।
সিংহ রাশিঃআধ্যাত্মিক এবং শারীরিক উন্নতির জন্য ধ্যান এবং যোগ চর্চা করা উচিত। শুভ দিন।
কন্যা রাশিঃমানসিক শান্তির জন্য আপনার উত্তেজনার সমাধান করুন। আপনার লগ্নি এবং ভবিষ্য লক্ষ্য সম্পর্কে গোপনীয়তা রাখুন। বিবাহের যোগ হতে পারে
তুলা রাশিঃআপনার দয়ালু স্বভাব আজ অনেক খুশির মুহূর্ত বয়ে আনবে। দীর্ঘ স্থায়ী লাভের জন্য স্টক এবং মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগ করতে সুপারিশ করা হচ্ছে। বন্ধুরা।সংসারে শান্তি হবে।
বৃশ্চিক রাশিঃকোন বন্ধুর কাছ থেকে পাওয়া কোন বিশেষ প্রশংসা আপনাকে খুশি করবে।।
ধনু রাশিঃস্বাস্থ্যের দিক দিয়ে এই সময়কালটি মন্দ যাবে, কাজেই আপনি কি খাচ্ছেন সে ব্যাপারে সতর্ক হোন।।বিদেশ যাত্রা শুভ
মকর রাশিঃবাড়িতে অতিথি আসতে পারে। সংসারে শান্তি।
কুম্ভ রাশিঃবিবাহের যোগ হতে পারে। বিদেশ যাত্রা শুভ দিন।
মীন রাশিঃসংসারে শান্তি হবে জমে থাকা সম্পদ কেবল আপনাকে পরিস্থিতি মোকাবেলায় স ব্যাক্তির সাথে দেখা হতে পারে যার সাথে অতীতে আপনার মত ভেদাভেদ হয়েছিল। আজ, আপনার অর্ধাঙ্গীনী আপনার জীবনের সবচেয়ে. গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে. আপনাকে সহায়তা করবেন। ছাত্র যেশ্রতিকটু শব্দ সৃষ্টি করে। এগুলি অনেকটা

কেষ্টপুরে মা ও মেয়ের রহস্যমৃত্যু! জোড়া মৃতদেহ উদ্ধার করল পুলিশ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৯ জুন ঃ বিধাননগরের কেষ্টপুরে রহস্যজনক মৃত্যু হল মা এবং মেয়ের। কেষ্টপুর প্রফুল্ল কাননের কাছে একটি আবাসন থেকে মা ও মেয়ের দেহ উদ্ধার হয়েছে সোমবার। খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে এসে তদন্ত শুরু করেছে বাগুইআটি থানার পুলিশ।পুলিশ সূত্রে খবর, আবাসনের তিন তলার ফ্ল্যাটে থাকতেন মা গোপা দাস এবং মেয়ে সুদেষ্ণা দাস। গোপার ভাইও থাকতেন ওই ফ্ল্যাটে। যদিও তিনি এদিন সকালে বাড়িতে ছিলেন না। তদন্তে নেমে পুলিশ জানতে পেরেছে, সকাল থেকেই গোপা এবং সুদেষ্ণাকে ফোনে পাচ্ছিলেন না মামা। তিনিই আবাসনের নিরাপত্তারক্ষী এবং প্রতিবেশীদের ফ্ল্যাটে গিয়ে খোঁজ নিতে বলেন। প্রতিবেশীরা খোঁজ নিতে গিয়েই দেখেন, মা মেয়ের নিথর দেহ মেঝেতে পড়ে রয়েছে। সঙ্গে সঙ্গেই পুলিশে খবর দেওয়া হয়।পুলিশ এসে মা ও মেয়ের মৃতদেহ উদ্ধার করেছে, দেহটি দু''টি ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, ময়নাতদন্তের রিপোর্ট আসার।পরই জানা যাবে মা ও মেয়ের মৃত্যু কীভাবে হয়েছে।

সকালেই নামল আঁধার! প্রতীক্ষিত বৃষ্টিতে স্বস্তি পেল গোটা দক্ষিণবঙ্গ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৯ জুন ঃ আকাশ কালো করে এসে সকালেই নামল আঁধার! প্রতীক্ষিত বৃষ্টিতে ভিজল কলকাতাসহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলা। সোমবার সকালে ঝেঁপে বৃষ্টি নামে কলকাতা ও লাগোয়া জেলাগুলিতে। কলকাতা, হাওড়া, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, হুগলি, নদিয়া ও পূর্ব বর্ধমানে বজ্রবিদ্যুৎসহ প্রাক বর্ষার বৃষ্টি হয়েছে এদিন সকালে, কোথাও কোথাও ৩০-৪০ কিলোমিটার বেগে বইতে থাকে ঝোড়ো হাওয়া। আষাঢ় মাসের শুরুতে প্রবল বৃষ্টি নামে কলকাতায়, বৃষ্টি হলেও এদিন সকালে কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল স্বাভাবিকের ওপরেই। এদিন কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৯.৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ৩ ডিগ্রি বেশি। আলিপুর আবহাওয়া দফতর সূত্রের খবর, কলকাতাসহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় এবার ধীরে ধীরে বাড়তে পারে বৃষ্টি। আগামী দু তিন দিনের মধ্যে দক্ষিণবঙ্গে বর্ষা প্রবেশও করতে পারে। এর ফলে আগামী চার পাঁচ দিনে দক্ষিণে তাপমাত্রা ধীরে ধীরে ২ থেকে ৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস কমতে পারে। দীর্ঘ দহনের পর স্বস্তির পেতে পারেন সাধারণ মানুষ।

বিদ্যুৎ বিভ্রাট মেটাতে সিইএসসি কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ বিদ্যুৎ মন্ত্রীর

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৯ জুন ঃ কলকাতা, হাওড়া, দমদম ব্যারাকপুর, শ্রীরামপুর প্রভৃতি অঞ্চলে সম্প্রতি সমস্যা যুদ্ধকালীন তৎপরতায় সমাধানের জন্য রাজ্যের বিদ্যুৎ মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস সিইএসসি কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দিয়েছেন। কলকাতায় বিদ্যুৎ উন্নয়ন ভবনে আজ বিদ্যুৎ মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস ও বিদ্যুৎ সচিব শান্তনু বসু সম্প্রতি সিইএসসি আওতাভুক্ত এলাকা গুলির বিদ্যুৎ বিভ্রাট নিয়ে সিইএসসি-র শীর্ষ আধিকারিকদের সঙ্গে এক উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক করেন। বিগত এক মাসে তৃতীয় বৈঠকে অরূপ বাবু সিইএসসি কর্তাদের হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, সিইএসসি এলাকার বিদ্যুৎ বিভ্রাট এর কারণে রাজ্য সরকারের ভাবমূর্তি খারাপ হচ্ছে। এর পর সিইএসসি এলাকার বিদ্যুৎ বিভ্রাট নিয়ে কোনরকম অভিযোগ তাঁর দপ্তরে যাতে না আসে সে ব্যাপারেও তিনি সতর্ক করে দেন। পাশাপাশি এই বিদ্যুৎ বিভ্রাট সমস্যা মেটাতে তিনি সিইএসসি কর্তৃপক্ষ কে টেকনিক্যাল টিম ও ম্যান পাওয়ার বাড়ানোর ও নির্দেশ দেন।

ভাঙ্গড়ে তাদের সব প্রার্থীপদ প্রত্যাহার করার বিষয়ে ভাবনাচিন্তা করবেন

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৯ জুন ঃ তৃনমূল কংগ্রেস প্রধান মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি চাইলে তিনি ভাঙ্গড়ে তাদের সব প্রার্থীপদ প্রত্যাহার করার বিষয়ে ভাবনাচিন্তা করবেন বলে ইন্ডিয়ান সেকুলার ফ্রন্ট নেতা স্থানীয় বিধায়ক নৌসাদ সিদ্দিকী জানিয়েছেন। আজ বিধানসভার বাইরে সাংবাদিকদের তিনি বলেন, সাধারন মানুষের নিরাপত্তাই তার কাছে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ন। যেখানে তার নিরাপত্তা নেই সেখানে সাধারন মানুষের নিরাপত্তা কিভাবে থাকবে সেই প্রশ্নও তুলেছেন তিনি। এই পরিস্থিতিতে এলাকায় শান্তি ফেরাতে মুখ্যমন্ত্রী তাকে প্রার্থী প্রত্যাহারের আবেদন জানালে তিনি সেই বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে ভেবে দেখবেন বলে জানিয়েছেন।

হারানো ব্যাগ উদ্ধার করে কমিউটারে ফিরিয়ে দিল আরপিএফ

কলকাতা, ১৯ জুন ঃ ১৭.০৬.২০২৩ তারিখে এসপ্ল্যানেডে প্রায় ১২,১০ ঘটিকায়, একটি অন ডিউটি আরপিএফ কর্মীরা একটি নিয়মিত চেক করার সময় প্ল্যাটফর্মের মধ্যবর্তী এসকেলেটরের কাছে একটি ব্যাগ দেখতে পান। এই ব্যাগের কোন দাবিদার না পেয়ে, তিনি সাবধানে পরীক্ষা করার পরে এটি স্টেশন মাস্টারের অফিসে জমা দেন। তারপরে, স্টেশন মাস্টার বারবার ঘোষণা দিয়ে ব্যাগের মালিককে স্টেশন মাস্টারের অফিস থেকে সংগ্রহ করার জন্য অনুরোধ করেছিলেন এবং একটি নিয়ন্ত্রণ বার্তাও সমস্ত স্টেশনে জানানো হয়েছিল। পরে ব্যাগ খুলে তাতে কিছু মূল্যবান জিনিসপত্র পাওয়া যায়। মাঝে অর্থাৎ ১৫,০০ টায় এক মহিলা যাত্রী স্টেশন মাস্টারের অফিসে এসে ব্যাগের মালিকানা দাবি করেন। যথাযথ যাচাই বাছাই এবং সমস্ত আনুষ্ঠানিকতা মেনে চলার পর উদ্ধারকৃত ব্যাগটি তার কাছে হস্তান্তর করা হয়। হারানো ব্যাগ উদ্ধারে সাহায্য করার জন্য তিনি মেট্রো রেলওয়ে কর্তৃপক্ষের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন। উল্লেখ্য যে মেট্রো চত্বরে যে কোনও অসুবিধার সম্মুখীন যাত্রীদের সাহায্য করার জন্য মেট্রো কর্তৃপক্ষ সর্বদা সতর্ক থাকে। মেট্রো কর্মীরা যাত্রীদের তাদের হারিয়ে যাওয়া জিনিসগুলি ফেরত পেতে বা জরুরী পরিস্থিতিতে তারতার পরিবারের সাথে বিচ্ছিন্ন সদস্যদের একত্রিত করতে সহায়তা করে।

বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারের অভিযোগ

দুরন্ত বার্তা, উলুবেড়িয়া, ১৯ জুন ঃ পঞ্চায়েত ভোটকে কেন্দ্র করে হাওড়া গ্রামীনের বিভিন্ন এলাকায় বিজেপি কর্মীদের উপর অত্যাচার হচ্ছে বলে অভিযোগ করলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। আজ সোমবার পঞ্চাযেত্ ও নমিনেশন জমা করতে গিয়ে আহত বিজেপি কর্মীকে দেখতে এলেন আমতা এক নম্বর ব্লকের অন্তর্গত ভান্ডারগাছা অঞ্চলের পানপুরে। উল্লেখ্য চতুর্থ দিনে বিজেপি কর্মীকে মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার চতুর্থ দিনে বিজেপি কর্মীদের মনোনয়নপত্র জমা করতে যাওয়াকে কেন্দ্র করে আমতা এক নম্বর ব্লকের সামনে বিজেপি কর্মীদেরকে আক্রমণ করে তৃণমূলের সমর্থকরা এক বিজেপি প্রার্থীর প্রস্তাবককে মারধর করা হয় বলে অভিযোগ করে বিজেপি। আজ সোমবার ভান্ডারগাছার পানপুরে দলীয় কর্মীকে দেখতে এলেন এবং ভান্ডারগাছা অঞ্চলের দলীয় পতাকা টাঙ্গালেন তিনি অভিযোগ করেন ভান্ডারগাছা শহর তথা আমতাতে বিজেপির কোন পতাকা লাগাতে দেওয়া হচ্ছে না।

পান্ডুয়ায় তৃণমূল প্রার্থীর ৫০ বিঘে সম্পত্তি বাড়িতে এসি, দেওয়ালে পোস্টার, এলাকায় চাঞ্চল্য

মিথ্যা বলে দাবি করেছেন তৃণমূল প্রার্থী

বনস্পতি দে,পান্ডুয়া, ১৯ জুন ঃ কাজ না করে জব কার্ডের টাকা নিয়েছেন বলেও দাবি করা হয়েছে। সব শেষে লেখা, 'আপনারা ভাবুন কাকে ভোট দেবেন?' নীচে লেখা 'এলাকার মানুষ'। ৫০ বিঘা জমি, বাড়িতে এসি। তৃণমূল প্রার্থীর নামে পড়ল পোস্টারপ্রার্থীর বিরুদ্ধে পোস্টার বিঘা বিঘা চাষের জমি, বাড়িতে এসি কী নেই! আপনারা ভাবুন কাকে ভোটে দেবেন। এমনই সতর্কবার্তা দিয়ে পঞ্চায়েত প্রার্থীর বিরুদ্ধে পড়ল পোস্টার। পঞ্চায়েত নির্বাচনের আবহে চাপান উতোরের রাজনীতি চলছে রাজ্য জুড়ে। আর এবার নির্বাচনের আগে বিরোধীদের একটা বড় হাতিয়ার 'দুর্নীতি'। শাসক দলের একাধিক নেতা বিধায়ক যখন জেলে, তখন পঞ্চায়েত প্রার্থীদের বিরুদ্ধে উঠছে দুর্নীতির অভিযোগ। তৃণমূল প্রার্থীর নামে রীতিমতো পোস্টার পড়েছে পান্ডুয়ায়।

হুগলি পান্ডুয়ার পাঁচগড়া তোরগ্রাম পঞ্চায়েতের নিয়াল এলাকার বেশ কিছু জায়গায় দেওয়ালে দেখা গেল সেই পোস্টার। সোমবার সকাল থেকে চাঞ্চল্য ছড়ায় ওই পোস্টারকে কেন্দ্র করে। তৃণমূল পঞ্চায়েত্ সমিতির প্রার্থী মহম্মদ নূরসোভা মোল্লার নামেই ওই পোস্টার। পোস্টারে লেখা, ব্লক তৃণমূলের বিদায়ী পঞ্চায়েত সমিতির

সদস্য তথা ২২ নম্বরের তৃণমূল পঞ্চায়েত সমিতির প্রার্থী মহম্মদ নূরসোভা মোল্লার দোতলা বাড়ি, ৫০ বিঘা চাষ যোগ্য জমি, বাড়িতে শীতাতপ নিয়ন্ত্রক মেশিন রয়েছে। নিজের চাষের ট্রাক্টরও রয়েছে। তা সত্ত্বে নিজের মায়ের নামে সংখ্যালঘু সেলের ঘর নিয়েছেন বলে দাবি করা হয়েছে পোস্টারে। এছাড়া কাজ না করে জব কার্ডের টাকা নিয়েছেন বলেও দাবি করা হয়েছে। সব শেষে লেখা, 'আপনারা ভাবুন কাকে ভোট দেবেন?' নীচে লেখা 'এলাকার মানুষ'। তবে এলাকার মানুষ কি সত্যিই এই পোস্টার দিয়েছে? তৃণমূল নেতৃত্বের অভিযোগ সিপিএমের দিকে। ওই প্রার্থীর ব্যাপারে সব তথ্য যে তাঁদের কাছে রয়েছে, সে কথা স্বীকার করে নিয়েছেন সিপিএম প্রার্থী মহম্মদ শরিফুল হাসান। তিনি বলেন, আমাদের কাছে সমস্ত তথ্য রয়েছে। আমরা চাই এই ঘটনার তদন্ত হোক। তৃণমূলের যত চোর নেতা রয়েছেন তাঁদের খাতা খুলে দেব। তাঁর দাবি, এলাকায় এমন আরও অনেক তৃণমূল নেতা রয়েছেন, যাঁদের বিরুদ্ধে চাকরি চুরি, ১০০ দিনের কাজে দুর্নীতি সহ বিভিন্ন অভিযোগ রয়েছে। এই দুর্নীতির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর আর্জি জানিয়েছেন তিনি। যদিও তৃণমূল প্রার্থী নূরসোভা মোল্লা সব অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। তিনি বলেন, ওরা আমাকে ভয় পাচ্ছে। তাই আবোল তাবোল বলছে। প্রয়োজনে আমার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট চেক করা হোক। সিপিএম ৩৪ বছর ধরে রাজত্ব করেছে, তারা কোনও কাজ করেনি, শুধু হার্মাদ পুষেছে। এখন লড়াই করতে না পেরে মানুষকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছে। ৫০ বিঘা জমি আছে বলে যে অভিযোগ উঠেছে, সেটাও মিথ্যা বলে দাবি করেছেন তৃণমূল প্রার্থী।

হাওড়ার ব্যাঁটরায় আগ্নেয়াস্ত্র দেখিয়ে ব্যবসায়ীর টাকা ভর্তি ব্যাগ নিয়ে চম্পট দিল দুষ্কৃতী দল

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ১৯ জুন ঃ আগ্নেয়াস্ত্র দেখিয়ে পিস্তলের বাট দিয়ে মাথায় মেরে ব্যবসায়ীর টাকা ভর্তি ব্যাগ নিয়ে চম্পট দিল দুষ্কৃতী দল। হাওড়ার ব্যাঁটরায় উত্তেজনা। সোমবার দুপুরে ওই ঘটনা ঘটে। এদিন প্রকাশ্য দিবালোকে ভরদুপুরে জনাকীর্ণ রাস্তায় ওই ব্যবসায়ীকে পিস্তলের বাট দিয়ে আঘাত করে প্রায় ১১ লক্ষ টাকা ছিনতাই করে চম্পট দেয় সশস্ত্র ওই দুষ্কৃতি দল। ব্যাঙ্কে টাকা জমা দিতে যাওয়ার সময় আক্রান্ত হন ওই ব্যবসায়ী। সোমবার দুপুরে ঘটনাটি ঘটে ব্যাঁটরা থানা এলাকার বেনারস রোডে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, আক্রান্ত ব্যবসায়ীর নাম রাজেন্দ্র পন্ডিত। মদের দোকানের ব্যবসায়ী তিনি। এদিন দুপুর ২টো নাগাদ ওই ব্যবসায়ী ব্যাঙ্কে টাকা জমা দিতে যাচ্ছিলেন। তাঁর কাছে ব্যাগে ১১ লক্ষ টাকা ছিল। তখনই কয়েকজন সশস্ত্র দুষ্কৃতী এসে তাঁর উপর হামলা চালায়। আগ্নেয়াস্ত্র দেখিয়ে পিস্তলের বাট দিয়ে মাথায় মেরে দুষ্কৃতিরা টাকা ভর্তি ব্যাগ নিয়ে পালিয়ে যায়। এই ঘটনার পর খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ আসে। পুলিশ ঘটনার তদন্তে নেমেছে। আক্রান্ত ব্যবসায়ী রাজেন্দ্র পন্ডিত বলেন, আমি এইভাবে ২০ বছর ধরে ব্যবসার টাকা নিয়ে যাচ্ছি। অটো, টোটো, রিক্সায় এমনকি আমি হেঁটেও গিয়েছি। কিন্তু এমন ঘটনা

আগে ঘটেনি। ব্যাঙ্কে দেরি হয়ে যাবে বলে হেঁটেই যাচ্ছিলাম ব্যাঙ্কে। হঠাৎই রিভালবারের বাট দিয়ে মাথায় মারল। এই পরিস্থিতিতে মাথা ঘুরতে থাকে। তখন আমার কাছে থাকা ব্যাগটি দিতে বলে ৩ দুষ্কৃতি। ব্যাগটি পাশের খালে ফেলে দিতে যাচ্ছিলাম। তখন সেই দুষ্কৃতিদের মধ্যে ১ জন বলে ব্যাগটি না দিলে গুলি করে দেব। তখন তাদের একজন আমার ব্যাগটি নিয়ে চম্পট দেয়। দুষ্কৃতিদের কেউই পরিচিত নয়। স্থানীয় বাসিন্দা প্রত্যক্ষদর্শী অমর দাস বলেন, ওই ব্যক্তি হেঁটে যাচ্ছিলেন। দেখি পেছন থেকে একজন এসে মাথায় আঘাত করে। মনে করেছিলাম ওনার সঙ্গে ঠাট্টা করছে। এরপর দেখি ওনার কাছে থাকা ব্যাগটি ছিনিয়ে নিতে যাচ্ছে। এই ঘটনার প্রতিবাদ করেন ওই ব্যক্তি। তখন পেছনে থাকা ২ জন ধাক্কা মেরে ব্যাগটি ছিনিয়ে নিয়ে দৌড়ে পালায়। ছেলেগুলো হেঁটে হাফ প্যান্ট পরে এসেছিল। দুষ্কৃতিরা পালাবার পর চিৎকার করেন তিনি। চিৎকার শুনে পাশের কারখানা থেকে রড নিয়ে তাড়া করে মারে এক দুষ্কৃতিকে। মারার পর সেই দুষ্কৃতি আগ্নেয়াস্ত্র বার করে এবং পালিয়ে যায়। এই ঘটনার পর আক্রান্ত ব্যক্তি থানায় লিখিত অভিযোগ করেন। অভিযোগ পেয়ে হাওড়ার ব্যাঁটরা থানার পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। আশপাশের এলাকার সিসি ক্যামেরার ফুটেজ খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

২ লক্ষ ২৮ হাজার ১৫৮টি মনোনয়ন বৈধ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৯ জুন ঃ রাজ্যে আসন্ন ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত নির্বাচনের জন্য জমা পড়া সব মনোনয়ন পত্রগুলি পরীক্ষা করে দেখার পরে মোট ২ লক্ষ ২৮ হাজার ১৫৮টি মনোনয়ন বৈধ বলে রাজ্য নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে। এরমধ্যে জেলা পরিষদে চার হাজার ৮৩০টি, পঞ্চায়েত সমিতিতে ৩৪ হাজার ৮৬৬টি ও গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরে এক লক্ষ ৮৮ হাজার ৪৬২টি মনোনয়ন জমা পড়েছে। আগামীকাল মনোনয়ন প্রত্যাহারের শেষ দিন।

আগ্নেয়াস্ত্র হাতে 'রিলস' বানিয়ে সোস্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল যুবক

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৯ জুন ঃ রাতের বেলায় এক যুবক অত্যাধুনিক পিস্তল উঁচিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে পাড়ার রাস্তায়। রবিবার সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছিল এই রিলস ভিডিও। জানা যায়, ওই ভাইরাল হওয়া যুবকের নাম সাহিল সিং (২০)। পরে ওই যুবককে গ্রেফতার করে হাওড়া থানার পুলিশ। সোমবারই ওই যুবককে হাওড়া আদালতে তোলা হয়। ২ দিনের পুলিশ হেফাজত হয় তার। যদিও পুলিশ জানিয়েছে, ওই যুবককে অন্য একটি মামলায় গ্রেফতার করা হয়েছে। প্রকাশ্য রাস্তায় অত্যাধুনিক আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে সাহিল ঘুরছিলে কিনা তা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, হাওড়া থানা এলাকাতেই বাড়ি ওই যুবকের। ধৃত সাহিল বাড়ির সামনেই আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে ঘুরছিলে। ওই যুবকের কাছ থেকে কোনও অত্যাধুনিক আগ্নেয়াস্ত্র পাওয়া যায়নি বলে পুলিশের দাবি। ভিডিও ভাইরাল হওয়ার জন্যও ওই যুবককে গ্রেফতার করা হয়নি। তবে ভিডিও ভাইরালের বিষয়টি খতিয়ে দেখছে পুলিশ। পুলিশ জানিয়েছে, গত ১১ জুন হাওড়া থানা এলাকার চিন্তামণি দে রোডে দুই গোষ্ঠীর মধ্যে একটি সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। ওই ঘটনায় ওই যুবক আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে অপর গোষ্ঠীর উপর আক্রমণ চালায় তার ভিত্তিতেই তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, ওই যুবকের হাওড়া স্টেশন সংলগ্ন এলাকায় একটি চশমার দোকান থাকলেও সাট্টার কারবারের সঙ্গেও সে যুক্ত বলে জানা গেছে। এই সাট্টা নিয়েই দুই গোষ্ঠীর মধ্যে গত ১১ তারিখ যে সংঘর্ষ হয় তাতেই জড়িয়ে পড়েছিল ধৃত যুবক। এদিকে, পুলিশ সূত্রের আরও খবর, ধৃত যুবকের ২ দিনের পুলিশ হেফাজত হয়েছে। তাকে আরও জিজ্ঞাসাবাদ করে বাকিদের খোঁজ চালানো হবে। তবে সোস্যাল মিডিয়ায় রিলস বানিয়ে যুবকের ভাইরালের বিষয়টি নিয়ে পুলিশ কোনও বক্তব্য জানাতে চায়নি।

একটি কলম লক্ষ লক্ষ জীবন

সৌরভ দত্ত, কলকাতা, ১৯ জুন ঃ বর্তমানে পরিবেশ দূষণের ফলে পৃথিবীতে নেমে আসছে একের পর এক অবক্ষয়। মানুষ সুস্থ ভাবে বাঁচার দিশা হারিয়ে ফেলছে। এই বেঁচে থাকার রসদ জোগাতে পারে গাছ। একটি গাছ লক্ষ লক্ষ প্রাণ।পরিবেশকে দূষণ মুক্ত করতে বরানগরের ২১বছরের এক কিশোর এক নতুন পথের দিশা দেখিয়েছে। শ্রী রামকৃষ্ণ ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি কলেজের ছাত্র শুভজীৎ সাহা একটি কলমের মধ্যেই দিয়ে মানুষের বেঁচে থাকার পথের দিশা দেখিয়েছে। কলমটি পরিবেশ বান্ধব। সম্পূর্ণ কাগজের তৈরী। যা মাটিতে সহজেই মিশে যায়। কলমটির এক প্রান্তে রয়েছে ফুল ফল,সব্জির বীজ। শুভজিৎ-এর ডাকনাম রোহিত। তার ডাকনাম রোহিতের নামে কলমটির নামকরণ করেছেন। কলমটি 'রোহিত ৫জি কলম। এই বিষয়ে শুভজিৎ জানায়, '৫জি' শব্দটি প্রযুক্তিগত অগ্রগতি বোঝায় তাই কলমের এই নামকরণ করা হয়েছে। কলমটি পুনর্ব্যবহৃত আর্ট পেপার, রিফিল এবং আঠালো দিয়ে তৈরি। আমাদের কলম ৮০ শতাংশ পরিবেশ-বান্ধব, কারণ শুধুমাত্র রিফিল প্লাস্টিকের তৈরি, বাকিটা বায়োডিগ্রেডেবল। কলম ব্যবহারে অনুপ্রাণিত করবে যেখানে বীজ সংযুক্ত করা হয়েছে কলমের এক প্রান্তে একটি ক্যাপসুল রয়েছে, যাতে একটি গাছের বীজ থাকে, যাতে ব্যবহারের পরে যদি মাটিতে ফেলে দেওয়া হয় তবে বীজটি একটি চারা হিসাবে অঙ্কুরিত হবে। এই মুহূর্তে সাধারণত মরিচ, সরিষা, বেগুন, টমেটো এবং কসমস জাতীয় উদ্ভিদের বীজ দেওয়া আছে। এই পরিবেশ বান্ধব কলম তৈরির পিছনে আমাদের মূল লক্ষ্য হল বীজ যাতে গাছে অঙ্কুরিত হয় তা নিশ্চিত করা। এটি স্বাভাবিকভাবেই কলমের ব্যবহারকারীকে আরও গাছ লাগানোর জন্য অনুপ্রাণিত করবে এবং একই সময়ে, সে এমন একটি বায়োডিগ্রেডেবল পণ্য ব্যবহার করছে যা পরিবেশের ক্ষতি করে না। এই কলম তৈরি করে কিছু মানুষের কর্মসংস্থান করেছে শুভজিৎ। দৃষ্টিহীন কিছু মানুষের কর্মসংস্থানের পথে দিশা দেখিয়েছে। দৃষ্টিহীন মানুষেরা এই কলম বিক্রি করে নিজেদেরকে আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী করে তুলেছে।

কামারপুকুরে রাতের অন্ধকারে ৩ সিপিএম নেতার বাড়িতে বোমাবাজির অভিযোগ

দুরন্ত বার্তা, হুগলি, ১৯ জুন ঃ রাতের অন্ধকারে ৩ সিপিএম নেতার বাড়িতে বোমাবাজি। অভিযোগের তির তৃণমূলের দিকে। যদিও অভিযোগ অস্বীকার শাসকদলের। রাত থেকেই একটি তাজা বোমা পড়ে থাকে সিপিএম নেতার বাড়ির সামনে। ঘটনাটি ঘটেছে গোঘাটের কামারপুকুরে। ব্যাপক চাঞ্চল্য গোটা এলাকায়। বাড়ির সামনে পড়ে তাজা বোমা, তাও সিপিএম নেতা বলছেন, 'ভয় দেখিয়ে দমিয়ে রাখা যাবে না' ব্যাপক শোরগোল আরামবাগে।

কামারপুকুরে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের বসতবাড়ি লাগোয়া এলাকায় রাতের অন্ধকারে বোমাবাজি। বোমাবাজি চলল সিপিএম নেতাদের বাড়ির সামনে। সিপিএমের অভিযোগ তাদের প্রার্থীদের মনোনয়ন প্রত্যাহারের জন্য চাপ দিচ্ছিল তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা। কিন্তু, বাম প্রার্থীরা মনোনয়ন প্রত্যাহার না করায় রবিবার রাতে তিনজন সিপিএম নেতার বাড়ির সামনে বোমাবাজির অভিযোগ ওঠে তৃণমূলের বিরুদ্ধে। কামারপুকুরের দাপুটে সিপিএম

নেতা ত্রিলোক ঘোষের বাড়িতেও বোমাবাজি করা হয় বলে অভিযোগ। একটি তরতাজা বোমা তিলক ঘোষের বাড়ির পাশে পড়ে থাকে বলে খবর। তিলকবাবুর অভিযোগ তাঁর বাড়ির কিছু দূরেই তৃণমূলের গোঘাট দু'নম্বর ব্লক সভাপতি অরুণ কেওড়ার বাড়ি। রাতে বারবার তাঁকে ফোন করলেও তিনি ফোন ধরেননি। খবর যায় পুলিশে। রাতেই ঘটনাস্থলে আসে পুলিশ। এদিকে এখনও এলাকায় রয়েছে চাপা উত্তেজনা। শোরগোল চলছে জেলার রাজনৈতিক মহলেও। প্রশ্নের মুখে এলাকার নিরাপত্তা। প্রশ্নের মুখে পুলিশি নজরদারি। ঘটনায় শাসকদলের বিরুদ্ধে একরাশ ক্ষোভ উগড়ে দিয়েছেন এলাকার সিপিএম নেতারা। সিপিএম নেতা শ্রীকান্ত চক্রবর্তী বলেন, সন্ধ্যা থেকেই কামারপুর অঞ্চলের বিভিন্ন জায়গায় রীতিমতো তাণ্ডব চালিয়েছে তৃণমূলের গুন্ডারা। ৯টা গাড়িতে ২০ জন ছেলে এলাকায় দাপিয়ে বেড়াতে দেখা গিয়েছে। রাত আড়াইটের সময় আমার বাড়ির সামনে পরপর তিনটে বোমা মারে। মোট পাঁচটা বোমা মারে। তার মধ্যে তিনটে ফাটে। আমাদের দলের বিভিন্ন কমরেডদের বাড়িতে বোমা চার্জ করেছে। তবে ওদের মনে রাখা উচিৎ ভয় দেখিয়ে বামপন্থীদের দমিয়ে রাখা যাবে না।

রথযাত্রার আগে শেষ মুহুর্তের প্রস্তুতি। ছবি-সৌরভ দত্ত

পঞ্চায়েত নির্বাচনের প্রাক্কালে বিজেপিতে ধাক্কা শ্যামপুরে

মতিয়ার রহমান, উলুবেড়িয়া, ১৯ জুন ঃ পঞ্চায়েত নির্বাচনের প্রাক্কালে বিজেপিতে ধাক্কা শ্যামপুরে।২০২৩ এর পঞ্চায়েত নির্বাচনের মুখে শ্যামপুরের বারগ্রাম অঞ্চলের একাধিক বুথের বিজেপির কর্মীরা দলত্যাগ করে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করলেন, বারগ্রাম অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষহতে বারগ্রাম হাইস্কুলের মাঠে অনুষ্ঠিত তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীসভায় রাজনৈতিক দলবদল সম্পন্ন হয়। বিভিন্ন এলাকায় মোট ৪০টি বিজেপি পরিবারের প্রায় ২০০জন ভোটার দলত্যাগ করেন এবং তৃণমূল কংগ্রেসে স্বাগত জানিয়ে

তাদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দেন শ্যামপুরের বিধায়ক কালীপদ মন্ডল,আরো উপস্থিত ছিলেন বিদায়ী জেলা পরিষদের অধ্যক্ষ নদেবাসী জানা, কর্মাধ্যক্ষ শ্রীধর মন্ডল, শ্যামপুর ২নং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি জুলফিকার আলী মোল্লা প্রমুখ। অপরদিকে শ্যামপুরের বাছরি পঞ্চায়েতের আন্দুলে পাড়ায় বিজেপির শ্যআমপউর এর ৪নং মন্ডলএর প্রাক্তন সম্পাদক শ্যামল জানা এবং বিজেপির আন্দুলে পাড়ার বুথ কনভেনর বিকাশ সামন্ত সহ ২৫টি পরিবারের প্রায ১৩০জন ভোটার বিজেপি ত্যাগ করে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করলেন, বিজেপির প্রাক্তন মন্ডল সম্পাদক শ্যামল জানা বলেন তৃণমূল কংগ্রেসের উন্নযনের কাজে সামিল হতে তিনি এবং তার অনুগামীদের নিযে দলত্যাগ করলেন, বিজেপির বুথ কনভেনর বিকাশ সামন্ত বলেন তিনি ধর্মীয় বিভাজনের রাজনীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে বিজেপি ত্যাগ করে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করলেন। দলত্যাগীদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দেন তৃণমূল কংগ্রেসের হাওড়া জেলা গরামীনের সাধারণ সম্পাদক জুলফিকার আলী মোল্লা ও বাছরি অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি শ্যামসুন্দর মেটিয়া।

রাজ্যের ক্ষুদ্র সেচ ব্যবস্থার উন্নয়নে বিশ্বব্যাঙ্ক ঋণ অনুমোদন করেছে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৯ জুন ঃ রাজ্যের ক্ষুদ্র সেচ ব্যবস্থার উন্নয়নে বিশ্বব্যাঙ্ক আরও ১৫০০ কোটি টাকার ঋণ অনুমোদন করেছে। ওয়েষ্ট বেঙ্গল অ্যাকসিলারেটেড ডেভেলপমেন্ট অফ মাইনর ইরিগেশন প্রকল্পের দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজের জন্য ওই টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে । প্রথম পর্যায়ের কাজ সফল ভাবে শেষ করার জন্য ৬ বছরের মেয়াদে দ্বিতীয় কিস্তির ওই ঋণ মঞ্জুর করা হয়েছে বলে ওই প্রকল্প রূপায়নের দ্বায়িত্বে থাকা জলসম্পদ দফতর সূত্রে জানা গেছে। রাজ্যে পঞ্চায়েত ভোটের পর বিশ্বব্যাঙ্কের সঙ্গে রাজ্যের এই সংক্রান্ত চুক্তি স্বাক্ষরিত হবে। প্রকল্পের দ্বিতীয় দ্বিতীয় পর্যায়ে সেচ খাল খননের মাধ্যমে একফসলি জমিগুলোকে বহু ফসলি করে তোলার কাজ করা হবে। উপকূল এলাকা, পাহাড় ও তরাই এলাকার ক্ষুদ্র সেচ ব্যবস্থার উপর বিশেষ নজর দেওয়া হচ্ছে। ২০১২-২০১৯ সাল পর্যন্ত চলা ডব্লিউবিএডিএমআইপি প্রকল্পের প্রথম পর্যায়ে বিশ্ব ব্যাঙ্কের দেওয়া ১১০০ কোটি টাকা ঋণে সুন্দরবনে ৬৫০ কিলোমিটার দীর্ঘ সেচ খাল খনন সহ ৩০০০ ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্পের কাজ করা হয়েছে।

দক্ষিণ পূর্ব রেলের নতুন অতিরিক্ত জেনারেল ম্যানেজার হলেন এ কে দুবে

কলকাতা, ১৯ জুন ঃ শ্রী এ কে দুবে ১৭ই জুন, ২০২৩ তারিখে অতিরিক্ত মহাব্যবস্থাপক, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে, গার্ডেন রিচ, কলকাতার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। দক্ষিণ পূর্ব রেলের অতিরিক্ত মহাব্যবস্থাপকের দায়িত্ব নেওয়ার আগে, শ্রী দুবে প্রধান প্রকৌশলী ছিলেন, পূর্ব রেল। শ্রী এ কে দুবে ১৯৮৬ পরীক্ষা ব্যাচের একজন আইআরএসই। শ্রী দুবে বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের (বর্তমানে আইআইটি, বিএইচইউ) ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি থেকে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে স্নাতক এবং পরে এমটেক করেছেন। আইআইটি, দিল্লি থেকে। তিনি ২০০২ সালে গঠিত হওয়ার পর ধানবাদ, মুঘলসরাই, দানাপুর বিভাগ এবং পূর্ব মধ্য রেলওয়েতে বিভিন্ন পদে এবং বিভিন্ন পদে কাজ করেছেন। তার নির্মাণ প্রকল্পের ব্যাপক অভিজ্ঞতা রয়েছে এবং প্রধান প্রকৌশলী হিসাবে প্রায় ১৭০ কিলোমিটার নতুন লাইন এবং দ্বিগুণ কাজ সম্পন্ন করেছেন। , পাটনা এবং মুঙ্গেরে মেগা রেল কাম রোড ব্রিজ চালু করা সহ পূর্ব মধ্য রেলওয়েতে নির্মাণ। শ্রী দুবে ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, বিকানের হিসাবে যোগদানের আগে রেলওয়ে বোর্ডের নির্বাহী পরিচালক সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং (জি) হিসাবেও কাজ করেছেন। শ্রী দুবে খেলাধুলা এবং সামাজিক কল্যাণমূলক কর্মকাণ্ডে গভীর আগ্রহ রাখেন।

একটি আসনে তৃনমূলের একাধিকের নাম

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,জয়নগর, ১৯ জুন ঃ পঞ্চায়েত ভোটের বাকি আর মাএ কয়েকটা দিন।চলছে প্রার্থী প্রত্যাহার। আর এদিকে তৃণমূলের হয়ে নমিনেশন করে দেওয়াল লিখন শুরু হলেও একটি আসনে একাধিক নাম তৃনমূলের। আর তা নিয়ে ইতিমধ্যে সরগরম জয়নগর। তৃণমূলের প্রার্থী তালিকায়,কে হবে তৃণমূলের গ্রামের প্রার্থী সেই বিষয়ে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক মত বিরোধ।জয়নগর বিধানসভার অন্তর্গত জয়নগর ২ নম্বর ব্লকের শাহাজাদাপুর গ্রাম পঞ্চাযেতে ২০২ নম্বর বুথের ঘটনা।তৃণমূলের হয়ে নমিনেশন করে কর্মী সমর্থকদের নিয়ে গ্রামে দেওয়াল লিখন শুরু করে জরিনা গায়েন। পরবর্তীকালে জরিনা গায়েন জানতে পারে ওই গ্রামের তৃণমূলের যৌথ প্রার্থী হয়েছেন বর্ণালী নস্কর ও অপর্ণা বৈদ্য। জরিনা গায়েনের নাম তৃণমূলের তালিকায় নেই, বর্ণালী নস্কর ও অপর্ণা বৈদ্য তাঁরাও গ্রামের মধ্যে দেওয়াল লিখন শুরু করেছে। জরিনা গায়েনের দাবী জয়নগরের বিধায়ক বিশ্বনাথ দাসের নির্দেশে তিনি নমিনেশন করেছেন। গ্রামে একাধিক প্রার্থী হওয়ায় সমস্যায় পড়েছে জরিনা গায়েন। এই বিষয়ে জয়নগরের বিধায়ক বিশ্বনাথ দাস বলেন, বিষয়টি আমার নজরে এসেছে, দলের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে সঠিকভাবে মূল্যায়ন করে গ্রামবাসীরা কোন প্রার্থী চাইছে তাকে আমরা প্রার্থী করবো।এ বিষয়ে বিজেপির জয়নগর সাংগঠনিক জেলার সহ সভাপতি মিন্টু হালদার বলেন, পাঁচ বছর ভাগ করে খাওয়ার জন্য একাধিক প্রার্থীর নাম ঘোষণা করেছে তৃণমূল। আর শেষ পর্যন্ত কে হবে তৃনমূল প্রার্থী এখন সেটাই দেখার।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

২৮ বর্ষ, দৈনিক ২০০ সংখ্যা, মঙ্গলবার, ৪ আষাঢ় ১৪৩০

পশ্চিমবঙ্গ দিবস পালনে 'না'

সম্পাদকীয় ১

বাংলা ভাগ করে পশ্চিমবঙ্গ দিবস পালন করার মধ্যে কোনও যৌতিকতা নেই বলে মনে করছেন ইতিহাসবিদেরা। তারা বলতে শুরু করেছেন যে ইতিহাস থেকে বুঝতে পারা যায় যে স্বাধীনতা লাভের সময় বাংলা ভাগ করার বিপক্ষে ছিলেন বাংলার অধিকাংশ বাসিন্দারা। বাংলার বাসিন্দারা কোনও সময়ে আশা করতে পারেনি যে তাদেরকে জমি ছাড়া হতে হবে। কিন্তু বাংলা ভাগ করে বহু লোককে জমি ছাড়া হতে হয়েছিল। স্বাধীনতার ইতিহাসটা জানা থাকলে কেন বাংলাকে ভাগ করা হল তার কোনও তাৎপর্য খুঁজে পাচ্ছে না আজও বাসিন্দারা। তারা বলতে শুরু করেছে বাংলার সংস্কৃতি এবং কৃষ্টি বাংলা ভাগ করে নষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ দিবস পালন করা মানেই হল বাংলার বাসিন্দাদের মতের বিরুদ্ধে যাওয়া। আজও দুই বাংলার মানুষ একই সঙ্গে বসবাস করতে চায়। ১৯৪৭ সালে ২০ জুন প্রাদেশিক আইনসভায় ভোটাভুটির মাধ্যমে বাংলা ভাগ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছিল। ইতিহাসবিদ হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সুগত বসু মনে করেন এই ভোটাভুটির আগেই দেশ ভাগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছিল। ৩ জুন ১৯৪৭ সালে লর্ড মাউন্টব্যাটেন এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন। দিল্লিতে ক্ষমতা গ্রহণ করতে আগ্রহী নেতারা এই ভাগকে সমর্থন করতে শুরু করে দিয়েছিলেন। প্রথমে বাংলা ভাগের বিরুদ্ধে ছিলেন গান্ধিজি। কিন্তু পরে তাঁর কথাকে একেবারে আমল দেওয়া হয়নি। দেশ ভাগ করে স্বাধীনতা লাভ করার প্রস্তাব মহাত্মা গান্ধি মনে প্রাণে গ্রহণ না করে নিতে পারলেও পরিস্থিতির চাপে তাঁকে চুপ করে থাকতে হয়েছিল। তখন কিন্তু গান্ধির রাজনৈতিক ক্ষমতা হাতে বাইরে চলে গেল। স্বাধীনতা পাওয়ার স্বাদ তখন বৃদ্ধি পেতে থাকলো। বাংলার বিপ্লবীরা এই ভাগ করার স্বাধীনতা বিপক্ষে মত দিতে থাকে। কিন্তু কংগ্রেসী নেতারা তখন ক্ষমতা পাওয়ার লোভে ভারত ভাগ করার ব্যাপারে সিলমোহর বসিয়ে দিল। ইংরেজরা ১৯০৫ সালে বাংলা ভাগ করেছিল। তখন বাংলার ভাগ করে রেহাই পায়নি ইংরেজ সরকার। প্রবল বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন বাংলা গড়ে ওঠার ফলে ১৯১১ সালে বাংলা ভাগ বন্ধ করে দিয়ে দুই বাংলাকে আবার এক করে দিয়েছিল ইংরেজ সরকার। কিন্তু ১৯১১ সালে কলকাতা থেকে রাজধানি দিল্লিতে সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়ে থাকে। স্বদেশি ক্লাব মোহনবাগান ক্লাবের আইএফএ শিল্ড লাভ ইংরেজরা সহ্য করতে পারেনি। এখণ্ড ভারত নির্মাণ করার কথা আবার শুনতে পাওয়া যাচ্ছে। 'ভারত জোড়ো' আন্দোলন দিয়ে তা শুরু হল। সুতরাং এখন ইতিহাসবিদেরা পশিমবঙ্গ দিবস পালন করার কোনও যুক্তি খুঁজে পাচ্ছে না। পশ্চিমবঙ্গ দিবস পালন করা মানেই হল ইংরেজদের সিদ্ধান্তকে গ্রহণ করে নেওয়া। দুই বাংলা যতদিন না এক হচ্ছে ততদিন কিন্তু পশিমবঙ্গ দিবস কারোর পালন করা উচিত নয়। বাংলা ভাগ বাংলার বাসিন্দাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে করা হয়েছে। বংলায়গণভোট গ্রহণ করে কি বাংলা ভাগের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল? এর উত্তর-না।

মানব সভ্যতাকে রক্ষায় পরিবেশ

সম্পাদকীয় ২

পরিবেশ রক্ষাটাও মানবসভ্যতার অঙ্গ বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। মানবসভ্যতা দাঁড়িয়ে রয়েছে পরিবেশের ওপরে নির্ভর করে। সেই পরিবেশটাকে যেভাবে দূষিত করা হচ্ছে তার ফলে আজকে করোনাভাইরাসের আগমন এটাকে একেবারে অস্বীকার করা যায় না। পরিবেশকে সুস্থ রাখতে না পারলে আগামি দিন আর ভয়াবহ হয়ে উঠতে পারে সে ব্যাপারে নিশ্চি হয়ে থাকা যেতে পারে। জি-৮ সম্মেলনে বিশ্বে আট দেশ মিলিত হয়ে বিশ্ব পরিবেশকে বিষাক্ত হওয়ার হাত থেকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে শুরু করতেই আমেরিকার চিৎকার করতে শুরু করে দিয়েছিল। আমেরিকার বৃহৎ শিল্পগুলোই পরিবেশকে সুস্থ এবং স্বাভাবিক রাখতে অক্ষম ছিল। সেখান থেকে যে পরিমাণ কার্বন নির্গত হতে শুরু করেছিল তার ফলে বিশ্বের পরিবেশ একটি কঠিন প্রশ্নের মুখে দাঁড়িয়ে ছিল। শুধু আমেরিকার নয়, পাশাপাশি চিন, রাশিয়ার মতো দেশ এই পরিবেশ রক্ষায় সামিল ছিল না। পরিবেশকে রক্ষা করতে যে ধরনের বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছিল তা অক্ষর অক্ষরে পালন করতে গেলে বহু বৃহৎ শিল্পগুলো বন্ধ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল। বৃহৎ শিল্প কলকারখানা থেকে যে দূষিত রাসায়নিক জল নির্গত হয়ে নদী নালাতে পড়তো সেই সব রাসায়নিক জল নদীর জলের সঙ্গে মিশে বহু মাছের এবং জলজ প্রাণীর মৃত্যু ঘটিয়েছে। সমুদ্রে ডলফিনদের চলাচল বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। গ্রীনল্যাণ্ডের এসকিমোরা বরফের ঘরে বাস করতে অভ্যস্ত। সেখান যথেষ্ট পরিমানে বরফ তৈরি হচ্ছিল না অত্যন্ত উষ্ণতা সেখানকার পরিবেশটকে একেবারে পাল্টে দিয়েছিল। মরুভূমিতে মরু ঝড়ও কমে গিয়েছিল। যে মরু ঝড় দেখতে বহু পর্যটকেরা মরু রিসর্টে এসে উপস্থিত হতো। রাজস্থানে মরু অঞ্চল কমতে শুরু করে দিয়েছে। সেখানে এখন শুধুমাত্র জয়সালমিরে দেখতে পাওয়া যায়। বিশ্ব পরিবেশকে রক্ষা করা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে শুরু করে দিয়েছিল বিশ্বের প্রতিটি রাষ্ট্র। কিন্তু বারবার আমেরিকার নিজেদের ব্যবসায়িক স্বার্থকে বজায় রাখতে এই সব পরিবেশ সম্মেলনে উত্থাপিত প্রস্তাবগুলোর ওপরে ভেটো দিয়ে নাকচ করে দিয়েছিল। শুধু গাছ লাগালেই পবিবেশ সুস্থ এবং স্বাভাবিক অবস্থায় থাকে না। মানুষের মনটাকে মানবিকতায় পরিস্কার করে রাখার প্রয়োজন রয়েছে। মানবিকার প্রকাশ করাটা এখন সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন।

স্বামী বিবেকানন্দের বাণী

স্বামী বিবেকানন্দ বারবার বলতেন যে কোনও সময়ে দেশমাতার বিরূপ কাজ করোনা। যদি দেশ মাতার বিরূপ কাজ করো তাহলে কিন্তু তুমি নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। তোমাকে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। একেবারে নিখোঁজ হয়ে যাবে। নিজের সাধ্যমতো দেশ সেবা করো। দেশের মানুষদের ভালোবাসা দেওয়ার চেষ্টা করো। কোনও সময়ে অহং বোধ প্রকাশ করবে না। সব জানি হবে জ্ঞান প্রকাশ করবে না। সবার মধ্যে কিছু দেওয়ার শক্তি থাকে। সেই শক্তিকে গ্রহণ করতে হবে। সবার শক্তি নিয়ে নিজেকে শক্তিশালী করতে হবে। মা দুর্গা সবার কাছ থেকে শক্তি নিয়ে তিনি শক্তিশালী হয়েছিলেন। আর আজকে ভারতবাসীকে সবার কাছ থেকে শক্তি নিয়ে নিড়জেকে শক্তিশালী করতে হবে।

শৈশবের কলকাতার রথ উৎসব

বিশেষ প্রতিনিধি

কলকাতার রথযাত্রা শুরু হয়েছিল বহুবাজার অঞ্চল থেকে। এর নাম অপভ্রংশ হয়ে বৌবাজার হয়েছে। কিন্তু এর আসল উচ্চারণ হচ্ছে বহুবাজার। এই বহুবাজার অঞ্চলে বহু উড়িশাবাসীরা বসবাস করতো। এখনও বহু উড়িশার লোকেরা এখানে থাকে। গোপী বোস লেনেও রয়েছে। তারাই কলকাতায় প্রথম রথ উৎসব শুরু করে। তবে আর একটি কারণ রয়েছে। অতীতে বহু বনেদি পরিবার উড়িশার পুরীতে বাগান বাড়ি করতো। সেখানে বছরে পাঁচ ছয়বার গিয়ে বসবাস করতো এবং প্রভু জগন্নাথ দেবকে ঘরের গৃহ দেবতা করে নিয়েছিল তারা। ফলে কলকাতায় বহু বনেদি বাড়ি থেকে এখন রথ বের হয়। তখন ইসকন কোথায়? ইসকন তো প্রচারের আলোতে এসেনি। যাকগে সে কথা। কলকাতার ছোটবেলার রথের কথায় ফিরে আসা যাক। বাংলায় চৈতন্যদেব জগন্নাথকে ইষ্টদেবতা করে নিয়ে এসেছিলেন। রথের আগের দিন রাতের বেলায় ভালো করে ঘুম হতো না। তার একটি কারণ রয়েছে। ভোরবেলায় একজন তালপাতার বাঁসি তৈরি করতো মিত্রদের গাড়ি বারন্দার নিচে। ভোরের আলো ফুটতে না ফুটতে সেই তালপাতার বাঁশিওয়ালা তাঁর ঝাকা নিয়ে এসে বসতো গাড়ি বারন্দার নিচে। তখন বাঁশির দাম ছিল এক পয়সা। এক পয়সা জোগার করা খুব কঠিন ছিল। বাড়ির বড়রা এক পয়সা হাতে দিলে সেই পয়সা নিয়ে দে দৌড়। একেবারে বাঁশিওয়ালার কাছে। সেই ধারালো ছুরি দিয়ে তালপাতা কেটে বাঁশি তৈরি করে দিত। সেটাতে ফুঁ দিয়ে বাজানোয় আমাদের খুব আনন্দ ছিল। তখন বাঁশিওয়ালার কাছে ছোটদের বিশাল লাইন পড়ে যেত। ধাক্কাধাক্কিও হতো। কে আগে বাঁশি নেবে তা নিয়ে রীতিমতো কসরৎ হতো বলা যেতে পারে। তখন এই বাঁশিতে ফুঁক দিয়ে আমাদের শৈশবের রথযাত্রা শুরু হতো বলা যেতে পারে। তারপরে রয়েছে রথ সাজানোর পালা। আমাদের বাড়িতে তখন একটি রথ ছিল। জ্যাঠাদের রথ আর কি। কিন্তু রথের দিন আমরা সবাই এক সঙ্গে মিলিত হতাম। সকাল বেলায় রথ সাজানোর জন্য গাছের পাতা চাই। কিন্তু পাতা কী করে সংগ্রহ করা যেতে পারে। আমাদের বাড়ির উল্টো দিকেই ছিল শ্রদ্ধানন্দ পার্ক। সেখান থেকে গাছের ডাল সংগ্রহ করার জন্য তৈরি থাকতে হতো। কিন্তু সেখানে যে মালি থাকতো সে কড়া নজর দিয়ে রাখতো সকাল বেলায় থেকে বাগানকে। সহজ ছিল না গাছের ডাল ভাঙা। তার হাতে ছিল একটি ছোট লাঠি। সেই লাঠি দিয়ে রথের দিন ভোর বেলা থেকে মাঠ পাহারা দিত। বাঞ্ছারামের বাগান আরকি। মালির কড়া দৃষ্টির ফাঁক দিয়ে গাছের ডাল কাটা একেবারে অসম্ভব ছিল। ফলে রাস্তার গাছের ডাল কেটে পথ সাজানো হতো। রাস্তায় বড় বড় গাছ। সেই গাছের ডাল কাটতে বড়দের সাহায্য ছাড়া হতো না। বড়রা মাত্র এই একটা দিন করুণা করে ছোটদের রথ সাজানোর জন্য গাছে উঠে পাতা সহ ডাল কেটে ফেলে দিত রাস্তায়। আমরা রাস্তা থেকে ডালসহ পাতা সংগ্রহ করে বাড়ি নিয়ে চলে আসতাম। সারা দুপুর চোখের পাতায় ঘুম থাকতো না। বহুবাজার অঞ্চলটা খুব বিরাট ছিল। শশীভূণ দে স্ট্রিট থেকে শুরু করে একেবারে এমবি সরকার (বর্তমানে ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া) হয়ে কোলে মার্কেট বরাবর এবং ওদিকে একেবারে বহুবাজারের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত রথ যাত্রার মেলা বসতো। তখন ছিল পুলিশদের হ্যাফপ্যান্ট। পুলিশ দেখলেই ভয় পেতো লোকেরা। এত বড় মেলাটাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পুলিশকে হিমসিম খেতে হতো। মেলাতে বহু জিনিপত্র বিক্রি হতো। বেতের চুপড়ি থেকে শুরু করে কাঠের খেলনা, মাটির খেলনাসহ আবসহ অনেক কিছু। বাড়ির মেয়েরা বেশি ভিড় করতো। তারা সংসারের জিনিস কিনে নিয়ে আসতো। ছুরি কাঁচি, নারকেল কুরানি, কুলো, বঁটি সহ আরও অনেক কিছু। আমরা একটি খেলনা পেলে যথেষ্ট মনে করতাম। তবে একটা জিনিস ছিল সেটা না হলে রথ যাত্রা একেবারে নিরস বলে মনে হতো। তখন রাস্তায় রাস্তায় অজস্র জেলে ভাজা এবং পাঁপড়ের দোকান বসতো। বিক্রিও হতো তেমনি। পাড়ার ছেলেরা সকাল বেলা থেকে রাস্তায় হাতা খুনতি নিয়ে বসে যেতো। তৈরি করা হতো ইট আর মাটি দিয়ে অস্থায়ী উনুন। সেই উনুনে তেলের কড়া চাপিয়ে বেগুনি, পিয়াজি ভাজা হতো। ভাজা হচ্ছে আর নিমেষের মধ্যে তা শেষ হয়ে যাচ্ছে। তেলেভাজা রথের দিন খেতে গেলে আপনাকে প্রায় আধ ঘণ্টার মতো অপেক্ষা করে থাকতে হবে। বেগুনি, পিঁয়াজি, আলুর চপ এর চাহিদা বিশাল। তার পরে রয়েছে পাঁপর। পাড়ার ছেলেরা রাস্তায় দোকান খুলে বসে পড়েছে। সেখানে পাঁপড় ভাজা হচ্ছে। আর কিনে খাওয়া হচ্ছে। জেলেভাজা আর পাঁপড় না খেলে রথের মেলাটা ঠিক জমে না। আমেজ ঠিক আসে না। শশীভূষণ দে স্ট্রিটে একটি উৎকলবাসীদের একটি প্রাচীন রথ আছে। সেই রথ কবে থেকে শুরু হয়েছিল তা কেউই বলতে পারে না। তারপরে রয়েছে নীলমণি দে'র বাড়ির রথ। সেই রথ দেখতে তাদের আত্মীয়রা এসে উপস্থিত হতো তাদের ঠাকুর বাড়িতে। পঞ্চাননতলায় রয়েছে শীলেদের বাড়ি। সেই বাড়ি থেকে এখনও রথ বের হয়। এই বাড়ির একতলায় একটি ঘরে ভাড়া নিয়ে বাস করতেন বিদ্যাসাগর মহাশয়। রয়েছে ল্যাম্পপোস্ট। সেই ল্যাম্পপোস্টতে গ্যাসের আলোতে পড়াশুনা করতেন তিনি। সেই ল্যাম্পপোস্ট এখনও রয়েছে। মল্লিকদের রথ বের হয়। শশীভূষণ দে স্ট্রিট এর প্রতিটি বাড়ি থেকে রথ বের হয়। হিদারাম ব্যানার্জি লেন থেকেও প্রতিটি বাড়ি থেকে রথ বের হয় এখনও। রথে একেবারে বহুবাজার জমজমাট বলা যেতে পারে। ছেলে বুড়ো থেকে শুরু করে সবাই খুশিতে টগবগ করে ফুটছে। বাড়ির মেয়েরা বড় ধরনের নাকে নথ পরে রথের সঙ্গে চলেছে পায়ে হেঁটে। কেউ আবার খালি পায়ে চলেছে। নতুন শাড়ি পরে বৌয়েরা রয়েছে রথের সঙ্গে। রশি ধরে টানছে। ছেলেরা রয়েছে নতুন ধুতি পরে। আর বাড়ির বড়রা রয়েছে একেবারে রথের পেছনে পেছনে। প্রায় বেশির ভাগ লোকের পায়ে কোনও জুতো নেই। খালি পায়ে করে রথ টেনে নিয়ে চলেছে। সামনে বাজছে খোল করতাল। সবাই কিন্তু এক সঙ্গে রথের রশিতে টান লাগিয়ে প্রভু জগন্নাথকে সোজা পথ ধরে এগিয়ে নিয়ে চলে। দূর থেকে আবার সংকীর্তনও শুনতে পাওয়া গেল- 'হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।' বলো 'জগন্নাথ মাইকি। জয়।'

দার্শনিক দেশকোত্তম অম্লান দত্ত

রবীন্দ্রকুমার শীল

গণতন্ত্রের সঙ্গে মানুষের পরিচয় করিয়ে দেওয়ার দায়িত্বটা গ্রহণ করেছিলেন বিশ্বভারতীর প্রাক্তন উপাচার্য দেশকোত্তম অধ্যাপক ডক্টর অম্লান দত্ত। এর আগে তিনি উত্তর বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ছিলেন। এর সময়ে মধ্যেই তিনি লিখে ফেলেছিলেন গণতন্ত্রের বিষয়ে সুচিন্তিত তাঁর মতামত দিয়ে একটি গ্রন্থ 'ফর ডেমোক্রাসি'(১৯৫৩)। বইটি নিয়ে আজও পাঠক মহলে বেশ আলোড়ন ফেলে। যেমন আলোড়ন ফেলেছিল বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী আলবার্ট আইনস্টাইনের মনে। এই বইটি বিজ্ঞানী আইনস্টাইনের মনে রেখাপাত করে দিয়েছিল। চিন কোরিয়া ভিয়েতনাম এবং পূর্ব ইউরোপ যখন কমিউনিস্ট চিন্তা নিয়ে চর্চা করতে শুরু করে দিয়েছে এবং বাংলার বুদ্ধিজীবী মহল যখন সমাজতন্ত্রকে মুক্তির একমাত্র উপায় বলে জানার চেষ্টা করছে ঠিক তখনই এই প্রবল স্রোতের বিপরীত মুখে উপস্থিত হয়ে গণতন্ত্রের পক্ষে সাওয়াল করতে শুরু করলেন অম্লান দত্ত। স্বদেশে বইটি সাড়া ফেলল না বটে। কিন্তু আমেরিকার মতো দেশে তা যথেষ্ট সমাদর পেল। বিশ্বের সর্বকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মেধা আলবার্ট আইনস্টাইন বইটি পড়ে একেবারে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি এই বই নিয়ে একটি চিটি লিখেছিলেন লেখক অম্লান দত্তকে। চিঠিটির শুরু হচ্ছে-''I receive many books every day. Yours was one of them. As I went through it I was impressed right away. Your terse style of writing reminds me of Shkespeare's veni vedi vici. I have read the first half of your book with pleasure and agreement. It takes more time to read than one would expect from its size..''। আইনস্টাইন জানিয়েছিলেন যে এই বইটির পরবর্তী সংস্করণের সময়ে তিনি ভূমিকা লিখে দেবেন। বইচি বহু প্রচারিত হওয়ার খুবই প্রয়োজন রয়েছে। তারপরে অম্লানবাবুকে আমন্ত্রণ জানান তাঁর বাসভবনে। অম্লানবাবু আইস্টাইনের আমন্ত্রণ গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু তিনি মহাবিজ্ঞানীর সময় নষ্ট করাটা তাঁর কাছে সমাজের ক্ষতি বলে মনে হয়েছিল। সেই কারণে তিনি বইটির ভূমিকা লিখে দেওয়ার কোনও কথা উত্থাপন করতে পারেননি আইনস্টাইনের কাছে। বিষয়টা এড়িয়ে গিয়েছিলেন অম্লান দত্ত। একটি বই এর ভূমিকা লিখতে গেলে বহু সময় ব্যয় হয়ে যাবে মহাবিজ্ঞানীর এই চিন্তাটি মাথায় রেখে দিয়েছিলেন অম্লান দত্ত। সেই কারণে তিনি বিষয়টি এড়িয়ে গিয়েছিলেন। প্রবলভাবে গণতন্ত্রের পুজারি ছিলেন অম্লান দত্ত। গণতন্ত্রের রূপ কী রকম হওয়া উচিত তার বিশদে ব্যাখ্যা করেছেন এই বইটিতে। ভারতের প্রত্যেক রাজনৈতিক দলের কর্মী সম্মেলনে এই বইটি নিয়ে চর্চা করা উচিত। আজকে ভারতে গণতন্ত্র যে অবস্থায় গিয়ে পৌঁছেছে সেই গণতন্ত্র একচেটিয়া গণতন্ত্রে পরিণত হয়েছে। গণতন্ত্রের খোলসটা রয়েছে। কিন্তু তার মধ্যে গণতন্ত্রের কোনও প্রাণ নেই। সেই কারণে তিনি গণতন্ত্রকে রক্ষা করতে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত সংগ্রাম করতে প্রস্তুত ছিলেন। তিনি লিখছেন, ''The definition of Democracy as the rule of majority is wrong as well as dangerous.'' এটাই আজকে সারা বিশ্বে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে এখন। এই চিন্তার প্রকাশ ঘটে গিয়েছিল ১৯৫৩ সালে অর্থনীতির অধ্যাপক অম্লান দত্তের মনে। জাপান রাশিয়ার অর্থিক উন্নয়ন নিয়ে বই লিখেছেন যা পরবর্তীকালে ছাত্রদের কাছে রেফারেন্স বই হিসাবে গৃহীত হয়েছিল। সোভিয়েত অর্থনীতিবিদ মরিস ডবের সঙ্গে তাঁর তাত্ত্বিক তর্কবির্তক পণ্ডিত মহলে বিস্তার লাভ করে। কিন্তু তারপর থেকেই তিনি অর্থনীতির জগত থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে আসার চেষ্টা করতে থাকেন। জীবনে কী করবেন তাঁর পথটা খুঁজে পেলেন নিজের মতো করে বাঁচার ইচ্ছা থেকে। আর এখানেই অম্লান দত্তের জীবনের বিশেষত্ব। নির্লোভ, নিরাসক্ত এবং জীবনপ্রেমিক। তিনি জীবনকে ভালোবাসতে শুরু করলেন যা রবীন্দ্রনাথ আগেই তাঁর 'আমি' কবিতার প্রকাশ করে গিয়েছিলেন। সেই রাবীন্দ্রিক তত্ত্বকে জীবনে গ্রহণ করতে শুরু করলেন। সত্তরের দশকে উত্তাল কলকাতা। ট্রামে করে চলেছেন অম্লান দত্ত। ব্যক্তি হত্যা তখন একটি রাজনৈতিক ঘোষিত নীতি। সেই শক্তির চোখে অম্লান দত্ত একজন ঘোষিত শত্রু। রাস্তা আটকালো হাতে মশাল নিয়ে একদল উগ্র যুবক। ট্রাম পোড়াবে তারা। যাত্রীরা আতঙ্কিত হয়ে রাস্তায় নেমে পড়ে প্রাণ বাঁচাতে ছুটে পালাতে লাগলো। তিনি ট্রাম থেকে পালালেন না। বসে থাকলেন নিজের সিটে। যুবকেরা বলল, শীঘ্রই নামুন। ট্রামটা পুড়িয়ে দেবো। তিনি নির্বিকার মুখে বললেন, আমি চালিগঞ্জ যাবো বলেই টিকিট কেটেছি। তোমরা কী করবে তা আমি জানি না। আমি টালিগঞ্জ না আসলে ট্রাম থেকে নামবো না। তোমরা এমন কিছু প্রশংসার কাজ করছো না যে তার সঙ্গে আমাকে সহযোগিতা করতে হবে। অম্লান দত্তের অবিচল সিদ্ধান্ত সেই সময়ে ট্রামটি রক্ষা পেয়েছিল। জনগণের সম্পত্তিকে রক্ষা করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিলেন তিনি। এর একটি ঘটনার কথা মনে পড়ে যাচ্ছে। দেশে তখন জরুরী অবস্থা ঘোষিত হয়েছে। দিল্লির বিজ্ঞান ভবনে দেশের প্রায় সব উপচার্যরা উপস্থিত হয়েছেন। জরুরী অবস্থার পক্ষে তাঁদের সিলমোহর দিতে হবে। সভায় পৌরহিত্য করছেন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধি। সেই সভায় প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধি বললেন যে অম্লান দত্ত কী বলছেন তা শোনা যেতে পারে। অম্লানবাবু বেশ শান্তভবে বলেছিলেন, ''কিছুদিন আগে আমাদের দেশের সংবিধানে একটা গুরুত্বপূর্ণ সংশোধন এনে কিছু মৌলিক অধিকার সামরিকভাবে রদ করা হয়েছে। এর আগেও সংবিধান সংশোধন হয়েছে এবং এবারের মতো প্রতিবারই বলা হয়েছে জনস্বার্থে তা করা হল। কিন্তু যতই জনস্বার্থের কথা বলা হোক না কেন, সব সময়েই তার পক্ষে ও বিপক্ষে নানা মত শোনা গিছে। কিন্তু এই যে এবারের সংশোধনের বিপক্ষে একটি মতও শোনা গেল না। আমার আগে যে সাত আটজন উপাচার্য বক্তব্য রাখলেন প্রত্যেকেই এর অকুণ্ঠ প্রশংসা করলেন। তার মানে কি এর বিরদ্ধে কিছুই বলার নেই? বিশ্ববিদ্যালয়কে বলা হয় মুক্তচিন্তার দুর্গ। সেই দুর্গাধিপতিরাই যদি এত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েন তাতেই তা বোঝা যায় এ ব্যবস্থা কতটা ভয়ঙ্কর।'' এই কথার শোনার পর নিস্তব্ধতা নেমে এসেছিল গোটা সভায়। একটু পরেই সভাকক্ষ ত্যাগ করেন বিব্রত প্রধানমন্ত্রী।

বিশ্বভারতীর উপাচার্যের পত অতি লোভনীয় এবং মর্যাদাপূর্ণ। এই পদ থেকে সহজেই কেউ বলতে ছেড়ে চলে যান না। প্রায় পুরো মেযাদ পর্যন্ত কাজ করেন সবাই। কিন্তু বিশ্বভারতীয় উপাচার্য থাকার সময়ে তাঁর সঙ্গে মতের অমিল হয়েছিল উধ্ববর্তন প্রশাসনিক কর্তার। ফলে তিনি উপাচার্যের পদ থেকে নিজেকে সরিয়ে ফেলেছিলেন পদত্যাগপত্র দাখিল করে। উপাচার্যের ঘর থেকে বের হয়ে এসে একটি সাইকেল রিকশা ভাড়া করে বোলপুর স্টেশনে এসে উপস্থিত হন। তখন তাঁর কাছে কলকাতায় ফেরার আগাম ট্রেনের টিকিট কাটা ছিল না। টিকিট কাউন্টারে গিয়ে একটি দ্বিতীয় শ্রেণির টিকিট কেটে কলকাতার দিকে রওনা হলেন। বিশ্ব ভারতীর কর্মীরা সেই সময়ে রেল স্টেশনে উপস্থিত থাকলে তাদের কাছ থেকে কোনও সহযোগিতা গ্রহণ করেননি। শুধু মাত্র বোলপুর স্টেশন থেকে রেল ছাড়ার আগে একটি নমস্কার করে কর্মীদেরকে সম্মান দিয়েছিলেন। যেহেতু তিনি তখন আর উপাচার্য নন সেই কারণে তিনি আর উপাাচর্যের কোনও কোনও সুবিধা গ্রহণ করতে নারাজ। এটা অম্লান দত্তই পারেন। তাঁর ব্যক্তি স্বতন্ত্রতা, সাহসী আচরণ, নীতিবোধ এ সব আমাদের কাছে উদাহরণ হিসাবে উপস্থিত হয়ে থাকলো। তারপরে শান্তিনিকেতনে বহুবার এসেছেন। গাড়িতে চড়তে তাঁকে দেখা যায়নি। খদ্দরের পাঞ্জাবি এবং জাপানী কায়দায় পায়জামা পরে তিনি ঘুরে বেড়াতেন। সব সময় তিনি পায়ে হেঁটে চলাফেরা করতেন। এই অসাধারণ ব্যক্তির সঙ্গে আমার একবার পরিচয় ঘটেছিল সল্টলেকে একটি গণতান্ত্রিক সভা মঞ্চে। কেন দেশে জনগণের মতকে গ্রহণ করে প্রশাসন পরিচালনা করা উচিত তার তিনি ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন। তিনি তাঁর বই 'For Democracy' লিখছেন,''If freedom of thought were merely a luxury for the intellectual elite, if by showing democracy the door we could bring in prosperity, how much of attention paid of these ideals would have been place! Democracy is not just a political system; it is way of life. The greatest enemy of the democratic way of life is fanaticism. Fanatics are rarely guilty of lack of idealism; what they lack is tolerance.'' আজকে সবচেয়ে বড় দুখ এই সব মহান গণতান্ত্রিক প্রেমীদের কাছ থেকে কিছুই গ্রহণ করতে পারলাম না। বা কেউ তাকে গ্রহণ করতে পথ তৈরি করে দিল না। শুধুই উদাহরণ হয়ে থাকলো। অম্লান দত্ত জন্ম গ্রহণ করেছিলেন ১৯২৪ সালে ১৭ জুন। ১৯৮২ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'কমলা লেকচার' দিয়েছিলেন। ১৯৯৯ সালে 'বিদ্যাসাগর পুরস্কার' লাভ করেন। অম্লান দত্তের একটি তথ্য চিত্র দেখানো হয়েছিল আইসিসিআর এর প্রেক্ষাগৃহে। সেই নিজের তথ্যটিত্রটি দেখতে এসেছিলেন অম্লান দত্ত। সেখানে উপস্থিত থাকার কোনও খবর ছিল না রাজ্যপাল গোপালকৃষ্ণ গান্ধির। কিন্তু অন্য কাজে খুবই ব্যস্ত ছিলেন। কোনও একটি সূত্র থেকে তিনি খবর পেলেন যে আইসিসিআরে চিন্তাবিদ অম্লান দত্তের তথ্যটিত্রটি দেখানো হচ্ছে। গাড়ির মুখ ঘুরিয়ে রাজ্যপাল গোপাল কৃষ্ণ গান্ধি উপস্থিত হলেন তথ্যচিত্রটি দেখতে। এই উজ্জ্বল মানুষটিকে বাংলার একটি অংশ কেন গ্রহণ করে নিতে পারলো না তা কিন্তু চর্চার বিষয় হয়ে থাকলো। সমাজতন্ত্র থেকে নিজেকে বের করে নিয়ে এসে গণতন্ত্রের পুজারি হয়ে গিয়েছিলেন বলেই কি তাঁকে সমাজতাত্ত্বিকরা মনে প্রাণে গ্রহণ করে নিতে পারেননি। নাকি এর পিছনে অন্য কোনও রহস্য ছিল। তিনি 'কোয়েস্ট' পত্রিকার যুগ্ম সম্পাদক ছিলেন। এই পত্রিকার আর একজন সম্পাদক ছিলেন আবু সৈয়দ আয়ুব। প্রায় সময়ে বলতে শোনা যায় এই পত্রিকাটি নাকি 'সিআইএ' দ্বারা সংগঠিত। তার জন্যই কি তাঁকে বর্জন করতে শুরু করেছিলেন তাঁর বিপরীত ধর্মী চিন্তাবিদরা। প্রশ্নটা এখনও থাকলো। ভবিষ্যত নিশ্চয় এর উত্তর দেবে।

হেরিটেজ বহুবাজারের বেণু ঠাকুর বাড়ি

কলকাতার বৌবাজার এলাকায় হিদারাম ব্যানার্জি লেনে অবস্থিত বেণু ঠাকুরবাড়ি। এখানে দুর্গা পুজো শুরু হয়েছিল ১৮৮৬ সালে। এই দুর্গা প্রতিমার দশটি হাত নেই। মাত্র দুটি হাত রয়েছে। শিবের কোলে বসে আছেন মা দুর্গা। দত্ত বাড়ির ঠাকুর শিব দুর্গা নামে পরিচিত। এখানকার চালচিত্রে দেবী দুর্গা অন্নপূর্ণার ছবি দেখতে পাওয়া যায়। দেবী সব সময়ে মা অন্নপূর্ণা রূপে এই বাড়িতে উপস্থিত হতেন বলে জানতে পারা গিয়েছে। বহু বছর ধরে এই বাড়ির পুজোর সময়ে অন্ন বিতরণ করা হতো। কিন্তু এখন হয় সেটা কিন্তু সামান্য মাত্র। পুজোকে সঠিকভাবে দুর্মূল্যের বাজারে রক্ষা করা যায় হচ্ছে বলে সংসারের বর্তমান কর্তা মন্তব্য করেন। তিনি বলেন, পুজোর সময়ে মায়ের আরাধনা করতে কোনও অসুবিধা হয় না। মা'ই সব কিছু জোগান দিয়ে থাকেন। তিনি তো সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণা। মা লক্ষনী। এই বাড়িতে মা লক্ষনীর সঙ্গে মা দুর্গাও পুজিত হন। প্রতিষ্ঠিত মা লক্ষনী আছেন। তাঁর নিত্য পুজো রয়েছে। রয়েছে বিশাল বড় ঠাকুর দালান। সকলে বলে এই বাড়ির নাম হচ্ছে বেণু বাড়ি। বেণু বাড়ি কেন নাম হয়েছিল তার ইতিহাস বলা একেবারে অসম্ভব বলে মনে করতে শুরু করে দিয়েছেন পরিবারের প্রবীন সদস্য। তিনি বলেন, অতীতে ইস্ট ইণ্ডিয়ার কোম্পানির সঙ্গে ব্যবসা করে দত্ত পরিবারের কর্তা। প্রচুর ধনদৌলত করেন। তার ফলে এক সময়ে মা দুর্গা স্বয়ং দরজায় এসে উপস্থিত হয়ে অন্ন ভিক্ষা করছিলেন। তিনি অন্ন পেলেও পরে স্বপ্ন দেন বাড়ির কর্তাকে। তাঁর পুজো বাড়িতে করার আদেশ দেন স্বপ্নে। তারপর থেকে সেই স্বপ্নানুসারে দেবী প্রতিমা তৈরি করে দেবী পুজো আয়োজন করা শুরু হয়েছে। বৌবাজার অঞ্চলটা হচ্ছে বনেদি পরিবারের বসবাস। এখানে আর একটি প্রাচীন পুজো রয়েছে। নটবর দত্তের বাড়িতে। সেখানে সোনার দুর্গা প্রতিমা। পুজোর সময়ে এই প্রতিমাকে প্রতিষ্ঠা করা হয়। তারপর পুজো শেষ হলে সেই প্রতিমাকে আবার লোহার সিন্দুকে তুলে রাখা হয়।

মুর্শিদাবাদের ফারাক্কায় বোমা ফেটে বিস্ফোরণ, জখম ৫ শিশু

দুরন্ত বার্তা, মুর্শিদাবাদ, ১৯ জুন ঃ মুর্শিদাবাদের ফরাক্কায় উত্তর ইমাম নগরের মাঠপাড়া কেঁপে উঠল বোমা বিস্ফোরণে। ঘটনাটি ঘটেছে সোমবার। বিস্ফোরণে জখম হল ৫ শিশু। জখম প্রত্যেকের বয়স ৭ থেকে ১১ বছরের মধ্যে। জখম হয়েছে আরিয়ান শেখ (৮), দাউদ শেখ (১০), আসাদুল শেখ (৭), সুভান শেখ (১১), ইমরান শেখ (৯)। জখম আসাদুলকে রেফার করা হয়েছে জঙ্গিপুর মহকুমা হাসপাতালে। প্রত্যেকেই প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র। সোমবার ফরাক্কার উত্তর ইমাম নগরের মাঠপাড়ায় পড়েছিল বোমাগুলি। বল ভেবে তা নিয়ে খেলতে যায় শিশুরা। সেই সময় বিস্ফোরণ হয়। বিস্ফোরণে জখম হয় তারা। তাদের চিৎকার শুনে পরিবারের লোকজন সেখানে ছুটে আসেন। তাদের বেনিয়াগ্রাম প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়। একজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাকে জঙ্গিপুর মহকুমা হাসপাতালে রেফার করা হয়েছে। এখনও ঘটনায় কাউকে গ্রেফতার করা যায়নি। ঘটনার তদন্ত চলছে।

পাহাড়ি মাতার বাৎসরিক পুজোর সূচনা করলেন সিকিমের মুখ্যমন্ত্রী প্রেম সিং গোলে

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ১৯ জুন ঃ ফাঁসিদেওয়ার হরি মন্দিরে পাহাড়ি

মাতার বাৎসরিক পুজোর সূচনা করলেন সিকিমের মুখ্যমন্ত্রী প্রেম সিং গোলে। ২৮ তারিখ পর্যন্ত চলবে এই পুজো। সোমবার সকালে সিকিমের মুখ্যমন্ত্রী প্রেম সিং গোলে ফাঁসিদেওয়া ব্লকের অন্তর্গত লিউসিপাকরি এলাকায় অবস্থিত হরি মন্দিরে আয়োজিত পাহাড়ি মাতার ১০ দিনব্যাপী চলা পুজোর সূচনা করেন। তিনি নিজে পুজো দিয়ে এই বাৎসরিক পুজোর সূচনা করলেন। আজ থেকে এই পুজো শুরু হল চলবে ২৮ জুন পর্যন্ত। জানা গিয়েছে, প্রতিবছর সিকিমের মুখ্যমন্ত্রী এই মন্দিরে পাহাড়ি মাতার পুজো করেন। একইভাবে এবছরও তিনি পুজো সারলেন। পাহাড়ি মাতার পুজো উপলক্ষ্যে মন্দিরে নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে মন্দির কর্তৃপক্ষ।

ভারতবর্ষের রাজধানী দিল্লি এবং বিহারে মালদার আমের ব্যাপক চাহিদা

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১৯ জুন ঃ ভারতবর্ষের রাজধানী দিল্লি এবং বিহারে মালদার আমের ব্যাপক চাহিদা। এই ব্যাপক চাহিদা থাকা সত্ত্বেও এবছর আমের ফলন বেশি হওয়ায় এখনও পর্যন্ত তেমনভাবে লাভবান হননি জেলার আম চাষীরা। তাই বেশি পরিমাণ আম জেলার বাইরে রপ্তানি করার চিন্তা ভাবনা মালদা

ম্যাংগো মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের। এই বিষয়ে সংগঠনের সভাপতি উজ্জল সাহা সোমবার মালদা শহরের এন এস রোড এলাকায় সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে জানান, এবছর প্রচুর ফলন হয়েছে আমের। ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। কিন্তু বেশি ফলন হওয়ার কারণে এখনো পর্যন্ত লাভের মুখ দেখতে পাননি চাষীরা। তাই আমরা বেশি পরিমাণে আম জেলার বাইরে রপ্তানি করার চিন্তাভাবনা নিয়েছি। ইতিমধ্যে দিল্লি এবং বিহারে মালদা আমের ব্যাপক চাহিদা লক্ষ্য করা গেছে। আমরা প্রতিদিন মালদা থেকে দিল্লি এবং বিহারে ৪০ লরি করে আম পাঠানো হচ্ছে। তার পাশাপাশি উত্তরপূর্ব ভারতের জেলা গুলিতেও মালদার আম রপ্তানি করার চেষ্টা হচ্ছে যাতে জেলার চাষীরা লাভের মুখ দেখতে পান। এই বছর আম চাষের খরচ পাচ্ছে না আম ব্যবসায়ী বন্ধুরা। অন্যদিকে এই বিষয়ে জেলা উদ্যান পালন আধিকারিক সামন্ত লায়েক জানান, এবছর মালদা জেলায় আমের প্রচুর পরিমাণে ফলন হয়েছে। লরি লরি আম জেলার বাইরে যাচ্ছে। তবে সব থেকে বেশি বিহারে যাচ্ছে মালদার আম। বিহারের পাশাপাশি দিল্লিতেও মালদার আমের চাহিদা রয়েছে। সেই সঙ্গে উত্তর- পূর্ব ভারতের আসাম, মেঘালয়েও পাঠানো হচ্ছে মালদার আম।

মিড ডে মিলের সামগ্রী কম, স্কুলে বিক্ষোভ

দুরন্ত বার্তা, রামপুরহাট, ১৯ জুন ঃ বরাদ্দের থেকে কম পরিমাণে চাল, ডাল, সবজি দিয়ে মিড-ডে মিলের রান্না করার অভিযোগ উঠলো এক প্রাথমিক স্কুলে। পরিমাণ মতো খাবার পাচ্ছে না প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পড়ুয়ারা, এমন অভিযোগ তুলে বিক্ষোভ দেখান অভিভাবকেরা। এমনকি প্রতিবাদে সোমবার স্কুলের প্রধান শিক্ষককে ঘিরে রেখে বিক্ষোভ দেখান অভিভাবকরা। ঘটনাটি বীরভূমের মুরারই থানার বালিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ একশো জন পড়ুয়ার জন্য মাত্র দু'কেজি আলু, সামান্য কুমড়ো ও পুঁইশাক দিয়ে রান্না করা হচ্ছে পুষ্টিকর খবর। প্রয়োজনের তুলনায় কম পরিমাণ সবজি দিয়ে রান্না করার ফলে দুপুরে পেটপুরে খেতে পে না পড়ুয়ারা। বাড়ির ছেলেমেয়ের কাছ থেকে এমনই অভিযোগ পেয়ে এদিন বিষয়টি স্কুলের প্রধান শিক্ষককে জানাতে অভিভাবকরা। কিন্তু প্রধান শিক্ষক অভিভাবকদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেন বলে অভিযোগ। এই নিয়ে স্কুলে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। এদিকে মিড-ডে মিলের রান্নার দায়িত্বে থাকা মহিলারা কম সামগ্রী দিয়ে রান্না করার বিষয়টি স্বীকার করে নেন। ফলে উত্তেজনা বাড়ে। অভিভাবকরা বলেন, একশো জন পড়ুয়ার জন্য মাত্র দুই কেজি আলু দেওয়া হয়েছে। চালের পরিমাণও কম। এই নিয়ে আমরা অভিযোগ জানতে গেলে প্রধান শিক্ষক দুর্ব্যবহার করেন। যদিও স্কুলের প্রধান শিক্ষক প্রভাত সিংহ অভিভাবকদের সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। তিনি বলেন, আমি চেষ্টা করি ক্ষুদে পড়ুয়াদের পুষ্টিকর খাবার দেওয়ার। প্রয়োজন অভিভাবকরা পর্যায়ক্রমে স্কুলে এসে দেখে যেতে পারেন। প্রধান শিক্ষকের আশ্বাস পেয়ে ফিরে যান অভিভাবকরা।

মালদায় বিজেপি প্রার্থী নিমাই সিংহের ভাইকে অপহরণ করার অভিযোগ তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১৯ জুন ঃ মালদায় বিজেপি প্রার্থীকে না পেয়ে তার ভাইকে অপহরন। মালদার ইংরেজবাজার পঞ্চায়েত সমিতির বিজেপির প্রার্থী নিমাই সিংহের ভাই প্রসেনজিত সিংহকে অপহরণ করার অভিযোগ তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে। অপহরণের অভিযোগ বিজেপির। ৭২ ঘন্টা পার হয়ে গেলেও এখনো নিখোঁজ বিজেপি কর্মী। ঘটনার প্রতিবাদে যুব মোর্চার ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়ক অবরোধ। তৃণমুলের দাবি বিজেপি আগাম হেরে যাবে তাই কাঁদুনি গাইছে। ঘটনায় অভিযোগ দায়ের ইংরেজবাজার থানায়। ইংরেজবাজার থানার মহারাজপুর এলাকায় বিজেপি প্রার্থী নিমাই সিংহের বাড়ি। তার বাড়িতে চড়াও হয় দুষ্কৃতীরা বলে অভিযোগ। নিমাই সিংহকে না পেয়ে তার ভাই প্রসেনজিত সিংহকে অপহরণ করা হয় বলে অভিযোগ। বাড়ির থেকে একটু দুরে এলাকাবাসীদের সাথে গল্প করছিলেন প্রসেনজিত। সেই সময় চার চাকার একটি গাড়ি আসে। তাতে কয়েকজন দুষ্কৃতি প্রসেনজিত সিংহকে জোরপূর্বক অপহরণ করে। ইংরেজবাজার থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছে পরিবার। এদিকে অভিযুক্তকে গ্রেফতারের দাবিতে ও অপহরনকারীকে মুক্তির দাবিতে ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করে যুব মোর্চা কর্মী সর্মথকেরা। জেলা পুলিশ সুপার প্রদীপ কুমার যাদব জানিয়েছেন, প্রসেনজিত সিংহর খোঁজ পাওয়া গেছে। তিনি মোথাবাড়ি থানা এলাকায় শ্বশুরবাড়িতে ছিলেন। প্রসেনজিত সিংহ একটি অভিযোগ দায়ের করেছেন তাকে অপরিচিত এক ব্যক্তি গাড়িতে উঠতে বলে, পরে তাকে বাঁধা পুকুর এলাকায় নামিয়ে দেয় অজ্ঞাত পরিচয় ওই ব্যক্তি। অপহরণের একটি মামলা রুজু হয়েছে। প্রসেনজিত পুলিশকে জানিয়েছেন ওই ব্যক্তিকে তিনি চেনেন না পুলিশ পুরো বিষয়টা খতিয়ে দেখছে। দক্ষিন মালদা বিজেপির সাংগঠনিক জেলার সাধারন সম্পাদক অম্লান ভাদুড়ি বলেন, খুন সন্ত্রাস অপহরন যদি হবে রাজ্য সরকারের ভোটের কি প্রয়োজন। ব্যবস্থা না এর বিহিত দেখে ছাড়বো। যদিও এই ঘটনায় তৃণমূলের জোগ অস্বীকার করেছে শাসক শিবির। তৃণমুলের জেলার সহ সভাপতি শুভময় বসু বলেন, পশ্চিমবঙ্গের দু একটি জায়গা বাদে সব জায়গায় শান্তিপূর্ণভাবে মনোনয়ন দাখিল করেছে। বিজেপি আগাম হেরে যাবে বলে যে কাঁদুনি গাইছে বিজেপি প্রার্থীর ভাই কোথায় বাইরে গিয়ে থাকে এটা নিয়ে নাটক সৃষ্টি করতে চাইছে বিজেপি। তৃণমূল এইসব ব্যাপারে কোনদিনই জড়িত ছিল না থাকবে না। প্রশাসনকে বলা হয়েছে অবিলম্বে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে। এরা সর্বৈব মিথ্যা কথা বলছে। বিজেপি আগাম হেরে যাবে বলে কাঁদুনি গাইছে।

নদীর বাঁধ ভেঙ্গে হু হু করে জল ঢুকছে গ্রামে, প্লাবিত চরঝাউকুটির বিস্তীর্ণ এলাকা

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ১৯ জুন ঃ ঝাউকুটি এলাকায় কালজানি নদীর পার বাঁধ ভেঙে হু হু করে ঢুকছে জল। প্লাবিত চরঝাউকুটির বিস্তীর্ণ এলাকা। গত কয়েক দিনের প্রবল বর্ষণে কালজানি নদীর জলস্তর বৃদ্ধি পেয়ে ঝাউকুটি এলাকার কালজানি নদীর পার বাঁধটি ভেঙ্গে যায়। স্থানীয়রা জানান গত প্রায় ৫ থেকে ৬ বছর ধরে কালজানি নদীর ভাঙনে দিশেহারা হয়ে পড়েছেন গ্রামের বাসিন্দারা। এলাকার প্রায় ৯৫ শতাংশ লোকই চাষবাস করে খেটে খাওয়া মানুষ। সামান্য জমিতে চাষাবাদ করে চলে সংসার। এমতা অবস্থায় কালজানি নদীর ভয়াবহ আক্রমণে ভিটেমাটি হারিয়ে অনেকে পাড়ি জমিয়েছেন অন্যত্র। ইতিমধ্যে বিঘা বিঘা জমি গিলে নিয়েছে কালজানি নদী। স্থানীয়দের অভিযোগ ভোটের সময় নেতা-মন্ত্রীরা আশ্বাস দিয়ে আসে কিন্তু ভোট পেরিয়ে গেলে আর তাদের দেখতে পাওয়া যায় না। যাদের ভোটে বিধায়ক হন, মন্ত্রী হন অথচ তাদের খোঁজ নিতে আসেন না তারা কোনদিনও। ঝাউকুটির অসহায় বাসিন্দারা জানান তারা স্থানীয় পঞ্চায়েত, প্রধান, ব্লক প্রশাসন, জেলা প্রশাসন এমনকি তৃণমূলের সর্ব ভারতীয় সাধারন সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে দরখাস্ত করলেও বাঁধ নির্মাণ হয়নি। দেওয়ালে পিঠ ঠেকে গেছে তাদের। ভাঙতে ভাঙতে নদী টি জনবসতি এলাকায় চলে আসে। গত কয়েক দিনের প্রবল বর্ষণে একমাত্র মাটির চলাচলের পারবাঁধ টি ভেঙ্গে যায়। ওই ভাঙ্গা অংশ দিয়ে গ্রামে ঢুকছে জল। ইতিমধ্যে বেশ কিছু ফসল ডুবে গেছে। স্থানীয়রা জানান বারবার প্রশাসন এমনকি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে জানিও যখন কোন কাজ হলো না তাই এবারের পঞ্চায়েত ভোটে ভোট থেকে বিরত থাকবেন তারা।

গরিবদের জন্য কিছু করতে ভোটে দাঁড়িয়েছেন 'চার কুড়ি'-র উমারানী

দুরন্ত বার্তা, দুর্গাপুর, ১৯ জুন ঃ খাতায় কলমে ৭৫ বছর। কিন্তু বৃদ্ধার দাবি চার কুড়ি পেরিয়ে গিয়েছে। এই বয়সেও পঞ্চায়েত ভোটে লড়ছেন বিজেপি টিকিটে। অদম্য ইচ্ছা, মনের জোর ও মৃত স্বামীর আশীর্বাদ নিয়ে ভোটে দাঁড়িয়েছেন কাঁকসার উমারানী মিশ্র। বিরোধী দলের কে দাঁড়াল সেই বিষয়টি পাত্তা না দিতেই চান না। জেতার ব্যাপারে প্রবল আশাবাদী বৃদ্ধা। পঞ্চায়েত নির্বাচনের প্রাক্কালে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে বোমা, গুলিতে মৃত্যু হয়েছে বেশ কয়েকজনের। কোথাও আবার বিরোধীদের মনোনয়ন প্রত্যাহার করতে দেওয়া হচ্ছে হুমকি। এইসবের অভিযোগ উঠছে শাসকদলের বিরুদ্ধে। আর এই ভয়কে উপেক্ষা করেই পশ্চিম বর্ধমান জেলার কাঁকসার আমলাজোড়া পঞ্চায়েতের ধোবাঘাটার বাসিন্দা বিজেপির প্রার্থী প্রায় ৭৫ বছরের প্রৌঢ়া উমারানী মিশ্র। বয়স হয়েছে তাতে কী? তিনি রাজনীতিটা ভালোই বোঝেন। বাম আমলেও নির্বাচনে প্রার্থী হয়েছিলেন। তিনি আশাবাদী, স্বচ্ছ ভাবমূর্তি দেখেই তাকে ভোট দেবে এলাকার মানুষ। তৃণমূল সরকারের বিরুদ্ধে প্রচারের হাতিয়ার কী হবে? উমারানির বক্তব্য, আমার মতো গরিব মানুষ অনেক রয়েছে। সরকারি প্রকল্প থেকে কীভাবে বঞ্চিত হচ্ছে তাদের মতো মানুষ। সেইসব বিষয়গুলিকে নিয়ে প্রচারে নামবেন। ২০২৩ পঞ্চায়েত নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন দুর্গাপুর পশ্চিমের বিজেপি বিধায়ক লক্ষণ ঘোড়ুই। উমারানি দেবী জানান, প্রতিরোধ করতে এলে লড়াই করতে তিনিও প্রস্তুত। মার খেতে এলে মার খেতে হবে। কেউ অবশ্য হুমিক দিচ্ছে না। তবে তার ছেলে বৌমারা ভয় পাচ্ছেন। ওদের কেউ হুমকি দিচ্ছে কিনা জানি না। আমার খড়ের চাল, বাড়ি ভেঙে গেছে, এই সরকারের কাছে কোনও সাহায্য পাইনি। এই বয়সে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে ঝামেলার মধ্যে পড়তে হয় যদি। তাই পরিবারের কেউ মুখ খুলতে চাননি। দুর্গাপুর পশ্চিমের বিজেপি বিধায়ক লক্ষণ ঘোড়ুই বলেন, স্বচ্ছ ভাব মূর্তি দেখেই উমারাণী দেবীকে প্রার্থী করা হয়েছে। জয়ের বিষয়েও আশাবাদী। এলাকার বিজেপি সমর্থকদের বক্তব্য, এই বয়সে দাঁড়িয়ে মানুষের জন্য কিছু করার ইচ্ছাকে সমর্থন করব অবশ্যই। এলাকার তৃণমূলের প্রার্থী ইতু দাসের বক্তব্য, কে দাঁড়িয়েছে আমি। জানি না। আমি জিতব আশাবাদী। আর তৃণমূলের পক্ষ থেকে ওঁর পরিবারের কাউকে হুমকি দেওয়া হয়েছে বলে জানা নেই।

অবিরাম বৃষ্টি, আলিপুরদুয়ারে বাড়ছে নদীর জল

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ১৯ জুন ঃ ভুটান পাহাড়ে অবিরাম বৃষ্টির ফলে আলিপুরদুয়ারে বাড়ছে নদীর জল। কালজানি, ডিমা, রায়ডাক, তোর্সা, সংকোশ নদীগুলিতে জল বাড়ছে। গত ২৪ ঘন্টায় আলিপুরদুয়ারে ১৪০.২০ মিমি, হাসিমারাতে ১৬০ মিমি বৃষ্টিপাত হয়েছে। ভুটানে অবিরাম বৃষ্টির ফলে নদীর জল বেড়ে যাওয়ায় বন্যার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। পুরসভার ৯ এবং ১৮ নম্বর ওয়ার্ডের দ্বীপচর, হঠাৎ কলোনী ও বালাটারী এলাকা জলমগ্ন হয়ে পড়েছে। আলিপুরদুয়ার শহর থেকে বালাটারী যাওয়ার বাঁশের সাঁকো ভেঙ্গে গেছে। যদিও পুর প্রশাসন জানিয়েছে, আমরা তৈরি রয়েছি।

পুকুরে বিষ দিয়ে মাছ মেরে ফেলার অভিযোগ

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১৯ জুন ঃ পুকুরে বিষ দিয়ে প্রায় পাঁচ লক্ষ টাকার মাছ মেরে ফেলার অভিযোগ উঠল দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। সোমবার সকালে ঘটনা প্রকাশ্যে আসতেই এলাকা জুড়ে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। ঘটনাটি ঘটেছে পুরাতন মালদার মঙ্গলবাড়ী অঞ্চলের ঝাঁজরা এলাকায়। জানা গেছে ওই এলাকার নলডুবির স্থানীয় বাসিন্দা আনন্দ ঘোষের কয়েক বিঘার একটি পুকুর রয়েছে। আজ অর্থাৎ সোমবার সকালে লোক মারফত জানতে পারেন যে তার পুকুরে মরা মাছ ভেসে উঠেছে এবং খবর পেয়ে পুকুরে গেলে চক্ষু চড়ক গাছ হয়ে ওঠে কারণ গোটা পুকুরে মরা মাছ ভেসে রয়েছে। পুকুরের পাড়ে পড়ে রয়েছে বিষের কৌটা। এই বিষয়ে পুকুর মালিক আনন্দ ঘোষ জানান, কে বা কারা বিষ দিয়ে পুকুরের মাছ মেরে ফেলেছে তা বুঝতে পারছি না। প্রায় ৫ লক্ষ টাকা মাছ বিষ দিয়ে মেরে ফেলা হয়েছে। দোষীদের শাস্তির দাবির পাশাপাশি সরকারের কাছে ক্ষতিপূরণের আর্জি জানাচ্ছি।

মানিকচক থানায় বাম কংগ্রেসের ডেপুটেশন ঘিরে উত্তেজনা

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১৯ জুন ঃ মানিকচক থানায় বাম কংগ্রেসের ডেপুটেশন ঘিরে উত্তেজনা। পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তি বাম ও কংগ্রেস কর্মী সমর্থকদের। মানিকচকের গোপালপুর অঞ্চলের বালুটোলা এলাকার কংগ্রেস প্রার্থী ও কর্মী সমর্থকদের বাড়ি ভাঙচুর এবং কংগ্রেস কর্মীদের মিথ্যা

মামলায় ফাঁসানোর অভিযোগ তুলে বাম কংগ্রেসের উদ্যোগে আজ যৌথ ডেপুটেশন প্রদান করা হয় মানিকচক থানায়। এই ডেপুটেশন কে ঘিরে করা পুলিশের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছিল পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে। সোমবার দুপুর নাগাদ বাম কংগ্রেসের নেতৃত্ব ও কর্মীরা মিছিলের মাধ্যমে মানিচক থানায় উপস্থিত হয়ে মানিকচক থানার আইসি পার্থসারথী হালদারের হাতে ডেপুটেশনের কপি তুলে দেন। উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ মালদা কংগ্রেসের সাংসদ আবু হাসেম খান চৌধুরী, প্রাক্তন কংগ্রেসের বিধায়ক মস্তাকিন আলম, কংগ্রেস নেতা মোয়াজ্জেম হোসেন, মতিউর রহমান, শেখ বারকাত সহ অন্যান্য কংগ্রেসের নেতৃত্বরা। ডেপুটেশন দেওয়ার সময় বাইরে উত্তেজিত হয়ে পড়ে কংগ্রেস ও বামের কর্মী সমর্থকরা। মানিকচক থানার মূল ফটকের সামনে কর্মী সমর্থকরা জোরপূর্বক থানার ভেতরে ঢোকার চেষ্টা করলে বাধা দেয় পুলিশ, যার ফলে ধস্তাধস্তি হয় পুলিশ ও বাম কংগ্রেস কর্মী সমর্থকদের মধ্যে। পরবর্তীতে পুলিশ প্রশাসনের প্রচেষ্টায় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। ডেপুটেশন শেষে প্রাক্তন বিধায়ক মস্তাকিন আলম জানিয়েছেন, গোপালপুর এলাকার তৃণমূলের হার্মাদ ও দুষ্কৃতীরা পঞ্চায়েত ভোটে সন্ত্রাস সৃষ্টি করতে কংগ্রেস কর্মীদের বিভিন্নরকম ভাবে ভয় দেখাচ্ছে, তাদেরকে অপহরণ চেষ্টা করছে এবং বাড়িতে হামলা চালিয়ে সমস্ত কিছু লুট করছে তৃণমূলের দুষ্কৃতীরা। এমত অবস্থায় পুলিশ প্রশাসন যেন নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করুক এবং সঠিক তদন্ত করে উপযুক্তদের গ্রেপ্তার করুক বলে দাবি করেছেন তিনি।

বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১৯ জুন ঃ বিনামূল্যে সাধারণের জন্য স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবিরের আয়োজন হল সোমবার। ময়নাগুড়ি নতুন বাজারের আমরা কয়জন ও লোকনাথ মন্দিরের পরিচালনায় এবং শিলিগুড়ির দিসান হাসপাতাল এর সহযোগিতায় এই শিবির অনুষ্ঠিত হয়। এদিন ময়নাগুড়ি শহরের পাশাপাশি গ্রামের প্রচুর মানুষ এই শিবিরে অংশ নেন বলে জানা গেছে। এদিন অভিজ্ঞ চিকিৎসকের উপস্থিতিতে বিভিন্ন রোগের পরীক্ষা বিনামূল্যে করা হয়। এই বিষয়ে আয়োজক কমিটি আমরা কয়জন ও লোকনাথ মন্দির কমিটির সভাপতি অমিতাভ চক্রবর্তী বলেন, আবহাওয়ার পরিবর্তন সহ এই সময় নানা ধরনের রোগের সৃষ্টি হয়। সেই কারণে বিনা মূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে। আমাদের পূর্ণ সহযোগিতা করেছেন শিলিগুড়ির দিশান হাসপাতাল। এই বিনামূল্যের স্বাস্থ্য শিবিরে উপস্থিত ছিলেন ময়নাগুড়ি পৌরসভার চেয়ারম্যান অনন্তদেব অধিকারী। তিনি বলেন এই ধরনের বিনামূল্যে স্বাস্থ্য শিবিরে গ্রামের প্রচুর গরীব মানুষের উপকার হয় বলে জানান সেই সঙ্গে তিনি বলেন এই ধরনের উদ্যোগকে তিনি সাধুবাদ জানান, অনন্তবাবু নিজেও জানান যে তিনি এই স্বাস্থ্য শিবিরে নিজেও স্বাস্থ্য পরীক্ষা করান। বিনামূল্যের স্বাস্থ্যশিবিরে প্রচুর মানুষের সমাগম হয়।

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDERS

ABRIDGED NIT

The **Executive Engineer (C), Br-III, KMC** invites tender online percentage rate two bid system for the following works:

1. NIT No.: **KMC/EE(C)/Br-III/L1/2023-2024 (3rd Call)** Name of work: **Supply of hired lorries for P.R. works in Ward No.-13, 14, 29, 30, 31, 32, 33, 34 & 35 under Borough-III (P-1).** Estimated Cost: **₹ 4,50,000.00.** Earnest Money: **₹ 9,000.00.** Period of Completion: **365 days.**

2. NIT No.: **KMC/EE(C)/Br-III/L2/2023-2024 (3rd Call)** Name of work: **Supply of hired lorries for P.R. works in Ward No.-13, 14, 29, 30, 31, 32, 33, 34 & 35 under Borough-III (P-2).** Estimated Cost: **₹ 4,50,000.00.** Earnest Money: **₹ 9,000.00.** Period of Completion: **365 days.**

3. NIT No.: **KMC/EE-III/031/5/23-24/BUSTEE (1st Call)** Name of work: **Repairing of bustee sewer line at 95, 98, 99 N.M. Road, 22/1J, 40/41 M.B. Lane, 39 S.K. Daw Lane, 2 Ghore Bibi Lane and different location in Ward No.-31.** Estimated Cost (Incl. GST & CESS): **₹ 2,98,017.00.** Earnest Money: **₹ 6,000.00.** Period of Completion: **45 days.**

4. NIT No.: **KMC/EE-III/014/03/23-24 (1st Call)** Name of work: **Restoration of passage at 16/1/H/44, 41D/H/93 Muraripukur Road, 222/1/B Bagmari Road and its surrounding areas in Ward No.-14 disturbed by C.E.S.C.** Estimated Cost (Incl. GST & CESS): **₹ 3,90,448.00.** Earnest Money: **₹ 7,900.00.** Period of Completion: **62 days.**

5. NIT No.: **KMC/EE-III/034/B02/23-24/BUSTEE (1st Call)** Name of work: **Maintenance of bustee sewer line at 17 Beleghata Main Road and surrounding area in Ward No.-34.** Estimated Cost (Incl. GST & CESS): **₹ 1,49,182.00.** Earnest Money: **₹ 3,000.00.** Period of Completion: **45 days.**

6. NIT No.: **KMC/EE-III/13/2/23-24 (1st Call)** Name of work: **Repair of passage at Chandra Mohan Sur Lane from 11, B.N. Road to Ariff Road in Ward No.-13 disturbed by W/S Deptt.** Estimated Cost: **₹ 1,76,238.55.** Earnest Money: **₹ 3,600.00.** Period of Completion: **30 days.**

7. NIT No.: **KMC/EE-III/13/6/23-24 (1st Call)** Name of work: **Repair of road surface at 11, Ariff Road, 6, 14 K.M. Road, 13 G.S. Lane, 8/3/D G.D.G. Lane and different Places in Ward No.-13 disturbed by CESC.** Estimated Cost: **₹ 4,04,087.29.** Earnest Money: **₹ 8,500.00.** Period of Completion: **45 days.**

8. NIT No.: **KMC/EE-III/032/B02/23-24 (1st Call)** Name of work: **Repair of bustee passage at 19/22 Canal Circular Road, 28/1 Murari Pukur Road and surrounding bustee places in Ward No.-32.** Estimated Cost: **₹ 3,99,858.69.** Earnest Money: **₹ 8,000.00.** Period of Completion: **45 days.**

9. NIT No.: **KMC/EE-III/032/03/23-24 (1st Call)** Name of work: **Resolving water logging issue at P-1, P-21 CIT Road, Sch-VII(M) in Ward No.-32 by providing augment exiting sewer.** Estimated Cost: **₹ 3,07,681.08.** Earnest Money: **₹ 6,500.00.** Period of Completion: **45 days.**

10. NIT No.: **KMC/EE-III/032/05/23-24 (1st Call)** Name of work: **Repair of footpath P 64, P 65 CIT Road, Sch-VII(M) and surrounding area in Ward No.-32.** Estimated Cost: **₹ 4,44,798.39.** Earnest Money: **₹ 9,000.00.** Period of Completion: **45 days.** Last Date and Time of submission of bid: **28.06.2023 – 12 noon** (for Sl.No. 1 to 3 & 5 to 10) & **01.07.2023 – 12 noon** (for Sl.No. 4). Date and Time of opening of Tender: **30.06.2023 – 12 noon** (for Sl.No. 1 to 3 & 5 to 10) & **04.07.2023 – 12 noon** (for Sl.No. 4). The bid forms and other details are available on and from **21.06.2023 (5 p.m.)** (for Sl.No. 1 to 3 & 5 to 10) & **23.06.2023 – (5 p.m.)** (for Sl.No. 4) from the website **https://etender.wb.nic.in** (for Sl.No. 1 to 10).

The **Executive Engineer (Civil), Br-IX, KMC** invites tender online percentage rate to bid system for the following works:

1. NIT No.: **KMC/IX/077/001/2023-2024/BUSTEE** Name of the work: **Repairing of bustee I.P.S. passage at 60/H/8, 60/H/12, Dr. Sudhir Bose Road, 33/H/10, 33/H/13, Dentmission Road, 29/H/6, 29A/H/1, Ekbalpore Road etc. in Ward No.-77.** Estimated Amount (Incl. GST & CESS): **₹ 2,98,497.84.** Earnest Money: **₹ 6,000.00.**

2. NIT No.: **KMC/IX/077/003/2023-2024/BUSTEE** Name of the work: **Improvement of bustee I.P.S. passage at 7/H/3, 6/H/5, 6/H/15, M.M. Ali Road, 1/1, 2/1, Bangali Sha Warshi Lane etc. in Ward No.-77.** Estimated Amount (Incl. GST & CESS): **₹ 2,50,144.30.** Earnest Money: **₹ 5,100.00.**

3. NIT No.: **KMC/IX/077/004/2023-2024/BUSTEE** Name of the work: **Repairing of sewer line at 11/2/H/3, 11, 12, 6/H/6, M. Mali Road, 2/H/18 B.K. Road etc. in Ward No.-77.** Estimated Amount (Incl. GST & CESS): **₹ 2,98,715.05.** Earnest Money: **₹ 6,000.00.** Period of Completion: **60 days** (for Sl.No. 1 to 3). Last Date and Time of submission of bid: **30.06.2023 – 12 noon** (for Sl.No. 1 to 3). Tender will be opened on: **03.07.2023 – 12 noon** (for Sl.No. 1 to 3). The bid forms and other details are available on and from **19.06.2023 (5 p.m.)** from the website **https://etender.wb.nic.in** (for Sl.No. 1 to 3).

The **Executive Engineer (C), Br-V, KMC** invites tender online percentage rate two bid system for following works:

1. NIT No.: **KMC/EE(C)/Br-V/040/03/2023-2024** Name of work: **Restoration of IPS and paver block passages and footpath at 21, Surya Sen Street, 2 Nabin Kundu Lane and other different places in Ward No.-40.** Estimated Cost (Incl. GST & CESS): **₹ 2,89,691.95.** Earnest Money: **₹ 6,000.00.** Period of Completion: **30 days.**

2. NIT No.: **KMC/EE(C)/Br-V/050/03/2023-2024/BUSTEE** Name of work: **Maintenance of bustee I.P.S. passage at Golap Sastri Lane, Sashi Bhusan Dey Street and different places in Ward No.-50.** Estimated Cost (Incl. GST & CESS): **₹ 2,49,573.37.** Earnest Money: **₹ 5,000.00.** Period of Completion: **60 days.**

3. NIT No.: **KMC/EE(C)/Br-V/050/01/2023-2024/BUSTEE** Name of work: **Maintenance of drain/sewer at Fordyce Lane, Gomesh Lane and different places in Ward No.-50.** Estimated Cost (Incl. GST & CESS): **₹ 2,49,813.25.** Earnest Money: **₹ 5,000.00.** Period of Completion: **60 days.**

4. NIT No.: **KMC/EE(C)/Br-V/045/08/2023-2024/D** Name of work: **Restoration of footpath to be disturbed by Eastern Command Signal Regiment along Lal Bazar Street from Hamanta Basu Sarani to B.B. Ganguly Street in Ward No.-45.** Estimated Cost (Incl. GST & CESS): **₹ 2,61,409.43.** Earnest Money: **₹ 6,000.00.** Period of Completion: **30 days.**

Last Date and Time of submission of bid: **03.07.2023 – 11 a.m.** (for Sl.No. 1 to 3) & **05.07.2023 – 11 a.m.** (for Sl.No. 4). Date and Time of opening of Tender: **05.07.2023 – 11 a.m.** (for Sl.No. 1 to 3) & **07.07.2023 – 11 a.m.** (for Sl.No. 4). The bid forms and other details are available on and from **21.06.2023 (5 p.m.)** from the website **https://etender.wb.nic.in** (for Sl.No. 1 to 4).

The **Executive Engineer (Civil), Br-XIII, KMC** invites tender online percentage rate two bid system for the following works:

1. NIT No.: **KMC/XIII/118/010/23-24/C (1st Call)** Name of work: **Maintenance of road with C.C. pavement works at bye lane of S.N. Roy Road near Pr.No. 190/A, 60/7 etc. in Ward No.-118.** Work Value: **₹ 2,82,161.88.** Earnest Money: **₹ 5,700.00.** Period of Completion: **28 days.**

2. NIT No.: **KMC/XIII/117/003/23-24/C (1st Call)** Name of work: **Maintenance of sewer line adjacent at B.S.T. Main Road, K.P. Lane and Jyotish Roy Road Bye Lane in Ward No.-117, Br-XIII.** Work Value: **₹ 1,87,235.51.** Earnest Money: **₹ 3,800.00.** Period of Completion: **90 days.**

Last Date of submission of bid: **30.06.2023 (up to 11 a.m.)** (for Sl.No. 1 & 2). Tender will be opened on: **03.07.2023 (11 a.m.)** (for Sl.No. 1 & 2). The bid forms and other details are available on and from **21.06.2023 (from 5 p.m.)** from the website **https://etender.wb.nic.in** (for Sl.No. 1 & 2).

305/23-24

ব্লক সভাপতি মানিক দাসের বিরুদ্ধে মোটা অংকের টাকার বিনিময়ে প্রার্থীপদ বিক্রির অভিযোগ, রাস্তায় টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১৯ জুন ঃ প্রার্থী তালিকায় নাম আসার পরেও দলীয় প্রতীক পেল না প্রার্থীরা। মোটা অঙ্কের টাকার বিনিময়ে দলীয় প্রতীক দেওয়া হয়েছে দুর্নীতিগ্রস্থদের ব্লক তৃণমূল সভাপতির বিরুদ্ধে এমনই বিস্ফোরক অভিযোগ তুলে টায়ার চালিয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করলেন তৃণমূল কর্মী সমর্থকরা। রবিবার সন্ধ্যায় ঘটনাকে ঘিরে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ালো মালদার হরিশ্চন্দ্রপুর ১ নং ব্লকের কুশিদা গ্রাম পঞ্চায়েতের ভগবানপুর গ্রামে। যদিও আর্থিক লেনদেনের অভিযোগ মিথ্যা বলে দাবি জেলা তৃণমূল নেতৃত্বর। ঘটনাকে ঘিরে শুরু তুঙ্গে রাজনৈতীক তরজা। ভোটপর্ব যতই এগিয়ে আসছে ততই অভ্যন্তরীণ সংঘাত প্রকাশ্যে আসছে শাসকদলের। টিকিট বিতরণ নিয়ে ক্রমে বাড়ছে অসন্তোষ। যে ক্ষোভ প্রশমনে ব্যর্থ তৃণমূল নেতৃত্ব। লক্ষ লক্ষ টাকার বিনিময়ে টিকিট বিক্রির অভিযোগে পথ অবরোধ করে টায়ার পুড়িয়ে বিক্ষোভ তৃণমূল কর্মীদের। অভিযোগের তীর ব্লক সভাপতির দিকে। ঘটনা কি ঘিরে ব্যাপক চাঞ্চল্য মালদার হরিশ্চন্দ্রপুরের কুশিদা গ্রাম পঞ্চায়েতের ভগবানপুর গ্রামে। মালদার হরিশ্চন্দ্রপুর ১ নং ব্লকের কুশিদা ১ নং পঞ্চায়েত সমিতির ১ নং বুথের প্রার্থী মেহেতাজ বানু ও ২ নং বুথের প্রার্থী রেজা আলীর নাম প্রার্থী তালিকায় আসে, প্রার্থী তালিকায় নাম থাকার পরই মনোনয়ন পেশ করেন দুই প্রার্থী। কিন্তু গতকাল স্কুটনির পর তারা জানতে পারেন দল থেকে তাদের কোন দলীয় প্রতীক দেওয়া হচ্ছে না, সেই কারণে তাদের নাম বাদ যায়। মেহেতাজ বানু ও রেজার আলীর পরিবর্তে দলীয় প্রতীক দেওয়া হয়েছে নিখাদ বানু ও প্রকাশ দাস কে এই খবর শোনার পরই ক্ষোভে ফেটে পড়েন প্রার্থীরা। প্রার্থীদের অভিযোগ, হরিশ্চন্দ্রপুর ১ নম্বর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি মানিক দাস লক্ষ লক্ষ টাকার বিনিময়ে প্রার্থী পদে কারচুপি করেছেন।

মোটা অংকের টাকা নিয়ে দুর্নীতিগ্রস্তদের দলীয় প্রতীক দিচ্ছেন। শুধু তাই নয়, ৩ লক্ষ টাকা দিলেই তবেই মিলবে দলীয় প্রতীক। ব্লক তৃণমূল সভাপতি মানিক দাসের বিরুদ্ধে এমনই বিস্ফোরক অভিযোগ তুলে সরব প্রার্থী সহ তৃণমূল কর্মীরা। যদিও হরিশ্চন্দ্রপুর ১ নম্বর সভাপতি মানিক দাস কে ধরা হলে তার কোন প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। এই বিষয়ে মালদা জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি আব্দুর রহিম বক্সি বলেন, টাকার বিনিময় দলীয় প্রতীক বিক্রির অভিযোগ মিথ্যে ও ভিত্তিহীন। তৃণমূল কংগ্রেস দুর্নীতিগ্রস্তদের প্রার্থী করে না। যারা অভিযোগ করছে তারা পদলোভী। টাকার বিনিময়ে দেওয়া হচ্ছে দলীয় প্রতীক অভিযোগ সামনে আসতেই শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজা। মালদা জেলা বিজেপি কমিটির সাধারণ সম্পাদক রতন দাস বলেন, টাকা ছাড়া তৃণমূলে পদ প্রার্থী কিছুই হয় না। স্বচ্ছ ভাবমূর্তিদের দূরে ঠেলে দুর্নীতিগ্রস্তদের ঠাঁই দিচ্ছে তৃণমূল। অন্যদিকে মালদা জেলা কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক ইন্দ্র নারায়ণ মজুমদার বলেন, টাকার বিনিময় দলীয় প্রতীক বিক্রি এটা পুরোপুরি ভাবে বাস্তব। টাকা ছাড়া তৃণমূল চলে না। একদিকে তৃণমূলের শীর্ষ নেতৃত্ব এমনকি সুপ্রিমো মমতা ব্যানার্জিও বলেছেন প্রার্থী তালিকায় নাম না থাকা সত্ত্বেও যারা মনোনয়ন দিয়েছে তারা যাতে মনোনয়ন প্রত্যাহার করে নেয়। জেলা সভাপতি আব্দুর রহিম বক্সী সাংবাদিক সম্মেলন করে সে কথা বলেছেন। প্রশ্ন উঠছে তবে ব্লক সভাপতি মানিক দাস কি দলের নির্দেশ মানছেন না? প্রার্থী তালিকায় যাদের নাম রয়েছে তারা পেল না দলীয় প্রতীক। তবে নাম না থাকা সত্ত্বেও যারা দলীয় প্রতীক পেল তারা কিসের বিনিময়ে পেল। পঞ্চায়েত ভোটের প্রাক্কালে সমগ্র ঘটনা নিয়ে শোরগোল জেলা রাজনৈতিক মহলে।

শরীর ও স্বাস্থ্য

অনিয়ন্ত্রিত হাইপারটেনশন

ডাঃ আশফাক আহমেদ
**MBBS (Hons.) MD (Medicin) DM (Cardiology)
Consultant Interventional Cardiology Apollo Superspeciality Hospital
Mobile: 9051618707
Email: drashfaqueahmedyahoo.co.in**

হাইপারটেনশন' এই শব্দটির অন্তরালে রয়েছে এক ভয়াবহতার ইঙ্গিত। যা আক্ষরিক অর্থেই অনিয়ন্ত্রিত অবস্থায় থাকলে মারত্মক আকারধারণ করতে পারে। বর্তমানে শুধু প্রাপ্ত বয়স্করা নন অল্প বয়সীরা ও এতে আক্রান্ত হচ্ছে। অনিয়ন্ত্রিত রক্তচাপ নানান রোগের কারণও উপসর্গ হিসেবে কাজ করে। ক্রমশ উর্ধ্বমুখী রক্তচাপ থেকে হৃদরোগের সম্ভাবনাও প্রবল থাকে। সেই কারনে প্রাথমিক স্তর থেকেই রক্তচাপ নিয়ন্ত্রনে রাখা ও এই বিষয়ে সচেতনতা অবলম্বন করা বিশেষ জরুরি। আলোচনায় কনসালটেন

হাইপারটেনশনকি?
হাইপারটেনশন হাইব্লাডপ্রেশার নামেও পরিচিত। এটিকে 'সাইলেন্ট কিলার' ও বলা হয়। কারণ অনেক সময়রোগী এই রোগের গুরুত্ব সম্পর্কে অবগত থাকেন না। আর্টারির মধ্য দিয়ে রক্ত চলাচল যখন অস্বাভাবিক হয়ে পড়ে এবং শরীরের রক্তচাপ যদি ২৪০ (সিস্টোলিক) এবং ৯০

(ডায়াস্টোলিক)। এই মাত্রায় থাকে কিংবা এর থেকে বৃদ্ধি পায়, তখন চিকিৎসার পরিভাষায় তাকে হাইপারটেনশন বলে।
ব্লাডপ্রেশার পরিমাপের মাপকাঠিগুলি হলো- নর মালব্লাডপ্রেশার সিস্টোলিক (০২০এমএমএচিজি এরকম), ডায়াস্টোলিক (৮০এমএসএইচজি এরকম)।
প্রি-হাইপারটেনশন-সিস্টোলিক (১২০-১৩৯এমএমএইচজি) ডায়াস্টোলিক (৮০-৮১এমএমএইচজি)
স্টেজ ১ হাইব্লাড প্রেশার (হাইপারটেনশন) সিস্টোলিক (১৪০-১৫৯ এমএমএইচজি) ডায়াস্টোলিক (৯০-৯৯এমএমএইচজি) ৬ মানবদেহে অতিরিক্ত শর্করা ডেকে আনতে পারে হার্টডিজিজ মানবদেহে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ হৃদপিণ্ড। এর সক্রিয় কার্যকলাপে আমাদের শরীরে রক্ত চলাচল অব্যাহত থাকে। তবে রক্তে শর্করার মাত্রা বৃদ্ধি পেলে তা হৃদযন্ত্রকে ক্ষতিগ্রস্থ করে। এটা এখনকারো অজানা নয় যেডায়াবেটিস ও হার্টডিজিজ অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িত। প্রয়োজনে সঠিক ভাবে যত শীঘ্র সম্ভব রোগনির্ণয় ও চিকিৎসা। জানালেন ভিশান হসপিটালের কারডিওলজিস্ট ডিরেক্টর ডাঃ সঞ্জীব পাত্র।
ডায়াবেটিসকি? কোনো ব্যক্তির রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা প্রয়োজনের তুলনায় বেশি হলেই বুঝতে হবে সেডায়াবেটিসে আক্রান্ত। ডায়াবেটিস মূলত ইনসুলিনের অভাবে অথবা ইনসুলিন যথাযথ পর্যায়ে কাজ না করলে হয়ে থাকে।উপসর্গ- ঘনঘন প্রস্রাব, অতিরিক্ত ঘাম,ওজন বৃদ্ধি,মুত্রচেপে রাখার অক্ষমতা ক্ষত সহজে শুকোতে চায় না,অতিরিক্ত জল তেষ্টা,শারীরিক দুর্বলতা। ডায়াবেটিস থাকলে হার্টের সমস্যা হওয়ার সম্ভাবনা কতটা? যাদের ডায়াবেটিস আছে তাঁদের হার্টঅ্যাটাক হওয়ার প্রবণতা তিন থেকে চারগুণ বেড়েযায় ডায়াবেটিস রোগীর হার্টঅ্যাটাক হলে তাঁর শারীরিক জটিলতা কিংবা মৃত্যুর হার তুলনা মূলক বেশি। বিশেষত মহিলাদের হার্টডিজিজ থাকলে তাঁদের অনেক কম বয়সে হার্টডিজিজ হতে পারে।

অস্টিও আর্থ্রাইটিস কি ধরনের অসুখ?

**DR. SANTOSH KUMAR
Consultant Orthopeadic Joint Replacement Surgeon Belle Vue Clinic, Kolkata**

ডা. সন্তোষকুমার ঃ অস্টিওআর্থ্রাইটিস হাড়ের ক্ষয় জনিত রোগ। সাধারণত বয়স পঞ্চাশ পেরোলে এই রোগের প্রকোপ দেখা যায়। কিন্তু অনেক সময় চল্লিশ থেকেই বিভিন্ন অস্থিসন্ধিতে হাড়ের এই ক্ষয় শুরু হয়। তবে হাটু এ হিপ জয়েন্টের মতো শরীরের ভারবহন কারী সব থেকে বড়ো জয়েন্ট দুটি এই রোগের কবলে পড়লেই মানুষ বিপদে পড়েন। ব্যাথার কষ্ট উত্তরোত্তর বাড়লে একসময় স্বাভাবিক জীবন ব্যাহত হয়। হাঁটুতে অস্টিও আর্থ্রাইটিস হলে হাঁটুর অস্থিসন্ধির ভিতরে বিশেষ দুটি কার্টিলেজ ক্ষয়ে যেতে শুরু করে। ক্ষয়ে যাওয়া হাড় নার্ভ রুটে চাপ দিলেই আরম্ভ হয় ব্যাথা। রোগের তীব্রতাও হাড়ের ক্ষয়ের প্রকৃতি অনুসারে অস্টিওআর্থ্রাইটিসকে স্টেজ ওয়ান থেকে স্টেজ ফোর এই চার ভাগে ভাগ করা হয়।হাড়ের এই ক্ষয় কোনো ভাবেহ পূরণ হয় না বলে নি-জয়েন্ট বা হাঁটু প্রতিস্থাপনই এর একমাত্র স্থায়ী সমাধান।

প্রশ্ন-কিন্তু অস্টিওআর্থ্রাইটিস বোঝা যাবে কি করে?
ডা. সন্তোষকুমার-সকালে ঘুম থেকে ওঠার পর আধঘন্টা বা তারও বেশি হাটু ব্যাথায় শক্ত হয়ে থাকলে, সিঁড়ি ভাঙলে, হাঁটুতে ব্যাথা হলে, শুলেওহাঁটুব্যাথাকরলে, হাঁটুর ব্যাথায় ঘুম না আসলে বা ঘুম ভেঙ্গে গেলে আপনার বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া উচিৎ। তিনি আপনার হাঁটু বিভিন্ন ভাবে পরীক্ষা করবেন। আপনার হাঁটার ধরণ দেখবেন, কতোটা হাঁটু ভাঁজ করতে পারছেন সেটাও দেখবেন। এরপরে ডাক্তারবাবু প্রয়োজনে এক্সরে দেখে হাঁটুতে অস্টিও আর্থ্রাইটিসের সম্পর্কে নিশ্চিত হবেন।

প্রশ্ন- অস্টিওআর্থ্রাইটিসের কারন কি?
ডা. সন্তোষকুমার-অস্টিওআর্থ্রাইটিস কিছুটা বংশগত। আর বয়স, ওবেসিটি, স্মোকিং, ব্যায়াম বা শারীরিক পরিশ্রমের অভাব এসবও অস্টিও আর্থ্রাইটিসের রিস্ক ফ্যাক্টর। সাধারণত মধ্যবয়সে এইরোগ দেখা যায়। তবে ছোট থেকে খেলাধুলা শারীরিক পরিশ্রম করে পেশীকে শক্তিশালী করলেও নিজের ওজন ঠিক রাখলে অনেক সময়ই অস্টিওআর্থ্রাইটিসকে দূরে রাখা যায়। আবার আর্থ্রাইটিস, রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিস কিংবা কন্ডোম্যালে শিয়াপ্যাটেলার মতো অসুখ থেকেও অস্টিওআর্থ্রাইটিস হতে পারে।

প্রশ্ন- রোবটিক জয়েন্ট রিপ্লেসমেন্টের সুবিধা কি?
ডা. সন্তোষকুমার-রোবটের আর্টিফিশিয়ালইন্টে লিজেন্স মুহূর্তের মধ্যে মিলিমিটারের কয়েক সহস্রাংশ হিসাব করে সিদ্ধান্ত নিতে পারে বলে প্রস্থেসিসের ফিটিংস সাধারণ কম্পিউটারাইজড সার্জারির থেকে বহুগুণ বেশি নিঁখুত হয়। আবার একই ভাবে হাঁড়ও সফটটিস্যুও অত্যন্ত অল্পপরিমাণে সুক্ষ্ম ও সঠিকভাবে কাটা হয় বলে রক্তপাত প্রায় হয় না বললেই চলে, ফলে পোস্ট অপারেটি ভপেনও অনেক কমে যায় আর রোগীদ্রুত স্বাভাবিক জীবনে ফিরতে পারেন। অন্যদিকে চোখের থেকে অনেক বেশিপর্যবেক্ষণ করতে পারে বলে প্রস্থেসিসের আয়ু ও বাড়ে। তাই হাঁটুর ব্যাথায় হতাশ হবেন না। হাঁটুর প্রতিস্থাপন এখন মধ্যবিত্তের সাধ্যের মধ্যেই। প্রয়োজনে আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থার সুযোগ নিন, সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন।

প্রশ্ন-কিন্তু নি-জয়েন্ট রিপ্লেসমেন্টের খরচ কি সবার পক্ষে করা সম্ভব?
ডা. সন্তোষকুমার-সাধারণ ও রোবটিক জয়েন্টরি প্লেসমেন্টের ব্যয় এখন মধ্যবিত্তের সাধ্যের মধ্যেই। দুটি হাঁটু একসঙ্গে পাল্টালে খরচ আরও একটু কম পড়ে। এই অপারেশনে মেডিফ্লেমের সুবিধাও আছে। সুতরাং ব্যাথায় কষ্ট না পেয়ে উন্নত চিকিৎসার সুযোগ নিন। সুস্থ থাকুন ভালো থাকুন।

হৃদ রোগের উপসর্গ

ডাঃ সঞ্জীব পাত্র
**MD DM (AIIMS) FNB
FELLOW UHN (CANADA)
Director of Cardiologist
Disom Hospital
For Appoinment: 90739 82409**

হৃদ রোগের উপসর্গ-১. একটু বেশি হাঁটাচলা করলে বুকে চাপ অনুভব। ২. বুকে ব্যাথা করা। ৩. প্যালপিটেশন বা বুক ধড়ফড় করা। ৪. বুকে জ্বালা ভাব। ৫. হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে যাওয়া। ৬. পরিশ্রমে ব্যাথা, বিশ্রামে ব্যাথা উধাও। শনাক্তকরণ-ডায়াবেটিসের ক্ষেত্রে- ফাস্টিংব্লাড সুগার পোস্ট প্রান্ডিয়ালটেস্ট- আই.এফ.পিটেস্ট
হার্টের সমস্যা-ইসিজি, টিএমটি, ইকোকার্ডিওগ্রাম
চিকিৎসা- ১. নিয়মিত ব্লাডসুগারের ওষুধ সেবন করা। ২. ওষুধ কাজ না হলে ইনস্যুলিন নিতে হয়। ৩. সঠিক ডায়েট মেনে চলা। ৪. হার্ট ডিজিজ দেখা দিলে প্রাথমিক পর্যায়ে ওষুধ ও ডায়েটের মাধ্যমে চিকিৎসাকরা, পরের দিকে অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টি করা কিংবা বাইপাস সার্জারি করা হয়।
সতর্কতা- ১. প্রতিদিন কায়িক পরিশ্রম করা। ২. ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখা। ৩. বংশে ডায়াবেটিস থাকলে নির্দিষ্ট বয়সের পর স্ক্রিনিং করানো। ৪. পর্যাপ্ত পরিমাণে শাকসবজি ও ফলমূল খাওয়া। ৫. পর্যাপ্ত ঘুম ও বিশ্রাম। ৬. ব্লাডপ্রেশার, স্যুগার ও কোলেস্টেরল নিয়ন্ত্রণে রাখা। ৭. ডায়াবেটিস থাকলে নিয়মিত সময় ধরে ওষুধ খাওয়া। ৮. ধুমপান ও মদ্যপান ত্যাগ করা। ৯. কোনোপ্রকার অস্বাভাবিক উপসর্গ দেখা দিলে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া।

আধুনিক সাইরিডেইউরেথ্রালস্ট্রিকচার নিরাময় সম্ভব

ডক্টর নীলাঞ্চল মিত্র
MBBS (Hons)
MI (Gen Surgery
M.Ch (Urology)
FMAS
Consultant Urologist

বাহ্যিক চোট আঘাত কিংবা কোনো সংক্রমণের দরুন পুরুষদের মধ্যেই উরেথ্রালস্ট্রিকচার হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। এক্ষেত্রে মূলত প্রস্রাবের সমস্যা দেখা যায়, যা দীর্ঘদিন অব্যাহত থাকলে ক্রনিককি ডনিডিজিজ(সিকেডি) হতে পারে। তবে এ ক্ষেত্রে চিন্তার কোনো কারণনেই, সঠিক সময়ে সার্জারি করিয়ে সম্পূর্ণ সুস্থ হওয়া সম্ভব।

ইউরেথ্রালস্ট্রিকচারকি?
মানব দেহে ইউরিন বা প্রস্রাবের যে নালী থাকে তাকে ইউরেথ্রা বলা হয়। পুরুষদের এই প্রস্রাব নালী কোনো কারণ বশত সরু হয়ে গেলে অথবা ক্ষত বা সঙ্কুচিত ফ্রাইবোসিস সৃষ্টি হলে প্রস্রাব সঠিক গতিতে বাইরে আসতেপারেনা, এই অবস্থাকে চিকিৎসার পরিভাষায় ইউরেথ্রাল স্ট্রিকচার বলা হয়।এই সমস্যা বয়স্কদের তুলনায় কম বয়সীদের মধ্যে বেশি দেখা যায়।

কারণ- কোনো আঘাত জনিত কারণ (দুর্ঘটনা)
যে কোনো প্রকার সংক্রমণ
সেক্সুয়ালিট্রান্সমিটেডডিজিজ (এস.টি.ডি)
কোনো অসুখের দরুন ক্যাথেটার ব্যবহার হলে
কিডনি স্টোন ইউরেথ্রা দিয়ে নির্গত হলে
জন্মগত ত্রুটি
প্রস্টেটক্যানসার

প্রকার- অসুখের প্রকার অনুযায়ী স্ট্রিকচার দু-ভাগে বিভক্ত
১)অ্যান্টে রিয়র
২) প্রস্টেরিয়র
এছাড়া অসুখের স্থান অনুযায়ী এটি আবার ৫ ভাগে বিভক্ত
১) পেনাইলইউরেথ্রালস্ট্রিকচার
২) প্যালইউরেথ্রালস্ট্রিকচার
৩) ব্লাডারনেকস্ট্রিকচার (অ্যাকসিডেন্টে কোমরের হাড় ভাঙলে)
৪) বালবারইউরেথ্রালস্ট্রিকচার
৫) নেভিকিউলারফসাস্ট্রিকচার

উপসর্গ- প্রস্রাব আটকে হওয়া
তলপেট ভার ও ব্যথা
জোর দিয়ে প্রস্রাব করতে হয়
অ্যাডভান্সডস্টেজে প্রস্রাব সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায়
পেইন হয়
প্রস্রাব সুতোর মত সরু হওয়া
প্রস্রাবেসংক্রমণ
লাল রঙের প্রস্রাব

রোগ নির্ণয়
ইউরোফ্লোমেন্ট্রি করে প্রস্রাবের গতিবেগ নির্ণয় করা হয়
অসুখের স্থান নির্ধারণের জন্য মূলত অ্যাসেন্ডিংইউরোগ্রাফি করা হয়।

চিকিৎসা
শটসেগমেন্টস্ট্রিক চারের ক্ষেত্রে মূলত এন্ডোস্কোপিক সার্জারি করা হয়। তবে এক্ষেত্রে রোগ ফিরে আসার সম্ভাবনা থাকে।
লংসেগমেন্টস্ট্রিকচারের আদর্শ চিকিৎসা হল 'ইউরেথ্রোপ্লাস্টি' সার্জারি। এক্ষেত্রে মুখের থেকে চামড়া নিয়ে বাক্কালমিউকোসাগ্রাফট করে সার্জারি সম্পন্ন করা হয়। এর সফলতা শতকরা ৯৫ শতাংশ। ফলে রোগ ফিরে আসার সম্ভাবনা প্রায় থাকে না। স্ট্রিকচার নিরাময়ের জন্য নিরাময়ের উদ্দেশ্যে এই ইউরোপ্লাস্টি সার্জারি হল উন্নতমানের চিকিৎসা পদ্ধতি।

সতর্কতা- প্রস্রাবের সময় লোকাল হাইজিন মেনে চলা
সেক্সুয়ালিট্রান্সমিটেড ডিজিজ যাতে না হয় তার জন্য সতর্কতা
যে কোনো দুর্ঘটনা হলে বিশেষ সতর্কতা
প্রস্রাবে কোনো সমস্যা হলে চিকিৎসকের পরামর্শ
হেল্পলাইন ঃ ৯৮৭৪১৯৫২০০

মহাকাশে ফুটল ফুল

পৃথিবীতে প্রাণের সমাহারের শেষ নেই। প্রাণীজগতের মতোই বৈচিত্রপূর্ণ উদ্ভিদের দুনিয়াও। কিন্তু আকাশের সীমা পেরিয়ে গেলেই প্রাণের উদ্ভব বড়ই কঠিন। কার্যত অসম্ভব। কিন্তু সেই অসাধ্যকেই সাধন করল বিজ্ঞানী আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনে ফুটল ফুল! যা দেখে চমকিত গোটা বিশ্ব। সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছে সেই ছবি।ইনস্টাগ্রামে একটি জিনিয়া ফুলের ছবি শেয়ার করেছে মার্কিন মহাকাশ গবেষণা সংস্থা নাসা। উজ্জ্বল সেই ফুলের ক্লোজআপ ছবি সত্যিই মনোমুগ্ধকর।

উদ্ধার ডিব্রুগাড়ে ব্রহ্মপুত্রের বালুচরে আটকে পড়া ১১ সদস্যের মেডিক্যাল টিম

ডিব্রুগড় (অসম), ১৯ জুন ঃ ডিব্রুগড়ে ব্রহ্মপুত্রের বালুচরে দুদিন ধরে আটকে পড়া ১১ সদস্যের মেডিক্যাল টিমকে অক্ষত অবস্থায় উদ্ধার করেছেন এনডিআরএফ ও এসডিআরএফ এর জওয়ানরা। জেলা প্রশাসনের জনৈক আধিকারিক জানান, গত শনিবার বন্যা কবলিত এলাকায় স্বাস্থ্য পরিষেবা দিয়ে ফেরার পথে শেষ বিকেলের দিকে মেডিক্যাল টিম বহনকারী নৌকাটি ব্রহ্মপুত্রের হারিয়ে যায়। মেডিক্যাল টিমের সব সদস্যের মোবাইল ফোনের সঙ্গেও যোগাযোগ বিচ্ছিন হয়ে পড়ে। পরে নৌকাটি ব্রহ্মপুত্র নদের মধ্যবর্তী বালিচর 'চাপোরি'তে গিয়ে আটকে পরে। সেখানেই তাঁরা রাত কাটান। চিকিৎসক, নার্স, ল্যাবরেটরি টেকনিশিয়ান এবং অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মীর দলটি পাঁচ দিন আগে 'চরখোলিযা চাপরি'তে গিয়েছিলেন। দলটি প্রায় এক হাজার মানুষের চিকিৎসা সহায়তা দিয়ে শনিবার নৌকায় করে ফিরছিলেন। কিন্তু ওই দিন বিকাল থেকে তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লে হাহাকার পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। নামানো হয় এসডিআরএফ এবং এনডিআরএফ এর দল। তাঁরা বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত হয়ে ব্রহ্মপুত্রে চিকিৎসক দলের তালাশি অভিযান চালান। অবশেষে তাঁদের উদ্ধার করে নিয়ে আসা হয়েছে।

ভিয়েতনাম সমকক্ষের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক রাজনাথের

নয়াদিল্লি, ১৯ জুন ঃ প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং সোমবার তাঁর ভিয়েতনামের প্রতিপক্ষ জেনারেল ফান ভ্যান গিয়াংয়ের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করেছেন। প্রতিরক্ষা রাজনাথ সিং ও তাঁর ভিয়েতনামের সমকক্ষের মধ্যে পারস্পরিক স্বার্থ সম্পর্কিত আঞ্চলিক এবং বৈশ্বিক বিষযে মতবিনিময় হয়েছে। ভারত ও ভিয়েতনামের মধ্যে প্রতিরক্ষা সহযোগিতা আরও বাড়ানোর লক্ষ্যেই আলোচনা হয়েছে উভয়ের মধ্যে।সোমবার সকালে নতুন দিল্লিতে ন্যাশনাল ওয়ার মেমোরিয়ালে সাহসী বীর জওয়নাদের প্রতি পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন এবং শ্রদ্ধা জানান ভিয়েতনামের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী জেনারেল ফান ভ্যান গিয়াং। তাঁকে গার্ড অফ অনারে অভিবাদনও জানানো হয়। এরপর দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে মিলিত হন রাজনাথ সিং ও তাঁর ভিয়েতনাম প্রতিপক্ষ। রাজনাথ সিং এদিন বলেছেন, ২০২২ সালের জুনে আমার সর্বশেষ ভিয়েতনাম সফরের সময়, আমরা ২০৩০-এর লক্ষ্যে ভারত ও ভিয়েতনাম প্রতিরক্ষা অংশীদারিত্বের বিষযে. পারস্পরিক লজিস্টিক সাপোর্ট চুক্তি এবং যৌথ দৃষ্টি বিবৃতিতে স্বাক্ষর করেছি। এই যৌথ বিবৃতিটি এখন দুই দেশের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক প্রতিরক্ষা সহযোগিতার একটি গাইডিং নথি।

সিএলডব্লুর মোটরসাইকেল স্কোয়াডে ৬টি মোটরসাইকেল যুক্ত করা হল

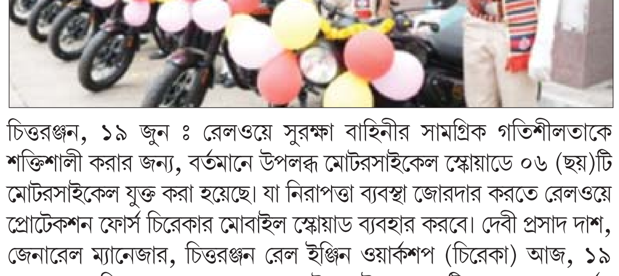

চিত্তরঞ্জন, ১৯ জুন ঃ রেলওয়ে সুরক্ষা বাহিনীর সামগ্রিক গতিশীলতাকে শক্তিশালী করার জন্য, বর্তমানে উপলব্ধ মোটরসাইকেল স্কোয়াডে ০৬ (ছয়)টি মোটরসাইকেল যুক্ত করা হয়েছে। যা নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করতে রেলওয়ে প্রোটেকশন ফোর্স চিরেকার মোবাইল স্কোয়াড ব্যবহার করবে। দেবী প্রসাদ দাশ, জেনারেল ম্যানেজার, চিত্তরঞ্জন রেল ইঞ্জিন ওয়ার্কশপ (চিরেকা) আজ, ১৯ জুন, প্রশাসনিক ভবন চত্বর থেকে মোটর সাইকেল দলটিকে পতাকা প্রদর্শন করেন। এই অনুষ্ঠানে বীরেন্দ্র কুমার, ইন্সপেক্টর জেনারেল কাম PCSCRPFচিরেকা সহ দপ্তরের প্রধান আধিকারিক, উর্ধ্বতন আধিকারিক, RPF কর্মীরা প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।রেলওয়ে প্রোটেকশন ফোর্সের দলের সক্রিয়তার সাথে, এটি কারখানা এবং রেলওয়ে শহর এলাকার উন্নত নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে শক্তিশালী করবে এবং গতিশীলতাকেও ত্বরান্বিত করবে। আরপিএফ চিরেকার মহিলা সাবইন্সপেক্টর বন্দনা পালাই জয়ন্তী মন্ডল, মহিলা কনস্টেবল লাবনী মন্ডল, লেডি কনস্টেবল রামপাল যাদব, কনস্টেবল কনস্টেবল বিজয় কুমার শ ও কনস্টেবল বিপিন কুমারের নেতৃত্বে নিরাপত্তা স্কোয়াড পাঠানো হয়।

পণ্য আনলোডিং-এ বিকাশ বহাল উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের

মালিগাঁও, ১৯ জুন ঃ অত্যাবশ্যকীয় ও অন্যান্য পণ্যসামগ্রীর সরবরাহ বহাল রাখতে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে আনলোডিঙের ক্ষেত্রে ধারাবাহিকভাবে বৃদ্ধি পঞ্জীয়ন করে আসছে। ২০২৩-এর মে মাসে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়েতে ১১৩১টি পণ্যবাহী রেক আনলোড করা হয়েছে। ২০২২-২০২৩ অর্থবর্ষে ১৪৬৮০টি পণ্যবাহী রেক আনলোড করা হয়। ২০২১-২০২২ অর্থবর্ষের তুলনায় এই বৃদ্ধি ৬.৭১ শতাংশ।

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে এফসিআই চাল, চিনি, লবণ, খাদ্য উপযোগী তেল, খাদ্য শস্য, সার, সিমেঃট, কয়লা, শাকসবজি, অটোমোবাইল, পিওএল ট্যাংক, কনটেইনারের মতো পণ্যসামগ্রী ও অন্যান্য সামগ্রী সংশ্লিষ্ট মাসে পরিবহণ করেছে এবং নিজস্ব অধিক্ষেত্রের অধীনে বিভিন্ন গুডস শেডে সেগুলি আনলোড করেছে। মে, ২০২৩ সময়সীমার মধ্যে অসমে পণ্যবাহী ট্রেনের ৬১৫টি রেক আনলোড করা হয়েছে, যার মধ্যে ২৯১টি রেকে অত্যাবশ্যকীয় সামগ্রী লোড ছিল। সংশ্লিষ্ট মাসে ত্রিপুরায় ৯৮টি রেক, নাগাল্যান্ডে ১৮টি রেক, মণিপুরে ২টি রেক, অরুণাচল প্রদেশে ৭টি রেক এবং মিজোরামে ৫টি রেক আনলোড করা হয়। এছাড়াও, সংশ্লিষ্ট মাসে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের অধিক্ষেত্রের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে ২২১টি পণ্য রেক ও বিহারে ১৬৫টি পণ্য রেক আনলোড করা হয়েছিল।
অত্যাবশ্যকীয় ও অন্যান্য পণ্য সামগ্রী শুধুমাত্র সাধারণ মানুষের চাহিদা পূরণের জন্য নয়, বরং তার পাশাপাশি সমগ্র অঞ্চলের অর্থনৈতিক কার্যকলাপকে সক্রিয় রাখতেও নিয়মিত পরিবহণ করা হচ্ছে। উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের গুরুত্বপূর্ণ সেকশনগুলিতে দ্বৈতকরণের কাজ দ্রুতগতিতে পরিচালনা করা হচ্ছে যার ফলে পণ্যবাহী ট্রাফিকের অন্তর্মুখী ও বহির্মুখী চলাচল বৃদ্ধি পেয়েছে।

মিজোরামে আশ্রিত মণিপুরিদের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নিশ্চিত করতে মুখ্যমন্ত্রীকে আবেদন মণিপুরের বীরেন সিংর

আইজল (মিজোরাম), ১৯ জুন ঃ মিজোরামে আশ্রিত মেইতেইদের নিরাপত্তা, পর্যাপ্ত স্বাস্থ্য ও আহার পরিষেবার পাশাপাশি কুকিদের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নিশ্চিত করতে মুখ্যমন্ত্রী জোরামথাঙ্গার কাছে আবেদন জানিয়েছেন মণিপুরের মুখ্যমন্ত্রী এন বীরেন সিং। মণিপুরে চলমান সহিংসতার জেরে মিজোরামে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছেন মণিপুরের বাসিন্দা মেইতেই এবং কুকি, উভয়ের জনগোষ্ঠীর ২০ হাজারের বেশি মানুষ। তাই বিবদমান উভয় জনগোষ্ঠীয় মানুষ যাতে মিজোরামে সৌহার্দ্যপূর্ণ ভাবে বসবাস করেন তা নিশ্চিত করতে গতকাল রবিবার বিকালে মিজোরামের মুখ্যমন্ত্রী জোরামথাঙ্গার সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলেছেন মণিপুরের মুখ্যমন্ত্রী নংথমবাম বীরেন সিং।আজ সোমবার সরকারি এক সুত্র এ খবর জানিয়েছে বলেছে, এই অঞ্চলে মণিপুর থেকে আগত আশ্রিতদের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান বজায় রাখার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন মিজোরামের মুখ্যমন্ত্রী জোরামথাঙ্গা। এদিকে নিজের অফিশিয়াল টুইটার হ্যান্ডলে এক পোস্ট করে মুখ্যমন্ত্রী জোরামথাঙ্গা মণিপুরের মুখ্যমন্ত্রী এন বীরেন সিংয়ের সাথে তাঁর কথোপকথনের বিশদ উল্লেখ করেছেন। মণিপুরে উদ্ভূত সমস্যা সমাধান এবং শান্তিপূর্ণ পরিবেশ নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা ও পদক্ষেপ তিনি নেবেন বলে মণিপুরের মুখ্যমন্ত্রী বীরেনকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। সূত্রটি জানিয়েছে, দুই মুখ্যমন্ত্রীর টেলিফোন কথোপকথনের সময় মণিপুরের বীরেন সিং মিজোরামের জোরামথাঙ্গার হস্তক্ষেপ চেয়ে তাঁর রাজ্যে (মণিপুর) চলমান সহিংসতা মোকাবিলায় সহায়তা চেয়ে একটি শান্তিপূর্ণ সমাধানের আশা ব্যক্ত করেছেন। বীরেন সিঙের অনুরোধে সাড়া দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী জোরামথাঙ্গা তাঁকে আশ্বস্ত করেছেন, মিজোরাম সরকার চলমান সহিংসতার জন্য গভীরভাবে উদ্বিগ্ন। পরিস্থিতি প্রশমিত করতে ইতিমধ্যেই তিনি পদক্ষেপ গ্রহণ করে তা বাস্তবায়ন করছেন। এছাড়া মুখ্যমন্ত্রী জোরামথাঙ্গা সমস্যার সমাধানে মণিপুর সরকার এবং কেন্দ্রীয় সরকারের গৃহীত পদক্ষেপের জন্য তাঁর সমর্থন জানান। তিনি জোরের সঙ্গে আশ্বস্ত করেছেন, মিজোরামের জনগণ মেইতেই সম্প্রদায়ের প্রতি সংহতি প্রকাশ করে। তাছাড়া সরকার এবং রাজ্যের এনজিওগুলি উভয়ই শান্তি, এবং নিরাপত্তা বজায় রাখতে নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

উত্তর পূর্ব রেলের আউরিহর স্টেশনের ইয়ার্ড পুনর্নির্মাণের কাজ

গোরখপুর, ১৯ জুন ঃ উত্তরপূর্ব রেলের বারাণসী বিভাগের এবং ২২ থেকে ২৬ জুন, ২০২৩ পর্যন্ত আউরিহর-ভাটনি রেল সেকশনে অবস্থিত আউরিহরসাদত স্টেশনগুলির মধ্যে দ্বিগুণ করার পরিপ্রেক্ষিতে, প্রাকন্যান ইন্টারলক এবং ২৬শে জুন, ২০২৩ তারিখে মাহপুর স্টেশনের চিফ সেফটি কমিশনারের ইন্টারলক কাজ এবং পরিদর্শনের কারণে, বাতিলকরণ, রুট পরিবর্তন, শর্ট টার্মিনেশন, ছোট উৎপত্তি, পুনঃনির্ধারণ এবং নিম্নলিখিত ট্রেনগুলির নিযন্ত্রণ করা হবে। বাতিলকরণ- ০৫১৩৩।০৫১৩৪ আউরিহর-জৌনপুর-আউরিহার অরিহার এবং জৌনপুর থেকে ২২ থেকে ২৬ জুন, ২০২৩ পর্যন্ত অসংরক্ষিত বিশেষ ট্রেনটি বাতিল থাকবে।০৫১৪৩০৫১৪৪ আউরিহার-জৌনপুর-আউরিহার অরিহার এবং জৌনপুর থেকে ২২ থেকে ২৬ জুন, ২০২৩ পর্যন্ত অসংরক্ষিত বিশেষ ট্রেনটি বাতিল থাকবে। ০৫১৩৭০৫১৩৮ মৌপ্রয়াগরাজ রামবাগমাউ অসংরক্ষিত বিশেষ ট্রেন যা ২২ থেকে ২৬ জুন, ২০২৩ পর্যন্ত মৌ এবং প্রযাগরাজ রামবাগ থেকে চলাচল করবে তা বাতিল থাকবে। ০৫১৪৭। ০৫১৪৮ ভাটনি-বারানসী সিটি-ভাটনি অসংরক্ষিত বিশেষ ট্রেন ভাটনি এবং বারাণসী সিটি থেকে ২২ থেকে ২৬ জুন, ২০২৩ পর্যন্ত চলা বাতিল থাকবে।

নীতীশকে বিঁধলেন অনুরাগ, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বললেন বিরোধী জোটের নেতা কে তা বলা উচিত

মুম্বই, ১৯ জুন ঃ আগামী ২৩ জুন বিহারের রাজধানী পাটনায় সমবেত হচ্ছেন বিরোধীরা। বিরোধীদের সেই বৈঠকের প্রাক্কালে বিহারের মুখ্যমন্ত্রী ও জেডিইউ নেতা নীতীশ কুমারের বিরুদ্ধে তোপ দাগলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ও বিজেপি নেতা অনুরাগ সিং ঠাকুর। বিরোধীদের উদ্দেশে তিনি প্রশ্ন ছুড়ে দিয়ে বলেছেন, বিরোধী জোটের নেতা কে তা বলা উচিত? সোমবার মুম্বইয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অনুরাগ সিং ঠাকুর বলেছেন, যে বিরোধী দলগুলি বিহারে যাচ্ছে, তাঁদের অবশ্যই বিহারে যে দুর্নীতি চলছে সে বিষয়ে নীতীশ কুমারকে জিজ্ঞাসা করা উচিত.. এটি দুর্নীতিগ্রস্ত দলগুলির জোট হওয়া উচিত নয়। তাঁদের এটাও বলা উচিত যে জোটের নেতা কে...?

Name Change
I, MAMTA AGRAWAL alias MAMTA KUMARI SARRAF(old name) W/O VIPIN AGRAWAL residing B-8/40, C.A. Kalyani, Nadia-741235, WB India I have changed my name to (shall henceforth be known as) MAMTA SARRAF, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 19/06/2023. MAMTA AGRAWAL, MAMTA KUMARI SARRAF and MAMTA SARRAF both are same and one identical person.

Name Change
I, SK DILWAR(old name) S/O SK HASEM residing at 1No. Kapali Bagan, Tangra, PS-Entally, Kolkata-700015 India I have changed my name to (shall henceforth be known as) DILWAR HUSSAIN, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 19/06/2023. SK DILWAR and DILWAR HUSSAIN both are same and one identical person.

Name Change
I, HUZEFA MOIZBHAI PATANWALA(old name) S/O MOIZBHAI PATANWALA, Flat-4. Block B, 4th Floor, 171D/1H, Picnic Garden Road, Tiljala, PS-Tiljala, South 24 Parganas-700039 WB India I have changed my name to (shall henceforth be known as) HOZEFA PATANWALA, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 19/06/2023. HUZEFA MOIZBHAI PATANWALA and HOZEFA PATANWALA both are same and one identical person.

Name Change
I, HARSHDEEP KAURMAINI (old name) D/O BALDEV SINGH AHLUWALIA, residing at PLOT NO. 69,FLAT NO.- 4A, 4TH FLOOR, ASHTA VINAYAK APPT, BHUBANESWAR URBAN, PIN-751006, ORISSA India I have changed my name to (shall henceforth be known as) HARSHDEEP KAUR, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 19/06/2023. HARSHDEEP KAURMAINI and HARSHDEEP KAUR both are same and one identical person.

Name Change
I,KUNAL CHAKRABORTY, S/O. LATE AMAL CHAKRABORTY, presently residing at 2/144C,SREE COLONY, PO-REGENT ESTATE, KOLKATA 700092 henceforth be known as my name is KUNAL CHAKRABARTI vide affidavit sworn before the Notary Public, Alipore, both are same & one identical person.

Name Change
I, ATIAR SARDAR (old name) F/NCHAKU SARDAR, residing at Vill- Betberia, Po- Hridaypur, PS-Chapra, Dist-Nadia Pin-741123 WB India I have changed my name to (shall henceforth be known as) ATIYAR SARDAR, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 19/06/2023. ATIAR SARDARand ATIYAR SARDAR both are same and one identical person.

Name Change
I, MOHAMMAD MATLOOB ALAM(old name) S/OJAMSHED ALAM, residing 3K, Mominpore Road, PS-Ekbalpore, Kolkata-700023 WB India I have changed my name to (shall henceforth be known as) MD MATLOOB ALAM, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 19/06/2023. MOHAMMAD MATLOOB ALAMand MD MATLOOB ALAM both are same and one identical person.

Name Change
I, ANUP KUMAR DUTTA (old name) S/O SUSHIL DUTTA residing Uparpara, Ajodhya, PS-Bishnupur, Dist-Bankura-722163 WB India I have changed my name to (shall henceforth be known as) ANUP DUTTA , vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 19/06/2023. ANUP KUMAR DUTTA and ANUP DUTTA both are same and one identical person.

Name Change
I, SUSIL KUMAR DUTTA(old name) S/O HARA GOVBINDA DUTTA residing Uparpara, Ajodhya, PS-Bishnupur, Dist-Bankura-722163 WB India I have changed myname to (shall henceforth be known as) SUSHIL DUTTA, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 19/06/2023. SUSIL KUMAR DUTTA and SUSHIL DUTTA both are same and one identical person.

Name Change
I, SUSHANTA PAUL (old name) S/ORAMENDRA KUMAR PAUL residing 70/1 Matkal Vivekananda Road, PO- Rabindar Nagar, North 24 Parganas Kolkata700065 WB India I have changed myname to (shall henceforth be known as) SUSHANTA KUMAR PAUL, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 19/06/2023. SUSHANTA PAUL and SUSHANTA KUMAR PAUL both are same and one identical person.

Name Change
I, MARUFA BEGAM (old name) W/OABUBAKKAR MALLIK residing UTTAR RAMESWARPUR,PO PASCHIM RAMESWARPUR, DIAMOND HARBOUR-700140 WB India I have changed myname to (shall henceforth be known as) MARUFA BIBI, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 19/06/2023. MARUFA BEGAMand MARUFA BIBI both are same and one identical person.

Name Change
I MOUMITA KARMAKAR @ MOUMITA KUNDU @ MOUMITA KARMAKAR KUNDU, W/O SRI SURAJIT KUNDU, D/O SRI NEMAL KAMAKAR, R/O FLAT NO 5E, 5TH FLOOR, 5/1 BAISHNABGHATA, P.S. PATULI, KOLKATA -700084, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS BIDYA VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON DATE 19/02/2023. MOUMITA KARMAKAR @ MOUMITA KUNDU @ MOUMITA KARMAKAR KUNDU AND BIDYA ALL ARE SAME AND INDENTICAL PERSON.

Name Change
I, AFACHAR ALI SEKH is wrongly recorded in my Son's Passport no-M2027439, S/o- AMIR ALI SK. Residing at Vill - Natungram Saktinagar, Post- Krishnanagar, Ps-Kotwali, Dist- Nadia, Pin- 741102, West Bengal. Shall henceforth be known as AFCHHAR ALI SEKH. That my name AFCHHAR ALI SEKH and AFACHAR ALI SEKH is the same and one Identical Person. Vide an affidavit sworn before the Notary Public at BerhamporeMurshidabad.

Name Change
I, PRASANTA BASU MALLICK alias PRASHANTA BASUMALLIK (old name) S/OLATE KAMAL BASU MALLICK residing Vill-Buranpara, PO-Goda Annada, PS-Kalna, Purba Bardhaman-713122 WB India I have changed myname to (shall henceforth be known as) PRASHANTA BASU MALLICK, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 19/06/2023. PRASANTA BASU MALLICK, PRASHANTA BASUMALLIK and PRASHANTA BASU MALLICK both are same and one identical person.

Name Change
I, MANJU BISWAS (old name) W/OSUKLAL BISWAS residing Vill& PO- Fultala, PS-Habra, Dist-North 24 Pgs, Pin-743263 WB India I have changed my name to (shall henceforth be known as) MANJU BISWAS DAS, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 19/06/2023. MANJU BISWAS and MANJU BISWAS DAS both are same and one identical person.

গণমাধ্যমের কর্মীদের নিরাপত্তা চেয়ে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আবেদন আইজেএর

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ১৯ জুন ঃ আসন্ন ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনে সাংবাদিক ও চিত্র সাংবাদিকদের নিরাপত্তা যাতে সুনিশ্চিত হয় তার জন্য ভারতের অন্যতম বৃহত্তম সাংবাদিক সংগঠন ইণ্ডিয়ান জার্নালিস্টস অ্যাসোসিয়েশন (আই জে এ) এর পূর্ব বর্ধমান জেলা শাখার সদস্যরা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আবেদন জানালেন। সোমবার সাংবাদিক সংগঠন আইজেএ এর পূর্ব বর্ধমান জেলাশাখার পক্ষ থেকে ওই দাবি জানিয়ে অতিরিক্ত জেলাশাসক (সাধারণ) সুপ্রিয় অধিকারী'র মাধ্যমে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে আবেদন পত্র পাঠানো হয়েছে। এদিন সাংবাদিক সংগঠন এর সদস্যরা অতিরিক্ত জেলাশাসক সুপ্রিয় অধিকারীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে পাঠানো আবেদন পত্র তুলে দেন। উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের ন্যাশনাল এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল মেম্বার তারকনাথ রায়, ন্যাশনাল কাউন্সিল মেম্বার জগন্নাথ ভৌমিক, জেলা কমিটির সভাপতি স্বপন মুখার্জী, সাধারণ সম্পাদক অরূপ লাহা সহ অন্যান্যরা। উল্লেখ্য পঞ্চায়েত নির্বাচন উপলক্ষ্যে পূর্ব বর্ধমান জেলার বিভিন্ন জায়গায় বিক্ষিপ্ত হিংসার ঘটনা ঘটছে। এই অবস্থায় জেলার ইলেকট্রনিক্স ও প্রিন্ট মিডিয়ার সাংবাদিকদের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বিগ্ন সাংবাদিক সংগঠন ইণ্ডিয়ান জার্নালিস্টস অ্যাসোসিয়েশন। কর্মরত সাংবাদিকদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে সাংবাদিক সংগঠন ইণ্ডিয়ান জার্নালিস্টস অ্যাসোসিয়েশনের পূর্ব বর্ধমান জেলা শাখার সদস্যরা মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে আবেদনপত্র পাঠিয়েছেন। এদিন সাংবাদিকদের ২৫ জনের একটি প্রতিনিধি দল অতিরিক্ত জেলাশাসক সুপ্রিয় অধিকারীর সঙ্গে দেখা করে তার হাতে মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে পাঠানো আবেদন পত্র তুলে দেন। এদিন উপস্থিত ছিলেন আইজেএ এর রাজ্য কার্যকরী কমিটির সদস্য জগন্নাথ দত্ত, আমিনুর রহমান সহ জেলা কমিটির সদস্য পার্থ চৌধুরী, সোমনাথ ভট্টাচার্য্য, দেবব্রত চ্যাটার্জী, মিথিলেশ রায়, শম্ভুলাল কর্মকার, সুপ্রকাশ চৌধুরী, পিন্টু প্যাটেল, মনোতোষ পোদ্দার, অভিজিত সাহা সহ সেখ আজাদ আলী, প্রসুন সামন্ত, পাপাই সরকার প্রমুখ। অতিরিক্ত জেলাশাসক আশ্বাস দিয়েছেন নিয়ম মেনে মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তরে সাংবাদিকদের নিরাপত্তা বিষয়ক আবেদন পত্রটি পাঠিয়ে দেওয়া হবে। উল্লেখ্য, চলতি পঞ্চায়েত নির্বাচনে সারা রাজ্যের সঙ্গে পূর্ব বর্ধমান জেলাতেও বেশ কিছু রাজনৈতিক হিংসার ঘটনা ঘটেছে। এই ধরনের খবর করতে গিয়ে প্রাণের ঝুঁকি অনেকটাই নিতে হয় সাংবাদিকদের। তাই তাদের সুরক্ষা ও নিরাপত্তা যাতে বিঘ্নিত না হয় তার জন্য চিন্তিত সাংবাদিক সংগঠন আইজেএ।

অবিরাম বৃষ্টি, তিস্তা ও জলঢাকা নদীতে হলুদ সর্তকতা জারি

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১৯ জুন ঃ রাতভর পাহাড় ও সমতলে অবিরাম বৃষ্টি। তিস্তা ও জলঢাকা নদীতে হলুদ সর্তকতা জারি। NH ৩১ জলঢাকা নদীর পাশাপাশি দোমোহনি থেকে বাংলাদেশ বর্ডার পর্যন্ত অসুরক্ষিত এলাকায় হলুদ সর্তকতা জারি করলো জলপাইগুড়ি সেচ দপ্তর। জল বাড়ছে তিস্তায়। জেলা জুড়ে রাতভর টানা বৃষ্টি। সোমবার সকাল থেকে বৃষ্টিতে নাজেহাল জেলাবাসী। ভারী বৃষ্টিতে এদিন সকালে জলপাইগুড়ি শহরের আনন্দ চন্দ্র কলেজ সংলগ্ন এলাকায় জলপাইগুড়ি - শিলিগুড়িগামী, রাস্তার উপরে বিশাল আকার গাছের ডাল ভেঙে পড়ায় যাতায়াতের বিঘ্ন ঘটে। এমনকি বিদ্যুতের তারও ছিড়ে পড়ে রাস্তার উপরে। ফলে যান চলাচল দীর্ঘক্ষণ বন্ধ হয়ে যায়। খবর পেয়ে ছুটে আসেন বিদ্যুৎ দপ্তরের কর্মীরা। যুদ্ধকালীন তৎপরতায় এখনো পর্যন্ত কাজ চলছে। খুব তাড়াতাড়ি রাস্তা চলাচলের ব্যবস্থা করা হবে বলে জানা যায়।

স্বভূমি নয়, ভবানীপুরে যাবে খিদিরপুর জগন্নাথ মন্দিরের রথ

সৌরভ দত্ত, কলকাতা, ১৯ জুন ঃ স্বভূমির পরিবর্তে এবার খিদিরপুর জগন্নাথ মন্দিরের রথ যাবে দক্ষিণ কলকাতার ভবানীপুরে নদার্ন পার্কে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিধানসভা এলাকায় রথযাত্রা অনুষ্ঠান ঘিরে ইতিমধ্যে প্রবল উৎসাহ দেখা দিয়েছে বলে জানিয়েছে 'শ্রী জগন্নাথ সেবা সমিতি'। অন্যদিকে শনিবার ইসকনের তরফে জানানো

হয়েছে, প্রতিবারের মত মিন্টো পার্কের কাছে ইসকন মন্দিরের রথযাত্রা উৎসবের সূচনা করবেন মুখ্যমন্ত্রী। রথযাত্রা উপলক্ষে ২০ থেকে ২৮ জুন ভবানীপুর এলাকায় নদার্ন পার্কে প্রতিদিন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হবে। ২১ জুন 'ওড়িশা উৎসব' এর সূচনা করবেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। পুণ্যার্থীদের জন্য প্রতিদিন ভোগের ব্যবস্থা রেখেছে জগন্নাথ সেবা সমিতি। কলকাতা প্রেস ক্লাবে এক সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন প্রমোদ কুমার জানা, কাশীনাথ কর, অসীম কুমার সেন, চন্দ্রশেখর পানীগ্রাহী, পরশুরাম বিশ্বাস প্রমুখ। সমিতির সভাপতি চন্দ্রশেখর পাণিগ্রাহী জানান, 'রথযাত্রার দিন পুরুলিয়ার ছৌ শিল্পী ও কীর্তন শিল্পীরা শোভাযাত্রায় অংশ নেবেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগে এই অনুষ্ঠান হবে।' প্রসঙ্গত ২০০৩ সাল থেকে শুরু হয়েছে এই রথযাত্রা।

হাঁসুয়া দিয়ে সৎ মা কে কোপানোর অভিযোগ উঠলো ছেলের বিরুদ্ধে

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১৯ জুন ঃ হাঁসুয়া দিয়ে সৎমা কে কোপানোর অভিযোগ উঠলো ছেলের বিরুদ্ধে। গলায় ও হাতে হাসুয়ার এলোপাথাড়ি দিয়ে সৎমা কে কোপানো হয় বলে অভিযোগ। রক্তাক্ত অবস্থায় চাঁচল সুপার স্পেশালিটি ভর্তি করা হয়েছে ওই মহিলাকে। সোমবার ঘটনাটি ঘটেছে মালদার চাঁচল থানার দক্ষিণপাকা গ্রামে। জানা গিয়েছে, আক্রান্তের নাম আফসারি বিবি (২৫)। চাঁচলের সাহুরগাছি গ্রামে আফসারির বাপের বাড়ি। দক্ষিণপাকা গ্রামের আলাউদ্দিনের সঙ্গে বিয়ে হয় তার। আলাউদ্দিনের প্রথম পক্ষের স্ত্রীর ছেলে মিষ্টার আলির বিরুদ্ধে হাঁসুয়ার এলোপাথাড়ি দিয়ে কোপানোর অভিযোগ উঠেছে। আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাসপাতালেই চিকিৎসাধীন রয়েছে। জানা গিয়েছে, সোমবার সকালে বাড়িতে বসে আম কাটছিলেন আফসারী বিবি। সেই সময় প্রতিবেশী মহিলারা মিষ্টারকে পাগল বলে কটুক্তি করে। তারপরেই মেজাজ হারায় মিষ্টার। প্রতিবেশী ওই মহিলাদের আম কাটা হাঁসুয়া দিয়ে আক্রমণ করতে গেলে বাধা প্রদান করে সৎ মা আফসারি। সেই সময় ঘুরিয়ে হাঁসুয়ার এলোপাথাড়ি কোপ পড়ে আফসারির গলায়। তবে পরিবার সূত্রে আরোও জানা গিয়েছে, তাদের ছেলে দীর্ঘদিন ধরে নেশাগ্রস্ত অবস্থায় থাকে। যার ফলে যেকোনো ঘটনায় সহজেই মেজাজ হারায় সে। যার প্রতিফলনেই এই ঘটনা। অভিযুক্তের শাস্তির দাবি তুলেছেন আক্রান্তের ভাই।

ত্রিকোণ প্রেমের জেরেই খুন হয়েছেন দিনহাটার বিজেপি প্রার্থী, পুলিশ সুপারের দাবি মানতে নারাজ পরিবার

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ১৯ জুন ঃ কোচবিহারের সাহেবগঞ্জ থানার টিয়াদহ গ্রামে ত্রিকোণ প্রেমের জেরেই খুন হয়েছেন দিনহাটার বিজেপি প্রার্থী বিশাখা দাসের দেওর শম্ভু দাস। সোমবার সাংবাদিক বৈঠক করে এমনটাই দাবি করলেন কোচবিহারের পুলিশ সুপার সুমিত কুমার। ইতিমধ্যে এই ঘটনায় মৃত শম্ভু দাসের মামাতো ভাইকে গ্রেফতার করেছে সাহেবগঞ্জ থানার পুলিশ। যদিও পুলিশ সুপারের দাবি মানতে নারাজ মৃতের পরিবার ও বিজেপি। মৃত শম্ভু দাসের দাদা চিত্ত দাসের দাবি, পুলিশ তৃণমূলের কথায় চলছে। একই অভিযোগ বিজেপির কোচবিহার জেলা সভাপতি সুকুমার রায়েরও। তৃণমূলের অঙ্গুলিহেলনে এসব কথা বলছে পুলিশ। প্রসঙ্গত, গত শনিবার সাহেবগঞ্জ থানার টিয়াদহ গ্রামে পাটখেত থেকে উদ্ধার হয় বিজেপি প্রার্থীর দেওরে শম্ভু দায়ের দেহ। তাঁর মৃত্যু ঘিরে রহস্য তৈরি হয়। বিজেপি অভিযোগ করে, তৃণমূল আশ্রিত দুস্কৃতীরা তাঁকে খুন করেছে। যদিও অভিযোগ অস্বীকার করেছে তৃণমূল। জানা যায়, টিয়াদহ গ্রামের বিজেপি প্রার্থী বিশাখা দাসের দেওর শম্ভু ঘটনার দিন রাতে বাড়ির বাইরে ঘোরাফেরা করছিলেন। সেই সময় তৃণমূল আশ্রিত দুস্কৃতীরা তাঁকে তাড়া করে। এরপর পাটখেতে পড়ে গেলে তাঁকে খুন করা হয় বলে অভিযোগ। রাতেই সাহেবগঞ্জ থানার পুলিশ এসে মৃতদেহ উদ্ধার করে। রবিবার মৃতের পরিবারের সঙ্গে দেখা করেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিক।

দুষ্কৃতীদের হাতে আক্রান্ত প্রাক্তন কাউন্সিলার

দুরন্ত বার্তা, সিউড়ি, ১৯ জুন ঃ বাড়ি ফেরার পথে সিউড়ি সেহাড়া পাড়া এলাকায় দুস্কৃতীদের হাতে আক্রান্ত হলেন সিউড়ির প্রাক্তন কাউন্সিলর মৃন্ময় মুখোপাধ্যায়। তাঁর চোখে আঘাত গুরুতর। বর্তমানে সিউড়ি স্পেশালিটি হাসপাতালে তিনি চিকিৎসাধীন। মৃণ্ময়বাবু আক্রমণকারীদের চিনতে পেরেছেন। তবে কি কারনে হামলা তা নিয়ে ধন্দে রয়েছে পুলিশ। মৃণ্ময়বাবু খানিকটা অবাক হয়েছেন। কারণ আক্রমণকারীরা বাইরের কেউ নন। রবিবার রাতে ক্লাব থেকে একাই বাইক নিয়ে বাড়ি ফিরছিলেন। পথেই ঘটে অঘটন। কোনও ঝামেলা ছাড়া কেন তারা আক্রমণ করলো সেই নিয়ে হাজারো প্রশ্ন মৃন্ময়বাবুর মনে। ঠিক কী কারণে তার ওপর এই হামলা সে বিষয়ে সম্পূর্ণ অন্ধকারে প্রাক্তন কাউন্সিলর। ইতিমধ্যেই ঘটনার তদন্তে নেমেছে পুলিশ। তবে এখনও কাউকে গ্রেফতার করা হয়নি। প্রসঙ্গত, মৃন্ময় মুখোপাধ্যায় সিউড়ি ১১ নম্বর ওয়ার্ডের দু'বারের প্রাক্তন কাউন্সিলর। সেই ওয়ার্ডেরই বর্তমান কাউন্সিলর তার স্ত্রী চন্দ্রানী মুখোপাধ্যায়। হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থাতেই মৃন্ময় মুখোপাধ্যায় বলেন, রোজকার মতো আমি পাড়ার ক্লাবের সামনে বসেছিলাম। সেখান থেকে বাড়ি ফেরার পথে কয়েকজন চারচাকা গাড়িতে করে এসে আমার উপর হামলা চালায়। দশ জন মতো ছিল। রাস্তায় পড়ে থাকা পাথর ছোঁড়ে, চড়-কিল-ঘুসি মারতে থাকে। যারা হামলা করেছেন, তাদের সকলেই চেনেন বলে দাবি মৃন্ময়বাবুর। জনৈক নীলু ও নীলুর ভাই এর ওপর অভিযোগ তুলছেন তিনি। মৃন্ময়বাবু আরও বলেন, দু'বেলা নীলুদের সঙ্গে দেখা হয়। কোনও ঝামেলা বা বিতর্ক নেই। কেন এই হামলা তার কারণ এখনও জানা যায়নি। চলছে তদন্ত।

মৃণাল সেন, সলিল চৌধুরী শতবর্ষ উদ্‌যাপন কমিটির তরফে দুদিন ব্যাপী অনুষ্ঠানের আয়োজন

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ১৯ জুন ঃ মৃণাল সেন, সলিল চৌধুরী শতবর্ষ উদযাপন কমিটির তরফে আগামী ২১ ও ২২ জুন দুদিন ব্যাপী শিলিগুড়ির দীনবন্ধু মঞ্চে নানাবিধ সংগীত- নৃত্য আবৃত্তি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। সোমবার শিলিগুড়ি জার্নালিস্টস ক্লাবে সাংবাদিক বৈঠক করে এমনটাই জানালেন উদ্‌যাপন কমিটির সদস্যরা। জানা গিয়েছে, বিশ্ব সঙ্গীত দিবস উদ্‌যাপনে শিলিগুড়ির ৩০ টির বেশী গানের দল, বাদ্য যন্ত্রের দল, নৃত্য সংস্থা, আবৃত্তি সংস্থার দ্বারা অনুষ্ঠিত পরিবেশিত হবে। পাশাপাশি বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের দল, উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজের শিক্ষার্থীদের একটি দল, শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেট ব্যান্ড অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করবে।

নির্বাচনের আবহে সঙ্গীত মেলার অনুষ্ঠান বিধায়কের

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ১৯ জুন ঃ রাজ্যের পর এবার গ্রাম বাংলার সংগীত শিল্পীদের তুলে আনতে জেলার ১২৫ জন সংগীত শিল্পীদের নিয়ে আগামী বুধবার থেকে বর্ধমান সংস্কৃতি লোকমঞ্চে শুরু হতে চলেছে সংগীত মেলা। এই নিয়ে সঙ্গীত মেলা দ্বিতীয় বর্ষে পদার্পন করল। দ্বিতীয় বর্ষ সংগীত মেলার উদ্বোধন করবেন রাজ্যের তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের মন্ত্রী তথা বিশিষ্ঠ সংগীত শিল্পী ইন্দ্রনীল সেন, এছাড়া উপস্থিত থাকবেন বিশিষ্ট চিত্রাভিনেতা আবির চ্যাটার্জি। সোমবার এক সাংবাদিক সম্মেলনে একথা জানান বর্ধমান দক্ষিণের বিধায়ক খোকন দাস। বিধায়ক ছাড়াও ওই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন কাউন্সিলার নুরুল আলম, ইন্তেখাব আলম স্বীকৃতি হাজরা সহ অন্যান্যরা। বিধায়ক বলেন প্রথম বর্ষের সংগীত মেলার পাঁচজন শিল্পীদের কলকাতার সংগীত মেলায় অংশগ্রহনের জন্য পাঠানো হয়েছিলো। এবছরেও কয়েকজন সংগীত শিল্পীদের কলকাতা সংগীত মেলায় অংশগ্রহনের জন্য পাঠানো হবে। খোকন দাস বলেন টানা সাতদিন এই সংগীত মেলায় উপস্থিত থাকবেন কলকাতা, মুম্বইয়ের বিশিষ্ট সংগীত শিল্পীরা। প্রতিদিন বিশিষ্ট শিল্পীদের গানের উপর গান গাইবেন এই গ্রাম বাংলার শিল্পীরা। ২২ জুন সংগীত মেলায় উপস্থিত থাকবেন বিশিষ্ট সংগীত শিল্পী আরতি মুখোপাধ্যায়ের গানের উপর গান গাইবেন জেলার শিল্পীরা ওই দিন বিশিষ্ট শিল্পী হিসেবে উপস্থিত থাকবেন শম্পা কুণ্ডু। ২৩ জুন মান্না দের গানের উপর গান গাইবেন মনোময় ভট্টাচার্য্য। ২৪ জুন হেমন্ত মুখোপাধ্যায় গান গাইবেন শ্রীকান্ত আচার্য। ২৫ জুন শ্যামল মিত্রের গানের উপর গান গাইবেন সৈকত মিত্র। ২৬ জুন আশা ভোঁসলের গানের উপর গান গাইবেন মাধুরী দে। ২৭ জুন কিশোর কুমারের গানের উপর গান গাইবেন সৃজিত চট্টোপাধ্যায়। বিনা মূল্যেই দেখা যাবে এই সাতদিনের সংগীত মেলা।

ঠাকুর নগরের ঘটনায় নবদ্বীপ থানায় বিক্ষোভ ও ডেপুটেশন মতুয়া ভক্তদের

গোপাল বিশ্বাস, নদীয়া, ১৯ জুন ঃ সম্প্রতি ঠাকুর নগরের ঘটনায় তোলপাড় হয়েছিল রাজ্য রাজনীতি। যার জেরে শাসক তৃনমূল ও বিজেপির সংঘাতও পৌঁছায় চরমে। ওই ঘটনার পর রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় তৃণমূল

ও বিজেপি পথে নেমেও বিক্ষোভ আন্দোলন করে। এবার তার আঁচ এসে পড়লো মন্দির নগরী নবদ্বীপেও। ঠাকুর নগরে মতুয়া মহাসংঘের সংঘাদিপতি শান্তনু ঠাকুরের ওপর পুলিশের অত্যাচার, হেনস্থা, ও হার্মাদের আক্রমনের প্রতিবাদে সোমবার সন্ধ্যা আনুমানিক পৌনে ছ- টায় অল ইন্ডিয়া মতুয়া মহাসংঘের রানাঘাট দক্ষিণ সাংগঠনিক জেলার নবদ্বীপ ব্লক কমিটির উদ্যোগে আয়োজিত হলো বিক্ষোভ ও ডেপুটেশন কর্মসূচী। এদিনের এই কর্মসূচীতে উপস্থিত ছিলেন রানাঘাট দক্ষিনের বিজেপি বিধায়ক মুকুটমনি অধিকারী, সহ মতুয়া মহাসংঘের নবদ্বীপ ব্লক কমিটির বিভিন্ন পদাধিকারী ব্যক্তি ও অসংখ্য মতুয়া ভক্ত।

তারাপীঠের রথে দেখা যায় ভিন্ন চিত্র

দুরন্ত বার্তা, বীরভূম, ১৯ জুন ঃ রথ মানেই জগন্নাথ দেবের উৎসব। কিন্তু বীরভূমের তারাপীঠের রথে দেখা যায় ভিন্ন চিত্র। সেখানে জগন্নাথ দেব নন। তাঁর জায়গায় রথে চড়েন মা তারা। পরিক্রমা করেন সারা এলাকা। এমনই রীতি বহুকাল ধরে পালন হয়ে আসছে বীরভূমের তারাপীঠ মন্দিরে। তা দেখতেই ভিড় জমান হাজার হাজার পুণ্যার্থী। মন্দিরের সেবাইতদের থেকে জানা গিয়েছে, তারাপীঠের এই রথ বহু প্রাচীনকাল থেকে চলে আসছে। সাধক বামাদেবের গুরুদেব কৈলাশপতি বাবা এই রথযাত্রা শুরু করেন। সেই সময় থেকে আজও সেই রীতি মেনে সেই রথ যাত্রা পালন করা হয় তারাপীঠে। সেবাইতরা জানান, তারাপীঠের রথের জন্য বেশকিছু নিয়মাবলি রয়েছে। তারাপীঠের মূল গেটে রথ সাজিয়ে রাখা হয়। রথের দিন তারা মায়ের ভোগের পর তাঁকে রথের ওখানে নিয়ে যাওয়া হয়। রাজবেশে সাজানো হয় মাকে। তারপর সেখানে একটা আরতি হয়। আরতির পর রথে চড়ে তারা মা এলাকা ভ্রমণে যান। পরিক্রমা শেষে পুনরায় মন্দিরে ফিরে আসেন তারা মা। সন্ধ্যা আরতির আগে মাকে মূল মঃদিরে ফিরিয়ে আনা হয়। সেখানেই মায়ের সন্ধ্যা আরতি হয়। প্রতিবছর এই একই রীতি মেনে রথ যাত্রা হয়ে আসছে তারাপীঠে। যা আজও অব্যাহত। এবছরও রথ যাত্রা আসতেই শুরু হয়েছে তারাপীঠ মন্দিরে প্রস্তুতি। যেহেতু হাজার হাজার পুণ্যার্থীর ভীড় হয় ওইদিন। তাই পুলিশ - প্রশাসন ও মন্দির কমিটির পক্ষ থেকে বাড়তি সতর্কতা অবলম্বন করা হয়। সেই মত এই বছরও শুরু হয়েছে প্রস্তুতি। এই নিয়ে মন্দির কমিটির সভাপতি তারাময় মুখোপাধ্যায় বলেন, অন্যান্য জায়গার রথে জগন্নাথ দেব চড়েন। কিন্তু তারাপীঠের রথে মা তারা চড়েন। গ্রাম তারাপীঠ থেকে আধুনিক তারাপীঠ হয়ে উঠলেও, আজও রীতি মেনে তারাপীঠে রথযাত্রা হয়ে থাকে।

সরকারি সাহায্য পান না আমসত্ত্ব চাষীরা, আক্ষেপ

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১৯ জুন ঃ ইংরেজবাজার ব্লকের কোতায়ালি অঞ্চলের কল্যানপুর গ্রাম। এই গ্রামে ৬০ থেকে ৭০টি পরিবারের বসবাস। যারা প্রত্যেকেই আমসত্ত্ব পেশার সঙ্গে যুক্ত। গোপালভোগ, হিমসাগর, ল্যাংড়া মূলতঃ এই তিন প্রজাতির আমের আমসত্ত্ব স্বাদে অতুলনীয়। প্রথমে পাকা আম গাছ থেকে পেড়ে বোটা ছাড়িয়ে প্রায় আধা ঘন্টা জলে ভিজিয়ে রাখতে হয়। তারপর আমের খোসা ছাড়িয়ে আবারও আম গুলিকে প্রায় পনের মিনিট জলে ভিজিয়ে রাখার পর থেতো করে নেটে চেলে নিয়ে পেস্ট করতে হয়। তারপর সেই আমের পেস্ট একের পর এক প্রলেপ দিয়ে রোদে শুকাতে হয়। এই ভাবে সাত দিন রোদে শুকানোর পর কাটিং করে তৈরী হওয়া আমসত্ত্ব বাজারে বিক্রি করা হয়। মালদার আমসত্ত্ব বাজার দর ১৪০০ থেকে ১৬০০ টাকা কিলো। তবে একটু নিম্ন মানের আমসত্ত্ব বাজারে বিক্রি হয় ৮০০ থেকে ১০০০ টাকা কিলোয়। মালদার আমসত্ত্ব শুধু এই রাজ্যেই নয় ভিন রাজ্য এমনকি বাংলাদেশেও যায় এই আমসত্ত্ব। তবে আম চাষীদের একটাই আক্ষেপ সরকারি কোন সাহায্য তারা পায়না। তাদের বক্তব্য মালদায় যদি একটা হাব করা হতো তবে তারা আমসত্ত্বের ভাল মূল্য পেতো। সংরক্ষণ করা থাকলে আমসত্ত্ব নষ্ট হওয়ার ভয় থাকত না। এই আমসত্ত্ব শুধু শুধু খাওয়ার স্বাদের থেকে দুধে কিছুক্ষণ ভিজিয়ে রেখে রুটি দিয়ে খাওয়ার স্বাদই আলাদা। একেক প্রজাতির আমের স্বাদ পেতে গেলে আপনাকে খেতেই হবে মালদার আমসত্ত্ব।

রাতের অন্ধকারে ঝড়খালিতে গাড়ি ভাঙচুর, লুটপাটের অভিযোগ

দুরন্ত বার্তা, ঝড়খালি, ১৯ জুন ঃ রাতের অন্ধকারে বাড়িতে চড়াও হয়ে গাড়ি ভাঙচুরের অভিযোগ একদল দুস্কৃতীর বিরুদ্ধে। রবিবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে বাসন্তীর ঝড়খালিতে। সেখানে বিপ্লব সর্দার নামে এক ব্যক্তির বাড়িতে রাতে চড়াও হয় একদল দুস্কৃতী। গাড়ি ভাঙচুর করে সেখানে রাখা ৫০ হাজার টাকা লুট করে তারা। পাশাপাশি বিপ্লবের মা অনিতা সর্দারকেও মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। এলাকায় পাকা বাড়ি করছেন বলে কয়েকজন দুস্কৃতী তোলাবাজি চেয়েছিল তাঁর কাছে। দিতে অস্বীকার করার জন্যই এই হামলা বলে দাবি তাঁর। এই বিষয়ে ঝড়খালি কোস্টাল থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন সোমবার। শুরু হয়েছে তদন্ত। বিপ্লবের অভিযোগ জয়ন্ত সর্দার নামে এলাকার এক মস্তান এই ঘটনার পিছনে জড়িত। যদিও সেই অভিযোগ অস্বীকার করেছেন জয়ন্ত। তিনি জানান, পারিবারিক বিবাদের জেরে এই ঘটনা ঘটে থাকতে পারে।

বাঁকুড়ার গঙ্গাজলঘাটিতে আবার তৃণমূলে ভাঙ্গন

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ১৯ জুন ঃ বাঁকুড়ার গঙ্গাজলঘাটিতে ফের তৃণমূলে ভাঙ্গন। গঙ্গাজলঘাটির নিত্যান্দপুর অঞ্চলের চৈতন্যপুর গ্রামে। একটি পথসভা করে গ্রামের শতাধিক কর্মী ঘাসফুল ছেড়ে হাত মেলালেন পদ্ম শিবিরে। ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনের মনোনয়ন পর্ব মিটতে না মিটতেই এই ধরনের ভাঙণ শাসকদলে মাথা ব্যথার কারন হয়ে দাঁড়িয়েছে। ইতিমধ্যেই তৃণমূলের মিডিয়া সেলের গুরুত্বপূর্ণ কর্মী গগন ঘটক কংগ্রেসে যোগদান করেছেন। কংগ্রেসে যোগদান করেই তিনি তৃণমূলের দুর্নীতির বিরুদ্ধে সোস্যাল মিডিয়ায় সোচ্চার হয়েছেন, রবিবার সন্ধ্যায় পথসভা করে গঙ্গাজলঘাঁটির চৈতন্য পুর গ্রামের খেতমজুর পাড়ার তৃণমূল কর্মীরা সদলবলে বিজেপিতে যোগদান করে শাসক দলের চিন্তা বাড়িয়ে দিয়েছে। এলাকার অন্যতম তৃণমূল কর্মী দিলীপ বাউরি, মঙ্গল বাউরিরা বলেন, একসময় আমরা সিপিআইএম করতাম। ২০১১ সালে বামেদের ত্যাগ করে আমরা তৃণমূলকে প্রতিষ্ঠা করেছিলাম। কিন্তু গত ১০ - ১২ বছর ধরে আমরা বিভিন্ন সুযোগ - সুবিধা থেকে বঞ্চিতই থেকে গেলাম। পাশাপাশি পঞ্চায়েত নির্বাচনে প্রার্থী হিসেবে খেতমজুর পাড়ার কাউকে কোনোদিন ভাবা হয়নি। তাহলে কেন আমরা তৃণমূলে পড়ে থাকব বলে মন্তব্য করেন দিলীপ বাউরি। এদিন চৈতন্যপুর গ্রামের ২৪০ জন কর্মী তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন বলে দাবি করেন বিজেপির বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলার সভাপতি বিল্লেশ্বর সিংহ। তিনিই দলীয় পতাকা তাদের হাতে তুলে দেন। পঞ্চায়েতের ভোটের মুখে এই দলবদল ভোটে ব্যাপক প্রভাব ফেলবে বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল। যদিও এই বিষয়ে গুরুত্ব নিতে নারাজ শাসকদল। দলের অঞ্চল সভাপতি দেবদাস বাজপাই বলেন, যে পাড়ায় ওরা যোগদান করিয়েছে বলে দাবি করছেন সেটা নাটক ছাড়া কিছুই নয়। যাদের হাতে পতাকা ধরানো হচ্ছে তারা কেউ তৃণমূলের নয়। বিভিন্ন গ্রাম থেকে লোক এনে ওরা বিজেপির লোককেই পতাকা ধরিয়ে ভোটের বাজার গরম করতে চাইছে।

অজগর উদ্ধার

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ১৯ জুন ঃ কোচবিহারের ঘোকসাডাঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েতের বড়শিমূলগুড়ি মুসলিম পাড়া এলাকায় একটি বীজতলা খেতের পাশে ৭ ফুট লম্বা অজগর উদ্ধার। সোমবার নেটে আটকে পড়ে অজগরটি। এদিন অজগরটি নজরে আসতেই স্থানীয় জাকির আলম সহ বেশ কয়েকজন অজগরটিকে বস্তাবন্দি করে। খবর দেওয়া হয় বন দফতরে। বন দফতরের কর্মীরা ঘটনাস্থলে গিয়ে অজগরটিকে উদ্ধার করে নিজেদের হেপাজতে নেয়।

দুর্ঘটনার কবলে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে মালবোঝাই লরি

দুরন্ত বার্তা, উত্তর দিনাজপুর, ১৯ জুন ঃ ৩১ নং জাতীয় সড়কে আবারও দুর্ঘটনার কবলে একটি মালবোঝাই লরি। ঘটনাটি ঘটেছে চোপড়া ব্লকের সোনাপুর আঞ্চলের সোনাপুর ঘাট এলাকায়, স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে সোমবার ৫.২০ নাগাদ একটি আম বোঝাই লরি আসামের উদ্দেশ্যে যাচ্ছিলো হঠাৎই সোনাপুর ঘাট এলাকায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে যায়, হতাহতের কোনো ঘটনা না ঘটলেও স্থানীয়দের দাবি দিনের পর দিন একই স্থানে এই ধরনের দুর্ঘটনা ঘটছে এবং আসে পাশে বেশকিছু বাড়িঘর রয়েছে, সেখানে অতি সত্তর বেরিয়াল দেওয়া হোক। ঘটনাস্থলে চোপড়া থানার পুলিশ পৌঁছে বিষয়টি খতিয়ে দেখছে।

অসমে বন্যা পরিস্থিতির অবনতি, প্রভাবিত ১৮টি জেলার ৩০ হাজারের বেশি মানুষ

গুয়াহাটি, ১৯ জুন ঃ অসমে বন্যা পরিস্থিতির আরও অবনতি হয়েছে। নতুন নতুন জেলা বন্যার কবলে পড়েছে। এতে প্রভাবিত হয়েছে ১৮টি জেলার ৩০ হাজার ৭২৯ জন। বেশ কয়েকটি জেলায় ভূমিধস পড়ে নাগরিকজীবন বিপর্যস্ত করে তুলেছে। অসম রাজ্য ফ্লাড রিপোর্টিং অ্যান্ড ইনফরমেশন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমের সর্বশেষ প্রতিবেদনে এই তথ্য পাওয়া গেছে। ওই তথ্যে জানা গেছে, চলমান বন্যায় সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে লখিমপুর জেলা। লখিমপুরের ২২,০৬১ জন, তার পর ৩,৮৫৭ জন ডিব্রুগড়, তিনসুকিয়া জেলায় ২,৬৬৬ জন এবং কোকরঝাড় জেলায় ১,৭৬০ জন বন্যার কবলে পড়েছেন। এছাড়া বন্যার জলে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষি জমিও। প্রায় ৪,৭৪১.২৩ হেক্টর ফসলি জমি বন্যার জলে প্লাবিত হয়েছে। উপরন্তু, বন্যার জল ৩১টি রাস্তা, সাতটি সেতু এবং তিনটি বাঁধ সহ অত্যাবশ্যক পরিকাঠামোর ক্ষতি করে যোগাযোগ ব্যাহত করেছে। যার দরুন সংশ্লিষ্ট বন্যাক্রান্ত এলাকায় ত্রাণ সামগ্রী পৌঁছনোর ক্ষেত্রে ব্যাঘাত সৃষ্টি করেছে। ফ্লাড রিপোর্টিং অ্যান্ড ইনফরমেশন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমের রিপোর্টে আরও জানানো হয়েছে, অবিরাম বৃষ্টির দরুন বেশ কয়েকটি জেলায় ভূমিধসের ঘটনা ঘটেছে। গুয়াহাটি মহানগর, ডিমা হাসাও জেলার হাফলং, দিবারাই, লোয়ার লোদি, সরন, মৌলহোই এবং মুল্লনমের মতো এলাকাগুলিতে ধস পড়ে ব্যাপক ক্ষতি করেছে। একইভাবে কামরূপ মহানগরের জেলা সদর গুয়াহাটিতে দুর্গাসরবর এবং নরনারায়ণ পথে ভূমিধসের ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। করিমগঞ্জ জেলার বদরপুর ও রানিগ্রাম পার্ট ১ গ্রামেও ভূমিধসের ঘটনা ঘটেছে। বন্যার কবল থেকে রেহাই পায়নি শহরাঞ্চলও। কাছাড় জেলা সদর শিলচরে জলাবদ্ধতার ফলে সৃষ্ট কৃত্রিম বন্যায় শহরকে প্রভাবিত করেছে। অন্যান্য ক্ষতিগ্রস্ত শহুরে অঞ্চলগুলির মধ্যে রয়েছে দরং, যোরহাট, কামরূপ মেট্রে এবং কোকরাঝাড়, যেখানে আবাসিক এলাকা এবং রাস্তাগুলি প্লাবিত হযেছে। বন্যাক্রান্তদের সহায়তা প্রদানের জন্য ক্ষতিগ্রস্ত জেলাজুড়ে মোট ২৫ টি ত্রাণ শিবির স্থাপন করা হয়েছে। ওই শিবিরে আশ্রিতদের প্রয়োজনীয় অত্যাবশ্যক সামগ্রী সরবরাহ করা হয়েছে। এছাড়া বন্যায় বড়, ছোট এবং হাঁস-মুরগি সহ ৮৪,৭১১ টি প্রাণীসম্পদ বন্যার ফলে প্রভাবিত হয়েছে।

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে — টেন্ডার

(PR-305)

পূর্ব রেলওয়ে

(CON-31/2023-24)

@EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

Office of the councilor
Dhuliyan Municipality
P.O Dhuliyan, Dist Murshidabad
Notice Inviting offline Quotation
Ref:- Quotation no 1 to 5(2023-2024)
Id-Uz_Zuha 2023 Urgent

The Chairman Dhuliyan Municipality invites quotation for 5 nos various supply and Hire works from the bonafied and resourceful Contractors/Supplier. Last date of submission quotation:- 27.06.2023 up to 1.00 PM. For further details please visit Notice board.

Sd/-Chairman
Dhuliyan Municipality

উয়েফা সভাপতি বললেন

প্রচুর টাকায় ‘বুড়ো’দের নিয়ে ভুল করছে সৌদি আরব

জুরিখ, ১৯ জুনঃ ফুটবলে সৌদি আরবের বিপুল অর্থ ব্যয় নিয়ে ইউরোপিয়ান ক্লাবগুলোর ভয় পাওয়া উচিত নয় বলে মন্তব্য করেছেন উয়েফা সভাপতি আলেক্সান্ডার সেফেরিন। ইউরোপিয়ান ফুটবলের নিয়ন্ত্রক সংস্থার এই প্রধানের মতে, কেরিয়ারের শেষ প্রান্তে থাকা ফুটবলারদের জন্য অর্থ ব্যয় করে ভুল করছে সৌদি আরব। গত ছয় মাসের মধ্যে সৌদি আরবের আল নাসরে ও আল ইত্তিহাদ ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডো ও করিম বেনজেমাকে দলে টেনেছে। বিভিন্ন সূত্র অনুসারে রোনাল্ডো বছরে ২০ কোটি ইউরোর আশপাশে এবং বেনজেমা বছরে ১০ কোটি ইউরোর বেশি পাবেন। এ দুজনের পাশাপাশি লিওনেল মেসি ও লুকা মদরিচকেও প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল। ২০০৮ সালের পর থেকে সব কটি ব্যালন ডি’অর পুরস্কার ভাগাভাগি করে নিয়েছেন এ চারজন। তাঁদের কারও বয়সই ৩৫-এর কম নয়। মেসি-মদরিচ সৌদিকে ‘হ্যাঁ’ না বললেও আরও বেশ কয়েকজন ফুটবলার মধ্যপ্রাচ্যের দেশটিতে যেতে পারেন বলে আভাস পাওয়া গেছে। আর এটি সম্ভব হচ্ছে দেশটির পাবলিক ইনভেস্টমেন্ট ফান্ড (পিআইএফ) থেকে ক্লাবগুলোর জন্য বিপুল অর্থ খরচের কারণে। পিআইএফের চেয়ারম্যান সৌদি আরবের ক্রাউন প্রিন্স মহম্মদ বিন সালমান। ইউরোপ থেকে খেলোয়াড়দের সৌদিমুখী হওয়ায় উয়েফার ভীত হওয়ার কারণ আছে কি না-রবিবার এমন একটি প্রশ্ন করা হয়েছিল উয়েফা সভাপতি সেফেরিনকে।

নেদারল্যান্ডসের সরকারি সম্প্রচার প্রতিষ্ঠান এনওএসের এই প্রশ্নের জবাবে সরাসরিই ‘না, না, না’ বলেছেন সেফারিন। কেন ভীত নন, সেই ব্যাখ্যায় সেফেরিন বলেছেন, ‘‘আমি মনে করি, এটা সৌদি আরবের ফুটবলের ভুল। এটা তাদের জন্য কীভাবে সমস্যা জানেন? কারণ, তাদের এখন একাডেমিতে বিনিয়োগ করা উচিত, কোচ আনা উচিত, উচিত নিজেদের খেলোয়াড় তৈরি করা। যেসব খেলোয়াড়ের কেরিয়ার শেষ প্রান্তে, তাদের কিনে ফুটবল কাঠামোর উন্নতি করা যাবে না। এই ভুল চিনও করেছিল, শেষবেলায় থাকা খেলোয়াড়দের কিনেছিল যখন।’’ ২০১২ সালের দিকে চাইনিজ লিগের দলগুলো ইউরোপে খেলা শীর্ষস্থানীয় খেলোয়াড়দের দলে টেনেছিল। এর মধ্যে দিদিয়ের দ্রগবা, নিকোলাস আনেলকা, ফ্রেদরিক কোনাতেরা ছিলেন। তবে নামী খেলোয়াড়দের দলে টেনেও লিগ বা জাতীয় দল পর্যায়ে খুব একটা এগোতে পারেনি চিন। সৌদি প্রো লিগের দলগুলো ইউরোপে সেরা সময় পার করা খেলোয়াড়দের কিনছে উল্লেখ করে সেফেরিন বলেন, ‘‘সেখানে যাওয়া একজন শীর্ষ খেলোয়াড়ের নাম বলেন তো আমাকে, যার বয়স বেশি নয় কিংবা কেরিয়ার কেবল শুরু হয়েছে। এখানে (ইউরোপে) টাকাটাই সব নয়। ফুটবলাররা সেরা প্রতিযোগিতায় খেলতে চায়, সেরা প্রতিযোগিতায় জিততে চায়।’’ সৌদি আরবের কারণে দর্শক আকর্ষণ করা কিছু খেলোয়াড়কে উয়েফা হারিয়ে ফেলছে কি না-এমন একটি আলোচনা চালু আছে ইউরোপে। তবে উয়েফা সভাপতি বিষয়টিকে দেখছেন ভিন্ন পরিপ্রেক্ষিতে, ‘‘আমরা কাউকে হারিয়ে ফেলিনি। ওরা এখনো ফুটবল খেলছে। কেরিয়ারের শেষবেলায় কিছু খেলোয়াড় অন্যত্র গিয়ে কিছু অর্থ আয়ের চেষ্টা করেই থাকে।’’

লাল-হলুদে কামব্যাক খাবরার, ইস্টবেঙ্গলকে শক্তিশালী করতে ত্রিমূর্তির আগমন

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৯ জুনঃ নতুন মরসুমে যাবতীয় ভুল শোধরাতে মরিয়া লাল-হলুদ শিবির। আইএসএলের একটা মরসুমেও সাফল্য পায়নি ইস্টবেঙ্গল। এ বার আর কোনও গড়িমসি নয়। শুরু থেকেই জোরকদমে দল গঠনের কাজ করছে ইস্টবেঙ্গল। একে একে দেশি-বিদেশি ফুটবলারদের সই করিয়ে চলেছে ইস্টবেঙ্গল। এ বার লাল-হলুদ আরও শক্তিশালী হল। ইস্টবেঙ্গলে যোগ দিলেন তিন তারকা। হরমনজ্যোৎ সিং খাবরা, মন্দার রাও দেশাই এবং এডউইন সিডনি ভান্সপল। ৭ বছর বাদে লাল-হলুদে ফিরে উচ্ছ্বসিত পঞ্জাব তনয় হরমনজ্যোৎ সিং খাবরা। ঘরের ফেরার অনুভূতি নিয়ে তিনি নিজের মনের ভাব প্রকাশ করেন। খাবরা জানান, ঘরে ফিরে ফ্যানেদের সামনে আবার ১০০ শতাংশ দিতে তৈরি তিনি। ডার্বি নিয়ে খাবরা যে বিশেষ উচ্ছ্বসিত তাও বলেন। কার্লোস কুয়াদ্রাতের কোচিংয়ে আগেও খেলেছেন খাবরা। তাঁর মতে, কার্লোস তাঁকে উন্নতি করতে অনেক সাহায্য করেছে। খাবরার পাশাপাশি মন্দার রাও দেশাইও ইস্টবেঙ্গলে যোগ দিয়ে নতুন চ্যালেঞ্জকে স্বাগত জানিয়েছেন। নিজের সেরাটা লাল-হলুদকে দিতে তৈরি মন্দার। ইস্টবেঙ্গলের স্পেনীয় কোচ কার্লোস কুয়াদ্রাতের টেকনিক নিয়েও ওয়াকিবহল মন্দার। কার্লোসের অধীনে ফের খেলার সুযোগ পেয়ে উচ্ছ্বসিত মন্দার। ইস্টবেঙ্গলে যোগ দেওয়া নিয়ে এডউইন সিডনি ভান্সপল জানান, কলকাতা ফুটবলের ঐতিহ্য সম্পর্কে তিনি অবগত। তাই ইস্টবেঙ্গলের মতো এক আইকনিক ক্লাবে যোগ দেওয়া তাঁর কাছে বড় ব্যাপার। অতীতে ইস্টবেঙ্গলের বিরুদ্ধে খেলার সময় এই ক্লাবের ফ্যানেদের উন্মাদনা দেখেছেন ভান্সপল। সেই ফ্যানেদের সামনে নিজেকে তুলে ধরতে চান ভান্সপল। খাবরা, মন্দার ও ভান্সপলের ইস্টবেঙ্গলে যোগ দেওয়া নিয়ে ইমামি গ্রুপের চিফ মার্কেটিং অফিসার দেবব্রত মুখোপাধ্যায় জানান, এই তিন ফুটবলার ভারতীয় ফুটবলের সমস্ত ট্রফি জিতেছে। তাঁর মতে, এই ত্রয়ীর গুণমান, অভিজ্ঞতা এবং বিজয়ী মানসিকতা ইস্টবেঙ্গল স্কোয়াডকে শক্তিশালী করবে এবং গভীরতা যোগ করবে।

‘ক্রিকেট বোধই তো নেই’

বোর্ডের উপর ক্ষোভ উগরে দিলেন বেঙ্গসরকার

নয়াদিল্লি, ১৯ জুনঃ কোনও সিরিজের জন্য জাতীয় দলে কারা কারা থাকবেন, তা বেছে নেয় নির্বাচন কমিটি। আর সেই নির্বাচন কমিটিতেই যদি গলদ থাকে? তা হলে শুধু দলের পারফরম্যান্সের উপর দায় চাপালে কি চলে? একেবারেই নয়। একটা দলকে চালনা করেন অধিনায়ক। কিন্তু অধিনায়কের ঘাড়েই কি সব দোষ চাপিয়ে দেওয়া যায়? এর উত্তরও না। ভারতীয় বোর্ডের কিছু সিদ্ধান্ত নিয়ে বিভিন্ন সময় সমালোচনা হয়েছে। সম্প্রতি বিসিসিআইয়ের উপর ক্ষোভ উগরে দিলেন ১৯৮৩ সালের বিশ্বকাপজয়ী দলের সদস্য দিলীপ বেঙ্গসরকর। কোনও রাখঢাক না করে দিলীপ জানান, গত ছয়-সাত বছরে ভারতীয় বোর্ডে তিনি তেমন নির্বাচকদের দেখেননি, যাঁদের দূরদৃষ্টি রয়েছে। ক্রিকেটীয় বোধ রয়েছে। রজার বিনির বোর্ডকে আর কী কী বললেন তিনি? ভারতীয় টিমে গত কয়েক বছরে বিভিন্ন সিরিজে অধিনায়ক নিয়েও পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়েছে। যদি ২০২১-২০২৩ এর বিশ্ব টেস্ট

চ্যাম্পিয়নশিপ চক্র দেখা হয় তা হলে নজরে পড়বে এর মধ্যে ৫ জন ভারতীয় দলকে নেতৃত্ব দিয়েছেন। এত ঘন ঘন ক্যাপ্টেন পরিবর্তন করার সিদ্ধান্তের দিকে আঙুল তুলেছেন দিলীপ বেঙ্গসরকর। তিনি এক উদাহরণ দিয়ে বিষয়টি ব্যাখ্যা করেছেন। ২০২১ সালের ২১ জুলাই শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে সীমিত ওভারের সিরিজে ভারতের অধিনায়ক হিসেবে বেছে নেওয়া হয়েছিল শিখর ধাওয়ানকে। সেই সময় ২০২১ সালের বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনালের জন্য ভারতীয় দল ইংল্যান্ডে ছিল। এবং ইংলিশ ব্রিগেডের সঙ্গে ৫টি টেস্টও ছিল ভারতের। সেই সময় বাকি ক্রিকেটারদের মধ্যে থেকে সিনিয়র হিসেবে শিখর ধাওয়ানকে লঙ্কান সফরের নেতৃত্ব দেয় বিসিসিআই। দিলীপের পরিষ্কার প্রশ্ন, শিখর ধাওয়ানকে ওই সময় ক্যাপ্টেন করার কি খুব দরকার ছিল? এক সাক্ষাৎকারে দিলীপ জানান, গত ৬-৭ বছরে তিনি অন্তত এমন নির্বাচক দেখেননি যাঁদের দূরদৃষ্টি রয়েছে। এবং যাঁরা ক্রিকেটীয় জ্ঞানে সমৃদ্ধ। তাঁর মতে, শিখর ধাওয়ানকে অধিনায়ক না বানিয়ে বোর্ডের উচিত ছিল ভবিষ্যতের ক্যাপ্টেন তৈরি করা। ৮৩-র বিশ্বকাপজয়ী সদস্য দিলীপের মতে, যে সময় বিসিসিআইয়ের ভবিষ্যতের অধিনায়ক বেছে নেওয়ার কথা তখন সিনিয়র প্লেয়ার হিসেবে ধাওয়ানকে বেছে নেওয়ার প্রশ্নই ছিল না। ভারতীয় বোর্ডকে ক্রিকেট বিশ্বের সবচেয়ে ধনী বোর্ড বলা হয়। দিলীপের তোপ, তা হলে বিসিসিআইয়ের বেঞ্চ স্ট্রেন্থ কোথায়? প্রাক্তন ভারতীয় ক্রিকেটারের মতে, আইপিএলে কোটি কোটি টাকা আর মিডিয়া রাইটস থেকে প্রচুর অর্থ উপার্জন করাটাই আসল অর্জন নয়।

‘তিন বছর বিশ্রাম করছিলাম’ রিয়াল ছেড়ে বলছেন হ্যাজার্ড

ব্রাসেলস, ১৯ জুনঃ বয়স মাত্র ৩২। আন্তর্জাতিক ফুটবল হোক কিংবা ক্লাব ফুটবল। এটা কোনও বয়সই নয়। চুটিয়ে খেলছেন সকলেই। কিন্তু এই বয়সেই আন্তর্জাতিক ফুটবলকে বিদায় জানিয়েছেন ইডেন হ্যাজার্ড। এ বার কি ক্লাব ফুটবলেও অবসর নেবেন! তা হয়তো নয়। বেলজিয়াম ফুটবল ফেডারেশনের তরফে সংবর্ধনা দেওয়া হয়েছে হ্যাজার্ডকে। সেখানেই নানা বিষয়ে মন্তব্য করলেন বেলজিয়ামের এই প্রাক্তন ফুটবলার। সবচেয়ে বেশি নজর কেড়েছে তাঁর ‘বিশ্রাম মন্তব্য’। রিয়াল মাদ্রিদে তিনি বিশ্রাম করেছেন? তাহলে এর কি কোনও আলাদা অর্থ রয়েছে! ইউরো কাপের যোগ্যতা অর্জন পর্বে অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে নেমেছিল বেলজিয়াম। কাতার বিশ্বকাপের পরই আন্তর্জাতিক ফুটবলকে বিদায় জানিয়েছিলেন বেলজিয়ামের তারকা ফুটবলার ইডেন হ্যাজার্ড। অস্ট্রিয়া ম্যাচেই তাঁকে সংবর্ধনা দিল বেলজিয়ান ফুটবল সংস্থা। ঘরের মাঠে এমন সংবর্ধনা, সমর্থকদের ভালোবাসায় আপ্লুত হ্যাজার্ড। তবে রিয়াল মাদ্রিদকে নিয়ে তাঁর মন্তব্য সাড়া

ফেলে দিয়েছে। ক্লাব ফুটবলে রিয়াল মাদ্রিদে খেলেছেন এত দিন। দীর্ঘ চার বছর পর রিয়াল মাদ্রিদ ছেড়েছেন বেলজিয়ান তারকা ইডেন হ্যাজার্ড। রিয়াল মাদ্রিদে শুরুর দিকে সব ঠিকই ছিল। তবে কার্লো আন্সেলোত্তি ফের দায়িত্ব নেওয়ার পর ভিনিসিয়াস জুনিয়রের কাছে জায়গা হারান হ্যাজার্ড। কোচের সঙ্গেও ভালো সম্পর্ক ছিল না তাঁর। সুযোগ পেতেন না খেলার। চার বছর রিয়াল মাদ্রিদে কেমন কেটেছে তাঁর, সেই প্রসঙ্গে এক লাইনে মজার উত্তর হ্যাজার্ডের। বলছেন, ‘‘তিন বছর তো বিশ্রাম করছিলাম।’’ আন্তর্জাতিক ফুটবলকে এত তাড়াতাড়ি বিদায় জানিয়েছেন। ক্লাব ফুটবলেও কি এমনই ভাবনা রয়েছে? ফুটবল ভবিষ্যৎ প্রসঙ্গে হ্যাজার্ড বলছেন, ‘‘অবসর! সত্যি বলতে, আমিও জানি না। তিনটে বছর খুবই কঠিন কেটেছে। আপাতত পরিবারের সঙ্গে সময় কাটাতে চাই। এটা ঠিক, অবসর প্রসঙ্গে আমাকে নিয়ে অনেক কিছুই লেখালেখি হচ্ছে। তবে এখনই অবসর নিয়ে কিছু বলতে পারছি না।’’

সামনে এশিয়ান গেমসের ট্রায়াল! আপাতত ধর্নামঞ্চ ছেড়ে আখড়ায় প্রতিবাদী কুস্তিগিরেরা

নয়াদিল্লি, ১৯ জুনঃ এশিয়ান গেমসের ট্রায়ালের আগে প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছেন প্রতিবাদী কুস্তিগিরেরা। হরিয়ানার সোনপতে স্পোর্টস অথরিটি অফ ইন্ডিয়ার (সাই) কমপ্লেক্সে প্রস্তুতি শুরু করেছেন বিনেশ ফোগট, সঙ্গীতা ফোগটেরা। সাইয়ের অন্য একটি কেন্দ্রে প্রস্তুতি নিচ্ছেন বজরং পুনিয়া। তবে সাক্ষী মালিক এখনও প্রস্তুতি শুরু করেননি। ভারতীয় কুস্তি সংস্থার প্রধান ব্রিজভূষণ শরণ সিংহের বিরুদ্ধে যে কুস্তিগিরেরা বিক্ষোভ দেখাচ্ছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম বিনেশ। তাঁর সঙ্গেই সোনপতে প্রস্তুতি নিতে শুরু করেছেন গীতা ফোগট। কমনওয়েলথ গেমসে সোনাজয়ী এই কুস্তিগির অনেক দিন আখড়ার বাইরে ছিলেন। সন্তান হওয়ার পরে আবার কুস্তিতে ফিরেছেন তিনি। সাইয়ের এক আধিকারিক সংবাদমাধ্যমে বলেন, ‘‘প্রতিবাদী কুস্তিগিরেরা অনেক দিন আখড়া থেকে দূরে ছিলেন। তাই তাঁদের পুরোদমে প্রস্তুতি শুরু করতে একটু সময় লাগবে। প্রথমে জিমে বেশি সময় দিচ্ছেন তাঁরা। ধীরে ধীরে আখড়ায় অনুশীলন শুরু করবেন কুস্তিগিরেরা।’’ প্রথমে ঠিক ছিল জুন মাসের শেষে এশিয়ান গেমসের ট্রায়াল হবে। কয়েক দিন আগে কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রকের কাছে কুস্তিগিরেরা আবেদন করেন, ট্রায়াল পিছিয়ে আগস্ট মাসে করা হোক। কারণ, জুন মাসে ট্রায়াল হলে প্রস্তুতির পর্যাপ্ত সময় পাবেন না তাঁরা। তার পরেই অলিম্পিক্স কাউন্সিল অফ এশিয়ার কাছে ভারতীয় অলিম্পিক্স সংস্থা আবেদন করেছে, ভারতীয় কুস্তিগিরদের নাম জমা

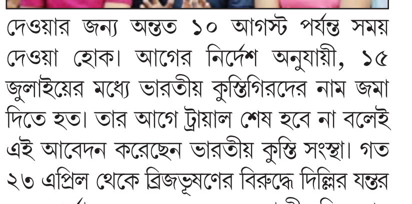

দেওয়ার জন্য অন্তত ১০ আগস্ট পর্যন্ত সময় দেওয়া হোক। আগের নির্দেশ অনুযায়ী, ১৫ জুলাইয়ের মধ্যে ভারতীয় কুস্তিগিরদের নাম জমা দিতে হত। তার আগে ট্রায়াল শেষ হবে না বলেই এই আবেদন করেছেন ভারতীয় কুস্তি সংস্থা। গত ২৩ এপ্রিল থেকে ব্রিজভূষণের বিরুদ্ধে দিল্লির যন্তর মন্তরে ধর্না শুরু করেন বজরং, সাক্ষী, বিনেশের মতো কুস্তিগিরেরা। বার বার আবেদনের পরেও সরকার তাঁদের কথা না শোনায় গত ২৮ মে নতুন সংসদ ভবন অভিযান করেন সাক্ষীরা। সেই সময় দিল্লি পুলিশ তাঁদের জোর করে আটক করে। এই ঘটনার পরে দেশের হয়ে জেতা সব পদক হরিদ্বারে গঙ্গায় ভাসিয়ে দেওয়ার হুঁশিয়ারি দেন কুস্তিগিরেরা। কিন্তু কৃষকনেতাদের হস্তক্ষেপে হরিদ্বারে গিয়েও ফিরে আসেন সাক্ষীরা। তাঁরা ৫ জুন পর্যন্ত সময়সীমা দেন কেন্দ্রকে। এর পরেই পদক্ষেপ করে কেন্দ্র। কুস্তিগিরদের সঙ্গে বৈঠক করেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ও কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রী অনুরাগ ঠাকুর। বৈঠকে পাঁচটি দাবি করেন কুস্তিগিরেরা। তার মধ্যে কয়েকটি দাবি মেনে নেয় কেন্দ্র। আশ্বাস দেওয়া হয় যে ১৫ জুনের মধ্যে তদন্ত শেষ করা হবে। এই আশ্বাস পেয়ে আন্দোলন স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নেন কুস্তিগিরেরা। গত ১৫ জুন ব্রিজভূষণের বিরুদ্ধে ১৫০০ পাতার চার্জশিট জমা দিয়েছে দিল্লি পুলিশ। দিল্লির রাউস অ্যাভিনিউ কোর্টে গিয়ে ব্রিজভূষণের বিরুদ্ধে চার্জশিট পেশ করে। চার্জশিটে ব্রিজভূষণের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৫৪ (জোর করে মহিলার শ্লীলতাহানির চেষ্টা), ৩৫৪এ (অশালীন মন্তব্য), ৩৫৪ডি (উত্যক্ত করা) ধারায় অভিযোগ করা হয়েছে। এই ধারাগুলির মধ্যে ৩৫৪ জামিনঅযোগ্য। তবে বাকি দু’টি ধারা জামিনযোগ্য। ২২ জুন রয়েছে সেই মামলার পরবর্তী শুনানি।

ভারত কেন আসবে না? বিশ্বকাপ বয়কটের দাবি তুলে দিলেন মিয়াঁদাদ

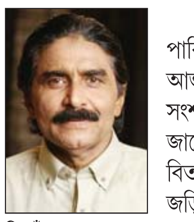

করাচি, ১৯ জুনঃ ভারত আগে আসুক, তারপর পাকিস্তান যাবে। ভারতের মাটিতে বিশ্বকাপে বাবর আজমরা পা রাখবেন কিনা, তা নিয়ে এমনিতেই রয়েছে সংশয়। সেই বিতর্ককে আরও খানিকটা বাড়িয়ে দিলেন জাভেদ মিয়াঁদাদ। পাকিস্তানের প্রাক্তন অধিনায়ক বরাবর বিতর্ক তৈরি করেছেন। কারণে-অকারণে নানা ঝামেলায় জড়িয়ে পড়া, বিতর্কিত মন্তব্য করা তাঁর অভ্যেস। সেই মিয়াঁদাদ এ বার ভারত-পাক ক্রিকেট সম্পর্ক নিয়েও গরম গরম বক্তব্য রাখলেন। এশিয়া কাপ ঘিরে দুই দেশের ক্রিকেট সম্পর্ক আবার তলানিতে পৌঁছেছে। ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড পাকিস্তানে পা রাখতে অস্বীকার করেছে। জানিয়ে দিয়েছে, সরকারি অনুমতি ছাড়া পাকিস্তানের মাটিতে ক্রিকেট খেলবেন না রোহিত শর্মারা। এশিয়া কাপের মতো টুর্নামেন্ট দুটো দেশে আয়োজন করা হচ্ছে। ভারতীয় টিম খেলবে শ্রীলঙ্কার মাটিতে। পরিস্থিতি যখন জটিল তখন মিয়াঁদাদের মন্তব্যে বিতর্ক বাড়ল আরও। অক্টোবর-নভেম্বরে ভারতে অনুষ্ঠিত হতে চলা ওয়ান ডে বিশ্বকাপে ভারতের বিরুদ্ধে আমেদাবাদে খেলতে হতে পারে পাকিস্তান টিমকে। যা নিয়ে মিয়াঁদাদ বলছেন, ‘২০১২ সালে ভারতে গিয়ে খেলেছে পাকিস্তান। ২০১৬ সালেও তাই হয়েছে। আমরা সব সময় ওদের সঙ্গে খেলার জন্য তৈরি হয়ে রয়েছি। তা হতে পারে না। আমাকে যদি সিদ্ধান্ত নিতে বলা হয়, তা হলে বলব, ভারতের বিরুদ্ধে কোনও ম্যাচই খেলব না। এমনকি, বিশ্বকাপেও না। পাকিস্তান ক্রিকেট যে ছোট নয়, তার প্রমাণ অনেক বার দিয়েছি আমরা। এখনও পাক ক্রিকেট কোয়ালিটি প্লেয়ারের জন্ম দিয়ে চলেছে। আমার মনে হয় না, ভারতে না গেলে পাকিস্তানের কোনও ক্ষতি হবে।’’ ২০০৮ সালে ভারত শেষবার পাক সফরে গিয়েছিল। সে বার এশিয়া কাপ খেলেছিল ভারতীয় টিম। তারপর থেকে রাজনৈতিক কারণে আর সফর বিনিময় হয়নি। ক্রিকেটের সঙ্গে রাজনীতিকে মেশানোয় তীব্র আপত্তি মিয়াঁদাদের। ‘কোনও একটা দেশ একা প্রতিবেশির ভূমিকা পালন করতে পারে না। এই দায়িত্বটা নিতে হবে দু’পক্ষকেই। ক্রিকেট খেলাটা মানুষদের কাছাকাছি নিয়ে আসে। ভুল বোঝাবুঝি কমায়।’’ এশিয়া কাপ খেলার জন্য ভারতীয় টিম এ বার পাকিস্তানে যাবে না। যে কারণে শ্রীলঙ্কাকেও ভেনু হিসেবে বাছতে হয়েছে। যা নিয়ে ঘোর আপত্তি রয়েছে মিয়াঁদাদের। স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গীতে বলেছেন, ‘‘প্রতি বারের মতো এ বারও ভারতীয় টিম পাকিস্তানে খেলতে আসছে না। পাকিস্তানকেও কিন্তু এ বার দৃঢ় পদক্ষেপ নিতে হবে।’’

ক্রোয়াটদের স্বপ্ন ভেঙে নেশন্স লিগ চ্যাম্পিয়ন স্পেন

নির্ধারিত ৯০ মিনিট পেরিয়ে ম্যাচ গড়াল অতিরিক্ত সময়ে। কিন্তু লড়াইয়ের ধরনে তেমন কোনো পরিবর্তন এলো না। আক্রমণ-পাল্টা আক্রমণ চলল ঠিকই কিন্তু প্রতিপক্ষ গোলরক্ষককে যথেষ্ট পরীক্ষায় ফেলতে পারল না কোনো দল। অবশেষে টাইব্রেকারে বাজিমাত করল স্পেন। উনাই সিমোনের অসাধারণ নৈপুণ্যে ক্রোয়েশিয়াকে হারিয়ে প্রথমবারের মতো নেশন্স লিগের শিরোপা জিতল প্রাক্তন বিশ্ব চ্যাম্পিয়নরা।

রটারডাম, ১৯ জুনঃ রটারডামে রবিবার ১২০ মিনিটের লড়াই গোলশূণ্যভাবে শেষ হওয়ার পর গড়ায় পেনাল্টি শুট আউটে। সেখানে ৫-৪ ব্যবধানে জিতে চ্যাম্পিয়ন হয় লুইস দে লা ফুয়েন্তের দল। দুই দলই প্রথম তিন শটে জালের দেখা পায়। ক্রোয়েশিয়ার চতুর্থ শট নিতে এসে ব্যর্থ হন লভরো মাইয়ের, তার শট ঝাঁপিয়ে পড়া অবস্থায় পা দিয়ে আটকান সিমোন। এরপর মার্কো আসেনসিও জালে বল পাঠালে এগিয়ে যায় স্পেন। ক্রোয়েশিয়ার চতুর্থ শট নেওয়া ইভান পেরিসিচ সফল হলে স্কোরলাইন দাঁড়ায় ৪-৪, কিন্তু একটি শট তখন হাতে ছিল স্পেনের। ম্যানচেস্টার সিটির হয়ে ট্রেবল জয়ী সফল হলে শিরোপা নিশ্চিত হয়ে যেত তাদের, কিন্তু ক্রসবারে মেরে বসেন তিনি। নতুন করে আশা জাগে কাতার বিশ্বকাপের সেমি-ফাইনালিস্টদের। তবে আবারও সিমোনের দৃঢ়তা এবং ব্রুনো পেতকোভিচের ব্যর্থতায় ভেস্তে যায় তাদের সব আশা। ডান দিকে ঝাঁপিয়ে তার শট ঠেকিয়ে দেন আথলেতিক বিলবাওয়ের গোলরক্ষক। এরপর দানি কারভাহাল লক্ষ্যভেদ করতেই উল্লাসে ফেটে পরে স্পেনের সবাই। ২০১০ সালের বিশ্বকাপ জয়ী স্পেন তিনবার জিতেছে ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপ। তাদের সবশেষ শিরোপা সাফল্য ধরা দেয় ২০১২ সালে, ইউরো। ১১ বছর বাদে ফের চ্যাম্পিয়ন হওয়ার মিষ্টি স্বাদ পেল তারা। কখনও বড় কোনো শিরোপা জিততে না পারা ক্রোয়েশিয়া এবার দারুণ আত্মবিশ্বাসী ছিল। সেমি-ফাইনালে নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে ৪-২ ব্যবধানে জয়েই মূলত তা আরও বাড়ে। কিন্তু গোলরক্ষকের ভুলে দশম মিনিটেই গোল খেতে বসেছিল তারা। বাঁ দিকের সাইডলাইন থেকে ক্রস বাড়ান ফাবিয়ান রুইস, কোনো হুমকিই ছিল না তাতে। কিন্তু বল ধরতে গিয়ে তালগোল পাকান দমিনিক লিভাকোভিচ। ভাগ্য ভালো, দ্বিতীয় প্রচেষ্টায় গোললাইন থেকে ফেরান

তিনি। দুই মিনিট পর আবারও তাদের সীমানায় স্প্যানিশদের হানা। এবার বক্সের মুখ থেকে নিচু শট নেন তরুণ মিডফিল্ডার গাভি, জায়গা থেকে নড়তেও পারেননি লিভাকোভিচ। তবে বল পোস্ট ঘেঁষে বেরিয়ে গেলে হাফ ছাড়ে ক্রোয়াটরা। ২৩তম মিনিটে দারুণ এক পাল্টা আক্রমণে সুযোগ তৈরি হয়েছিল ক্রোয়েশিয়ার। সতীর্থের বাড়ানো থ্রু বল অফসাইডের ফাঁদ ভেঙে ডিফেন্ডারদের পেছনে ফেলে নাগালেও পেয়ে যান আন্দ্রেই ক্রামারিচ, কিন্তু মুহূর্ত দেরি করে ফেলেন তিনি। পেছন থেকে দুর্দান্ত ট্যাকলে ক্লিয়ার করেন ম্যানচেস্টার সিটির ডিফেন্ডার এমেরিক লাপোর্তে। আট মিনিট পর তাদের সামনে আবারও সুযোগ আসে। ডান দিক থেকে উঁচু করে বক্সে বল বাড়ান লুকা মদ্রিচ, সবার উপরে লাফিয়ে হেড করেন ইভান পেরিসিচ। ঝাঁপিয়ে ঠেকিয়ে দেন গোলরক্ষক উনাই সিমোন। প্রথমার্ধে গোলের উদ্দেশ্যে চারটি শট নিয়ে তিনটি লক্ষ্যে রাখতে পারে ক্রোয়েশিয়া। বিরতির পরের প্রথম পাঁচ মিনিটে ভালো দুটি আক্রমণও করে তারা কিন্তু প্রতিপক্ষ গোলরক্ষককে পরীক্ষায় ফেলার মতো কিছু করতে পারেনি। অন্যদিকে, প্রথমভাগে ৬ শট নিয়ে একটিও লক্ষ্যে রাখতে না পারা স্পেন ৫৭তম মিনিটে ভালো একটি সুযোগ পায়। কিন্তু এবারও লক্ষ্যভ্রষ্ট হেড করে হতাশ করেন মার্কো আসেনসিও। ৮৫তম মিনিটে ডেডলক ভাঙার সুবর্ণ সুযোগ পেয়ে যান আনসু ফাতি। বাঁ থেকে মিকেল মেরিনোর বাড়ানো পাস ফাঁকায় পেয়ে যান তিনি, কিন্তু যথেষ্ট জোরে শট নিতে পারেননি তিনি। গোলরক্ষককের পাশ থেকে কর্নারের বিনিময়ে ক্লিয়ার করেন পেরিসিচ। অতিরিক্ত সময়ের দশম মিনিটে ক্রোয়াটদের আরেকটি সম্ভাবনাময় পাল্টা আক্রমণ ভেস্তে যায় স্প্যানিশদের দারুণ রক্ষণে। সঙ্গে লেগে থাকা ডিফেন্ডারকে গতিতে পেছন ফেলে বক্সে ঢুকে প।নে মাইয়ের, তবে তার শট নেওয়ার আগুমুহূর্তে দুর্দান্ত চ্যালেঞ্জে আটকান রিয়াল মাদ্রিদ ডিফেন্ডার নাচো ফের্নান্দেস। বাকিটা সময়ও পেরিয়ে যায় ওই একইভাবে, একের পর এক ব্যর্থ আক্রমণে। রোমাঞ্চের সবটুকুই যেন বরাদ্দ ছিল স্নায়ুচাপের টাইব্রেকারে। যেখানে নায়ক হয়ে উঠলেন সিমোন। আরও একবার স্বপ্ন ভাঙার কষ্টে মাঠ ছাড়ল ক্রোয়েশিয়া। ১৯৯৮ সালের বিশ্বকাপে চমক জাগিয়ে সেমি-ফাইনালে উঠেছিল ক্রোয়েশিয়া, শেষ পর্যন্ত তারা হয়েছিল রানার্সআপ। এরপর ২০১৮ বিশ্বকাপে দুর্দান্ত ফুটবল খেলে দলটি উঠে যায় ফাইনালে, সেখানে তাদের স্বপ্ন ভাঙে ফ্রান্সের বিপক্ষে। সবশেষ কাতার বিশ্বকাপে হয় তারা তৃতীয়। একটি শিরোপার জন্য মরিয়া হয়ে ওঠা দেশটির কোচ-খেলোয়াড় থেকে শুরু করে সবাই স্বপ্ন বুনছিল এই ফাইনাল ঘিরে। শেষ পর্যন্ত এটাই মিথ্যে হয়ে গেল। অন্যদিকে, ১১ বছর পর শিরোপা উল্লাসে মেতে ওঠা স্পেন এই প্রতিযোগিতার গত আসরেও ফাইনালে উঠেছিল। ২০২১ এর ওই আসরের শিরোপা লড়াইয়ে ফ্রান্সের বিপক্ষে হেরেছিল তারা। পরে কাতার বিশ্বকাপে তারা ছিটকে যায় শেষ ষোলো থেকে। সেসব হতাশা ভুলে অবশেষে হাসি ফুটল তাদের মুখে।

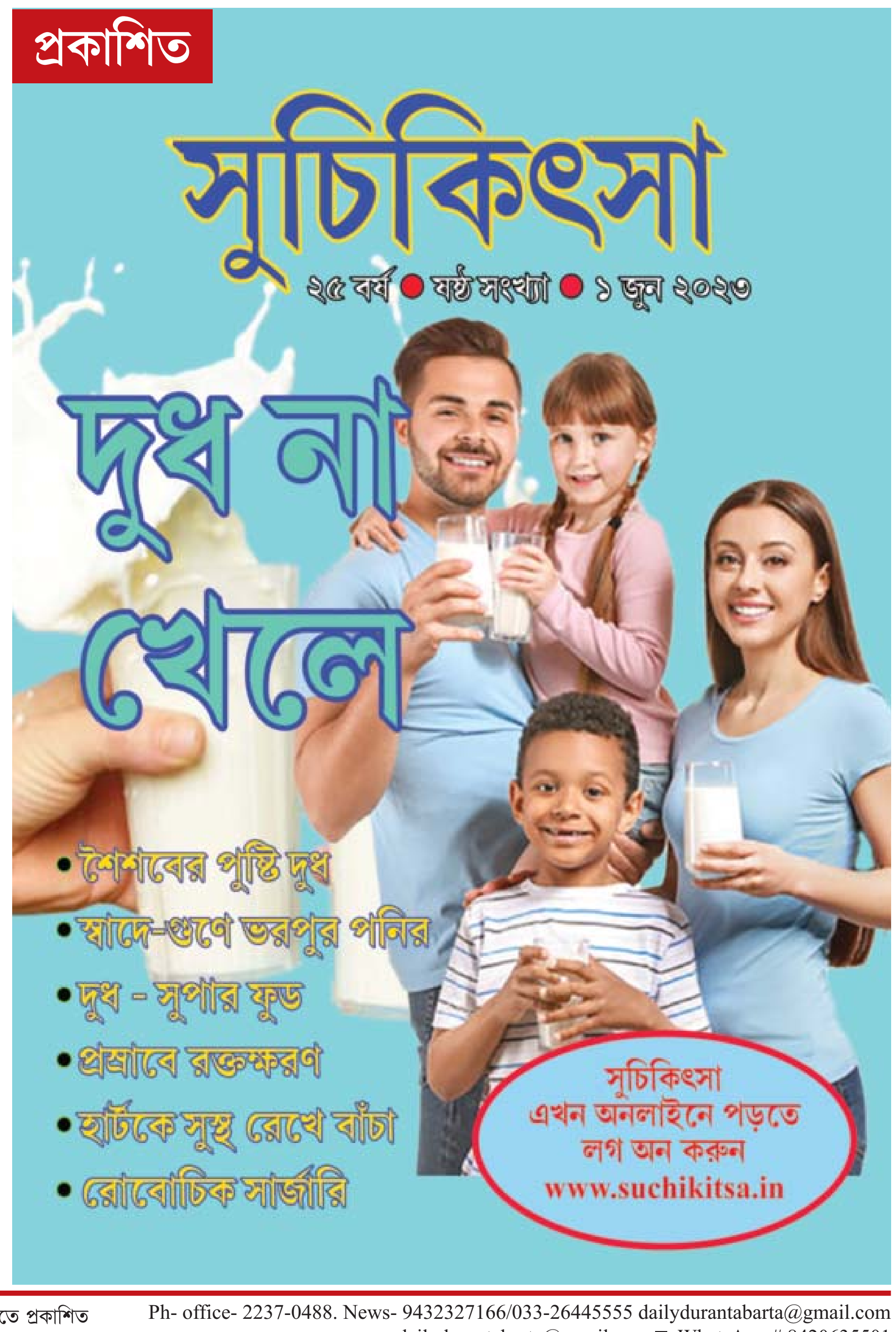

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক এবং সম্পাদক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক ইল্লাস্ট্রেটেড ইন্ডিয়া প্রেস, ৭৪, লেনিন সরনী , কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত ও ১ বি ব্লাক বার্ণ লেন কলকাতা ৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত
Owner, Printer, Publisher & Editor ALOKE KUMAR NASKAR, 1B, Black Burn Lane Kolkata 700012, and print at Illustrated India press 74, Lenin Sarani Road, Kolkata-700013
Ph- office- 2237-0488. News- 9432327166/033-26445555 dailydurantabarta@gmail.com
newsdailydurantabarta@gmail.com ■ WhatsApp # 8420635501